নাপিত ধূর্ত্ত

বা

বলিহারি বাহাদুরী।

অপূর্ব্ব উপন্যাস।

যশোহর-মল্লীকপুরনিবাসী

বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-প্রণীত।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(১৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড)

Printed by J. N. De at the

BANI PRESS.

No 63 Nimtola Ghat Street. Calcutta.

1913.

ভূমিকা।

গ্রন্থের নাম শুনিয়াই অনেকে—বিশেষতঃ নাপিতবংশীয় মহানুভবগণ আমাদিগের উপর অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ, এমন কি, খড়্গহস্ত হইতে পারেন। কিন্তু সেটী তাঁহাদের ভ্রম। আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা একবার গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, ইহার সারমর্ম্ম অনুধাবন করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

কার্য্যভেদে, ঘটনাভেদে এবং সময়ভেদে প্রতারণা প্রবঞ্চনাও যশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আমরা একটী ঘটনার দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছি মাত্র। বস্তুতঃ, আমরা কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া বা পরের নিন্দার অভিসন্ধি করিয়া এ গ্রন্থ প্রকাশ করি নাই। বরং নাপিতের চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া তাঁহাদিগের প্রশংসাই কীর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে সহৃদয় মহাত্মগণ সাদরে গ্রহণ ও পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্ম অনুধাবন করেন, সফলপ্রযত্ন হইব কিমধিকমিতি।

প্রকাশকস্য।

নাপিত ধূর্ত্ত

বা
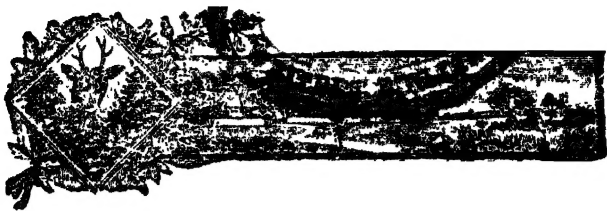
বলি হারি বাহাদুরী !

প্রথম উল্লাস।

সূচনা।

ইছামতী-তীরে মনোহর গগনস্পর্শী সুধাংশুধবল অট্টালিকা। মহারাজ শ্বেতকেতু এই অট্টালিকার অধীশ্বর। অট্টালিকার চারিদিকে পাত্র, মিত্র, অমাত্য, আত্মীয়-স্বজন, ওমরাহ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোক অধিবসতি করেন। নগরীর নাম অবন্তী। নীচ-গামিনী ইছামতী নগরীর তিন দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক কুটিলগতিতে প্রবাহিতা হইয়া, যৌবনবতী মদগর্ব্বিতা কামিনীর ন্যায় সাগরোদ্দেশে তদভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। ইছামতী যেন নগরীর কাঞ্চীদামরূপে শোভমান।

আমরা যে সময়ের ইতিবৃত্ত-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন

ভারতভূমি যবন-বাদশাহের করগত। দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসনে মুসলমান বাদশাহ অধিরূঢ়। ভারতলক্ষ্মী যবনের অঙ্কগত হইলেও তৎকালীন হিন্দুগণ এখনকার ন্যায় স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই; তাঁহারা ভক্তি সহকারে, নিজ নিজ বিভবানুসারে, স্ব স্ব শক্ত্যনুসারে হিন্দুধর্ম্ম-প্রতিপালনে একান্ত যত্নপর ছিলেন। সর্ব্বত্রেই যাগযজ্ঞ, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া, দান-ধ্যান ইত্যাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত। স্থানে স্থানে মুনি, ঋষি, সিদ্ধপুরুষগণের আশ্রম দৃষ্ট হইত। তপোনুষ্ঠানে, যোগানুষ্ঠানে, বিবিধ সাধনানুষ্ঠানে অনেকেই নিরন্তর নিযুক্ত থাকিতেন।

সেই সময়ে কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী উলাগ্রামের নিকটে ভদ্রবট নামে একটি নিবিড় কানন বিদ্যমান ছিল। কাননের একপ্রান্তে 'কালাবাবা' নামে এক সিদ্ধ-পুরুষ বাস করিতেন। কালাবাবার বাক্য অমোঘ। তিনি যাহাকে যাহা বলিতেন, সূর্য্যদেব পশ্চিমগগনে উদিত হইলেও কদাচ সে বাক্যের অন্যথা হইত না। এই হেতু আপামর সকলেই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিত; কাহারও কোন বিপদ্ বা সঙ্কট উপস্থিত হইলে কালাবাবার নিকট গিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিত; তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ ও সফলকাম হইত। ফল কথা, কালাবাবাকে সকলেই প্রত্যক্ষ ঈশ্বরতুল্য-বোধে ভক্তি করিত।

অবন্তীনগরে একজন ধনাঢ্য নাপিতের বাস ছিল। তাঁহার নাম অরবিন্দ। তিনিই অবন্তীনাথ শ্বেতকেতুর প্রধান মন্ত্রী। অরবিন্দের গুণগ্রাম ও মন্ত্রণাপটুতা দর্শনে নরপতি তৎপ্রতি যার-পর নাই প্রীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন।

অরবিন্দ সকল সুখে সুখী হইয়াও পুত্রমুখ-দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি পরম হিন্দু—পরম বৈষ্ণব। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি। পুত্র না জন্মিলে পুন্নাম নরকে গতি হয়, এই আশঙ্কায় তিনি কোন সময়ে ভদ্রবটে উপস্থিত হইয়া, কালাবাবার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া, তদীয় শরণ গ্রহণ করেন। কালাবাবা তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও বৈষ্ণবী ভক্তি সন্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

সিদ্ধপুরুষের বাক্য অমোঘ, এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া অরবিন্দ স্বীয় আবাসের অনতিদূরে এক নির্জ্জন উদ্যানে পঞ্চবটী-মূলে বসিয়া ভগবান্ দেবাদিদেব বাসুদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পত্নীর নাম মৌনবতী। তিনি পতির অনুরূপা সহধর্ম্মিণী। পতিকে দেবারাধনায় সংপ্রবৃত্ত দেখিয়া সেই পতি-ব্রতপরায়ণা মহাভাগা সাধ্বী মৌনবতীও প্রাণপণে প্রিয়পতির সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন এবং ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী হইয়া তদীয় ছন্দানুবর্ত্তন ও পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে মহামনা অরবিন্দ সুদুশ্চর দেবারাধনায় সংপ্রবৃত্ত হইলে তাঁহার আরাধনার বিঘ্ন-সম্পাদন করিবার নিমিত্ত নানা-প্রকার উৎপাত-পরম্পরা সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষগণ ও সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ প্রভৃতি শ্বাপদ-সমূহ সময়ে সময়ে তদীয় সম্মুখে সমাগত হইয়া তাঁহার নানাপ্রকার ভীতি উৎপাদন করিতে লাগিল। কখন ভৈরবাকৃতি বেতাল, রাক্ষস, ভূত, কুষ্মাণ্ড, প্রেত, ভৈরব প্রভৃতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সকল আবির্ভূত হইয়া দারুণ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। কখন নানাবিধ

ভীমকায় করালবক্ত্র সিংহ সমূহ সমাগত হইয়া ভীমরবে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। কখন ঝঞ্ঝাবাত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া গৃহ-বৃক্ষাদি বিমান-পথে ঘূর্ণিত করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ জিতচিত্ত অরবিন্দের নিশ্চল হৃদয়কে বিচালিত বা তাঁহার ভীতি উৎপাদন করিতে পারিল না। তিনি সমধিক দৃঢ়তাসহকারে উল্লিখিত উৎপাত-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া সংকল্পিত ব্রত-সাধন করিতে লাগিলেন। তিনি কেবল একান্তচিত্তে শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী, অমিততেজা, মহার্হ-মৌক্তিক-হারপরিরাজিত, কৌস্তভ-মণির ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, সর্ব্বাভরণভূষিত, কমলপত্রাক্ষ, সস্মিতাস্য, প্রসন্নাত্মা, দেবদেব হৃষীকেশের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া অনবরত এই কথা বলিতে লাগিলেন, "হে পরমপুরুষ! হে পরমাত্মন্! তোমার উদর-মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে, আমি তোমারই শরণাগত হইয়াছি, অতএব ভয় আমার কি করিতে পারে? হে দেবদেব বাসুদেব! যাঁহার ভয়ে কৃত্যাদি বিঘ্ন-পরম্পরা পলায়ন করে, বিপদ্ সম্পদ্‌রূপে পরিণত হয় এবং অসুখ সুখরূপে সম্পন্ন হয়, আমি তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছি, অতএব সামান্য ভয় ও বিঘ্ন আমার কি করিতে পারে? যিনি সর্ব্ববিধ পাতক ও দৈত্যদানব-ভয়ের পরিত্রাতা, আমি সেই জগদ্‌গুরু জনার্দ্দনের শরণ গ্রহণ করিয়াছি; যিনি জগৎসংসারের অভয় ও নিত্য-সত্য-জ্ঞানস্বরূপ, যাঁহার নামমাত্র উচ্চারণ করিয়া জীবগণ সর্ব্ববিধ পাপ হইতে পরিমুক্ত হয়, যাঁহার উদয় চন্দ্র অপেক্ষাও মনোহর এবং যাঁহার দীপ্তি প্রদীপ্ত দিবাকর হইতেও তেজস্কর, আমি সেই পতিতপাবন নারায়ণের শরণাগত হইয়াছি; যিনি ব্যাধি-সমূহের বিনাশার্থ

ঔষধস্বরূপ, পাপরাজির নিরসনার্থ বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ এবং ভয়-সকল-প্রশমনার্থ অভয়স্বরূপ, আমি সেই বিমলানন্দপূর্ণ পরম-পুরুষ নারায়ণের শরণ গ্রহণ করিয়াছি; অতএব ভয় আমার কি করিতে পারে? যিনি সাধুগণের পালক ও এই বিশ্ব-সংসারের রক্ষক, আমি সেই বিশ্বাত্মা বিশ্বপাতার শরণ গ্রহণ করিয়াছি; যিনি নরহরিরূপ ধারণ করিয়া জগতে আপনার মহীয়সী লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমি সেই দেবাদিদেব বাসুদেবের শরণাগত হইয়াছি; অতএব এই সামান্য মৃগেন্দ্র ভয় প্রদর্শন করিয়া আমার কি করিতে পারে? আমি শরণাগতবৎসল, গজলীলাগতি, গজাস্য, জ্ঞানসম্পন্ন, পাশাঙ্কুশধারী, গণনায়ক পরমদেবতার শরণ গ্রহণ করিয়াছি; অতএব সম্মুখাগত এই সামান্য বনহস্তী আমার কি করিতে পারে? যিনি বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের জীবন বিনাশ করিয়াছিলেন, আমি সেই বরাহরূপী ভক্তবৎসল দেবদেব বাসুদেবের শরণাগত হইয়াছি, অতএব এই সামান্য বরাহ হইতে আমার কি ভয় উপস্থিত হইবে? যিনি অত্যদ্ভুত বামনরূপ পরিগ্রহ করিয়া দৈত্যপতি বলিরাজকে ছলনা করত ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি সেই মোহন বামনরূপধারী সর্ব্বভয়বিনাশক আশ্রিতপালক নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি; অতএব এই সামান্য কুষ্মাণ্ডাদি হ্রস্ব-বামন-কুব্জাকৃতি প্রেতগণ আমার কি করিতে পারে? যিনি সাক্ষাৎ অমৃত, মৃত্যুর মৃত্যু এবং ভীষণেরও ভীষণস্বরূপ, আমি সেই চরাচরাধিষ্ঠাতা পরমপিতা হৃষীকেশের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব মৃত্যুরূপধারী এই সমস্ত উৎপাত-পরম্পরা আমার কি করিতে পারে? যিনি-

সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম এবং যিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন, আমি সেই মোক্ষদাতা মুক্তীশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি; আমার আর ভয়ের বিষয় কি হইতে পারে? যিনি সর্ব্ববিধ ভয়ের সমুৎপাদক, আমি সেই বিশ্বপতির শরণ গ্রহণ করিয়াছি; অতএব সামান্য ভয় আমার কি করিতে পারে? যিনি সর্ব্ব-ভূতের সংহারক, সর্ব্বপাপবিনাশক ও সর্ব্ববিঘ্ননিবারক, আমি সেই সৃষ্টিস্থিতি-লয়-হেতু, মোক্ষ-সেতু, সত্যসনাতনরূপী, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের শরণ গ্রহণ করিয়াছি; যিনি বায়ুরূপে সকলের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, আমি সেই জগজ্জীবন জনার্দ্দনের শরণাগত হইয়াছি; অতএব সামান্য ঝঞ্ঝাবাত আমার কি করিতে পারে? যিনি ষড়্ঋতুরূপে জগৎ রক্ষা করিতেছেন, আমি সেই সর্ব্ব-সন্তাপবিনাশী অবিনাশী নারায়ণের শরণ গ্রহণ করিয়াছি; অতএব সামান্য শীত-গ্রীষ্ম আমার কি করিতে পারে? এই কালরূপী শ্বাপদ-সকল আমার নিকট সমাগত হইয়াছে, কিন্তু আমি ইহাদের আশ্রয়স্বরূপ দেবদেব বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করিয়াছি; অতএব ইহারা আমার কি অনিষ্টসাধন করিবে? যিনি দেবতাগণের দেবতা, যিনি কারণের কারণস্বরূপ, যিনি নিষ্কল, যিনি জ্ঞানময়, যিনি পুরুষপ্রধান, যিনি পরমাত্মা, যিনি বিশ্বচরাচরের অধিষ্ঠাতা, যিনি স্বয়ং সিদ্ধ ও সিদ্ধগণের পূজনীয়, আমি সেই জগদ্ভাবন জনার্দ্দনের শরণ গ্রহণ করিলাম।" মহামতি অরবিন্দ ভক্তিভারাবনতচিত্তে অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে সেই ক্লেশনাশক কেশবের এই প্রকার ধ্যান ও স্তবাদি দ্বারা দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

অরবিন্দের এই প্রকার একান্ত ভক্তিযোগ সন্দর্শন করিয়া

ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন এবং স্বয়ং তদন্তিকে আবির্ভূত হইয়া ভগবদ্ভক্ত অরবিন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহাভাগ! তুমি ভার্য্যার সহিত অবহিতচিত্তে আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি বাসুদেব, তোমার এই অনন্যসাধারণী ভক্তি ও শ্রদ্ধা সন্দর্শন করিয়া আমি সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি,; অতএব এক্ষণে তোমার অভিলষিত কি, প্রার্থনা কর।"

অরবিন্দ সাধনের ধন ভগবান্ বাসুদেব কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক নবনীরদবর্ণাভ, সর্ব্বাভরণ-ভূষিত, সর্ব্বায়ুধসমন্বিত, মহোদয়, পুণ্ডরীকাক্ষ, পীতাম্বর, দিব্য-লক্ষণসংযুক্ত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, সুরাসুরেশ্বর, বিধাতার বিধাতা, গরুড়ারূঢ়, বিপুল-যশোমহিমাসম্পন্ন, দেবদ্বিজগুরু-রূপাতীত বাসুদেবকে সন্দর্শন করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে, ভক্তি-প্রেমপূরিতহৃদয়ে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং পত্নীর সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে পুরোভাগে বিরাজমান, সূর্য্যকোটিসমপ্রভ, ভক্ত-বৎসল ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন।

"হে মাধব! তুমি জয়যুক্ত হও। হে জগদানন্দদায়ক যোগীশ যোগেন্দ্র! তুমি জয়যুক্ত হও। হে যজ্ঞময় যজ্ঞাঙ্গ! তুমি জয়যুক্ত হও। হে শাশ্বত সর্ব্বগ! তুমি জয়যুক্ত হও। হে সর্ব্বেশ্বর! হে অনন্ত! হে যজ্ঞরূপ! তোমার জয় হউক। তোমাকে নমস্কার করি। হে জ্ঞানবিদগ্রগণ্য জ্ঞাননায়ক! তোমার জয়। হে পাপঘ্ন! হে পুণ্যেশ! হে পুণ্যপতে! তোমার জয়। হে সর্ব্বজ্ঞ! হে সর্ব্বদ! তোমার জয়। হে পদ্মপলাশপত্রাক্ষ পদ্মনাভ! তোমাকে নমস্কার; তুমি

জয়যুক্ত হও। হে গোবিন্দগোপাল! তোমার জয়। হে জ্ঞানগম্য! তোমাকে নমস্কার। তুমি সত্যময় ও অমলস্বরূপ। তোমার জয়। তুমি [illegible]র জয়। তুমি অব্যক্তরূপ, তোমার জয়। হে বি[illegible]শোভাঙ্গ ও বিক্রমনাশক! তোমার জয় হউক। তুমি বেদময়, তোমাকে নমস্কার। তুমি উদ্যম-নায়ক ও সকলের অভিলাষপূরক; আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি স্বয়ং উদ্যমস্বরূপ ও উদ্যমকর্ত্তা, অতএব তোমার জয়। হে উদ্যমজ্ঞ! তোমার জয় হউঁক। তুমি যুদ্ধোদ্যম, প্রবৃদ্ধ ও ধর্ম্মস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে উদ্যমাধারক! তোমার জয়। হে হিরণ্যরেতঃ! তোমাকে নমস্কার। হে তেজস্বরূপ! তোমাকে প্রণাম করি। তুমি অমিততেজস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বতেজোময় এবং দিব্যতেজ ধারণ ও পাপতেজ হরণ করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার। হে পরমাত্মন্! হে গোব্রাহ্মণহিতস্বরূপ! তোমাকে নমস্কার। তুমি হব্যকব্য বহন করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি স্বধা, তুমি স্বাহা ও তুমি যজ্ঞরূপে বিরাজ কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি যোগাতীত, হরিকেশ, সর্ব্বক্লেশবিনাশন, পরাৎ-পর, বিশ্বাধার ও কেশব, তোমাকে নমস্কার। তুমি কৃপাময়, হর্ষময় ও সচ্চিদানন্দময়, তোমাকে নমস্কার। রুদ্র তোমার পাদপদ্মের সেবা করেন, বিরিঞ্চি তোমার বন্দনা করেন এবং সুরাসুরগণ তোমার আজ্ঞা বহন করিয়া থাকেন; তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে পরমাত্মন্! হে অমৃতাত্মন্! হে হব্য-ভোজিন্! হে সুরেশ্বর! তোমাকে বার বার প্রণিপাত। হে ক্ষীরসাগরনিবাসিন্। হে লক্ষ্মীপতে! হে ওঙ্কারস্বরূপ!

হে শুদ্ধ! হে অচল! তোমাকে বার বার নমস্কার করি। তুমি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বব্যসনবিনাশক, সর্ব্ব-শক্তিসম্পন্ন, তোমাকে নমস্কার। হে বরাহমহাকূর্ম্মবামন-নৃসিংহরূপধারিন্! তোমাকে নমস্কার। হে প্রভো! তুমি রামরূপ ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার করি। হে রমাপতে! তোমাকে নমস্কার। হে কৃষ্ণ! হে ম্লেচ্ছনিষাতন! তোমাকে নমস্কার। হে ব্যাসস্বরূপ! হে সর্ব্বময়! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।"

মহামতি অরবিন্দ একান্তচিত্তে দেবদেব জনার্দ্দনের এই প্রকার স্তবানুকীর্ত্তন করিয়া ভক্তিভাবে পুনরায় কহিলেন, "হে ত্রিলোকপতে! তুমি সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বময়! তোমার মহিমা অপার ও অনন্ত। হে পাবন! স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা কিংবা লোকসংহারক মহাকালরূপী বিরূপাক্ষও তোমার অপার মহিমার অন্ত অবগত নহেন। শাস্ত্রকারেরা তোমাকে সহস্রদৃক্ ও সহস্রশীর্ষ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। হে জগজ্জীবন! তুমি সর্ব্বগুণাতীত; কিন্তু আমি অল্পবুদ্ধি বশতঃ তোমার সগুণ-স্তবানুকীর্ত্তন করিলাম; অতএব আমাকে মার্জ্জনা কর। আমি নির্গুণ ও হীনমতি, তোমার মাহাত্ম্য কিছুই অবগত নহি; অতএব আমাকে কৃপা কর। হে জগদ্গুরো! হে ভক্তবৎসল! হে লোকেশ! আমি তোমার অনুগত দাসানুদাস; অতএব জন্ম জন্ম আমার প্রতি কৃপা বিতরণ কর।"

ভগবান্ তখন প্রীত হইয়া অরবিন্দকে কহিলেন, "হে মহা-ভাগ! আমি তোমার এই দম, পুণ্য, সত্য, তপস্যা ও পরম পবিত্র স্তোত্রে নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার

অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। দুর্লভ হইলেও আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিব।"

অরবিন্দ কহিলেন, "ভগবন্! আমার প্রতি যদি একান্তই দয়াবান্ হইয়া থাক, তাহা হইলে প্রসন্নচিত্তে প্রথমতঃ আমাকে এই বর প্রদান কর যে, জন্ম জন্ম যেন তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে। পরিণামে আমি যেন অচল মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া নিত্য সত্য-সুখের অধিকারী হইতে পারি এবং স্ববংশতারক, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদ, চতুর-চূড়ামণি, পরম সচ্চরিত্র, জ্ঞানপণ্ডিত পুত্ররত্ন লাভ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে সক্ষম হই।"

ভগবান্ কহিলেন, "অরবিন্দ! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তুমি আমার বরে সর্ব্বসদ্‌গুণবিশিষ্ট জ্ঞানবরিষ্ঠ বিশিষ্ট পুত্ররত্ন লাভ করিয়া যাবজ্জীবন পরম সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করত চরমে পরমপদ লাভ করিতে সক্ষম হইবে। তুমি কোন কালে কদাচ দুঃখের লেশমাত্র প্রাপ্ত হইবে না। অধিকন্তু তুমি দাতা, ভোক্তা, গুণ-গ্রাহী ও সর্ব্বপ্রকার সুখভোগী হইবে এবং জীবনে উৎকৃষ্ট ভোগ করিয়া পরিশেষে সুতীর্থস্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে।" ভগবান্ হৃষীকেশ এই প্রকার বরদান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

তখন মহামনা অরবিন্দ উদ্দেশে ভগবান্ হৃষীকেশকে প্রণাম করিয়া প্রফুল্লমনে সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে স্বভবনে প্রত্যাগত হইলেন। ভগবদ্দত্ত-বরপ্রভাবে পতিব্রতা ধর্ম্মশীলা মৌনবতী অচিরেই গর্ভধারণ করিলেন।

দ্বিতীয় উল্লাস।

চুরি-বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা।

কাল সমভাবে চলিতেছে। কাল কাহারও সুখ-দুঃখের বা সংযোগ-বিয়োগের প্রতীক্ষা করে না। আজি যে কাল চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে ফিরাইবার সাধ্য কাহারও নাই; আর তাহা ফিরিবে না। কালের গর্ভে কি নিহিত আছে, একমাত্র বিশ্বনিয়ন্তা ভিন্ন অন্য কেহই তাহা বলিতে সক্ষম নহে। কালের গতি বিচিত্র। আজ যিনি দুগ্ধফেননিভ অমলধবল শয্যায় শায়িত, শত শত দাসদাসী দ্বারা পরিষেবিত হইতেছেন, কালি তাঁহাকে হয় ত জীর্ণ ছিন্ন মলিনবসনে পর্ণকুটীরে ভূশয্যায় শয়ন করিতে দেখা যায়। আবার হয় ত যে ব্যক্তি সমস্ত দিন প্রাণপণ পরিশ্রম করত এক বেলার অন্নসংস্থান করিতেও সমর্থ হয় না, অশ্রুজলে দিবানিশি যাহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতেছে, কালি হয় ত সে রাজচক্রবর্ত্তিপদে অধিরূঢ় হইয়া শত শত সহস্র সহস্র লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইতেছে। অতএব দুর্জ্জেয় সেই কালকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

অবন্তীশ্বর শ্বেতকেতু সভাসদ্‌গণে পরিবেষ্টিত হইয়া সভামণ্ডপে রাজসিংহাসনে সমাসীন। দক্ষিণভাগে প্রধান অমাত্য অরবিন্দ

যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। নরপতির পুরোভাগে ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও পণ্ডিতমণ্ডলী সমাসীন। নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা চলিতেছে। পাণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন এবং কেহ বা তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া আপন আপন পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক অবন্তীনাথের নিকট প্রশংসা-লাভের প্রত্যাশা করিতেছেন।

পণ্ডিতমণ্ডলীর শাস্ত্রালোচনা পরিসমাপ্ত হইলে কথাপ্রসঙ্গে নানাবিধ রহস্যের কথা উত্থাপিত হইল; হাস্যরোলে সভাস্থলী কোলাহলময়ী হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে নরপতি সভাসমক্ষে সকলের প্রতি নেত্রসঞ্চালন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জগতে কোন্ বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ?"

উত্তর প্রদানে সকলেই উদ্গ্রীব। কেহ কেহ বলিলেন, 'কাব্যশাস্ত্র অপেক্ষা বিনোদকর শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র আর নাই। কাব্য-শাস্ত্রের আলোচনাতে যেরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ আনন্দ আর কিছুতেই সম্ভবে না, কাব্যশাস্ত্রালোচনাতেই ধীমান্-গণ পরমসুখে কালাতিপাত করেন।'

একজন ন্যায়শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত অমনি তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'অলীক কথা—অলীক কথা। ন্যায়শাস্ত্র অপেক্ষা শাস্ত্রমধ্যে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ন্যায়ের মীমাংসা দ্বারা আত্মপক্ষসমর্থন করিতে পারিলে অন্তঃকরণ যেরূপ আনন্দ-সাগরে ভাসমান হয়, এরূপ আনন্দ জগতে আর কিছুতেই পরিদৃষ্ট হয় না। ন্যায়শাস্ত্রই প্রকৃত ন্যায়সঙ্গত শ্রেষ্ঠ।'

এইরূপে কেহ দর্শন, কেহ বিজ্ঞান, কেহ সাংখ্য, কেহ অলঙ্কার, কেহ জ্যোতিষ, কেহ তন্ত্র, কেহ পুরাণ কেহ আয়ুর্ব্বেদ

প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনার্থ নানারূপ যুক্তি-প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনার মতপ্রামাণ্য সংস্থাপন করিতে যত্নবান্ হইলেন।

অমাত্যপ্রবর অরবিন্দ এতক্ষণ মৌনভাবে সমাসীন হইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিলেন। নরনাথ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রিন্! তুমি এ যাবৎ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিয়াছ কেন? সকলেই আপন আপন অভিমত প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তোমার মতে কোন্ বিদ্যা শ্রেষ্ঠ, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না।"

রাজার প্রশ্ন শ্রবণমাত্র মন্ত্রিপ্রবর ক্ষণমাত্র অধোবদনে থাকিয়া নৃপতির দিকে নেত্রপাত্র পূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিলেন, "মহারাজ! চুরি-বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা।"

এই কথা শ্রবণমাত্র সভ্যমণ্ডলী বিস্মিত, স্তম্ভিত ও নীরব হইয়া রহিল। নরপতি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন; তাঁহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ ধারণ করিল, ওষ্ঠদ্বয় প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি ক্রোধবিকম্পিত স্বরে রোষকষায়িত-লোচনে বলিয়া উঠিলেন, "মন্ত্রিন্! আমি তোমাকে বহুদর্শী, বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ও সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া জানি; তোমার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তিও ছিল; কিন্তু অদ্য তোমার মুখে এরূপ অনার্য্যোচিত উক্তি শ্রবণ করিয়া যার-পর নাই বিস্মিত হইলাম; তোমার প্রতি এতদিন যে শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, তাহা অদ্য হইতে [illegible] পরিণত হইল। আর তোমার মুখদর্শনে [illegible] তোমার সা[illegible] আমার ইচ্ছা নাই। [illegible] লোকের [illegible] [illegible] করিলে আমরা তাহা[illegible] [illegible]

ঘৃণিত চুরিবিদ্যার প্রশংসা করিলে; অতএব অদ্য হইতে আমার রাজ্যমধ্যে আর কেহই তোমার মুখদর্শন করিবে না। অধিকন্তু ইহাতেই তোমার নিষ্কৃতি নাই, অদ্য হইতে তোমাকে কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। 'চুরিবিদ্যা বড়বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা' এই কথার যতদিন প্রমাণ প্রাপ্ত না হই, ততদিন তুমি কারাগৃহ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবে না।"

নরপতি এই কথা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। সভাস্থ সকলে ম্রিয়মাণ হইয়া মলিন-বদনে চিন্তাকুল-হৃদয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। দেখিতে দেখিতে নরপতির ইঙ্গিতে প্রহরী আসিয়া অমাত্যকে বন্দী অবস্থায় কারাগৃহে লইয়া চলিল। হায়! কালের গর্ভে কি নিহিত আছে, কে বলিতে পারে?

তৃতীয় উল্লাস।

সুখের নিশি পোহাইল।

চিরদিন সমান যায় না। সুখ-দুঃখ সংসারে চক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান হইতেছে। চিরদিন সুখে থাকিব, এ আশা করা বৃথা। আবার চিরদিন দুঃখদহনে দগ্ধ হইব, এই ভাবিয়া দিবানিশি পরিতাপ করাও অনুচিত। সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ আসিবেই আসিবে। বিধাতার এই বিধি অন্যথা হইবার নহে।

মহামতি অরবিন্দ কারাগারে লৌহশৃঙ্খলে বন্দী। যাঁহার পরামর্শানুসারে রাজ্যের শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইত, যাঁহার পরামর্শের বিরুদ্ধে বা প্রতিকূলে কার্য্য করিতে নরপতি স্বয়ং সঙ্কুচিত হইতেন, এক কথায় বলিতে গেলে, যিনি অবন্তীরাজ্যের সর্ব্বে-সর্ব্বা ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, আজ সেই মন্ত্রিবর অরবিন্দ কারাগৃহে লৌহনিগড়ে আবদ্ধ হইয়া দিনান্তে একমুষ্টি কদর্য্য অখাদ্যপ্রায় অন্নে জীবনধারণ করিতেছেন। এদিকে রাজার আদেশে মন্ত্রিবরের বিষয়-বিভব সমস্তই রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। পতিব্রতা মৌনবতী দুঃখিনী

কাঙ্গালিনীর ন্যায় একখানি জীর্ণকুটীরে অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছেন। তাঁহার দুঃখের পরিসীমা নাই।

বন্দীদশায় মন্ত্রিবর দিন দিন কালিমা প্রাপ্ত হইতেছেন; পূর্ব্বশ্রী বিলুপ্ত হইয়াছে; চক্ষু কোটরগত; গাত্রে শিরা সকল বহির্গত হইয়াছে; দিবানিশি অশ্রুত্যাগ করাতে নেত্রদ্বয়ও তেজঃশূন্য—দীপ্তিবিরহিত। উঠিয়া বসিবার তাদৃশ শক্তি নাই—ধরাশয্যায় শায়িত। অহর্নিশি দেবদেব বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদনকে প্রাণ ভরিয়া স্মরণ করিতেছেন,—"দীনবন্ধো! তোমাকে লোকে বিপদ্‌ভঞ্জন বলিয়া ডাকে, কিন্তু এ দীনের প্রতি তোমার দয়া হয় না কেন? আমি মুহূর্ত্তের জন্যও ত্বদীয় চরণচিন্তনে বিরত নহি, কি দোষে আমার ঈদৃশী দুর্গতি ঘটিল? দয়াময়! আমি অতি দীনহীন এবং শোকতাপ-মায়ামোহ-জন্মমৃত্যুরূপ উর্ম্মিপরম্পরাপরিপূর্ণ সংসার-সাগরে নিজদোষে নিপতিত হইয়াছি; আমাকে উদ্ধার কর। হে মধুসূদন! কর্ম্মরূপ ঘোর ঘনঘটার গভীর গর্জ্জনে, পাতকরূপ সৌদামিনীর অট্টহাস্যে ও মোহরূপ দারুণ তমসায় আমি হতচেতন হইয়াছি। তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে কৃপাময়! দুঃখরূপ বৃক্ষপরম্পরা-পরিপূর্ণ এবং মোহরূপ সিংহসমূহে পরিবেষ্টিত এই সংসাররূপ নিবিড় অরণ্যে সন্তাপরূপ ভীষণ দাবানল নিরন্তর প্রজ্জলিত রহিয়াছে; তদ্দর্শনে আমি নিরতিশয় ভীত হইয়াছি; আমাকে রক্ষা কর। হে ভগবন্! এই সংসাররূপ বৃক্ষ অতি জীর্ণ ও মায়াকন্দরে সমাকীর্ণ এবং বিবিধ দুঃখশাখায় পরিব্যাপ্ত। আমি না জানিয়া ইহাতে অধিরূঢ় ও পতিত হইয়াছি। আমাকে রক্ষা কর। হে ভবপাশছেদিন্! আমি শোক, বিয়োগ ও

মরণরূপ ধূমাচ্ছন্ন বিবিধ দুঃখাগ্নিতে সতত দগ্ধ হইতেছি। জ্ঞান-রূপ সলিলে অভিষেক করিয়া আমাকে শান্তি প্রদান কর। হে মুরারে! আমি দারুণ তমসাচ্ছন্ন ভীষণ সংসার-গহ্বরে নিপতিত হইয়াছি; এক্ষণে তোমার শরণাগত; অতএব কৃপা করিয়া এই দীন ভয়ার্ত্তকে রক্ষা কর। হে কেশব! তোমার প্রসাদে আমার পাতক, বিপদ্ ও সঙ্কট সমস্ত দূরে পলায়ন করুক। আমি জন্ম জন্ম তোমার দাস। হে ভগবন্! তুমি ভৃত্যের আশ্রয়; অনুগ্রহ করিয়া এই কিঙ্করকে কারা-বন্ধনরূপ দারুণ বন্ধন হইতে পরিত্রাণ কর। প্রভো! যাঁহার নাম স্মরণে দুস্তর ভববন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, এই দাসের সামান্য কারাবন্ধন-মোচনে কি তাঁহার দয়ার সঞ্চার হইবে না?

হায়! পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী মৌনবতী কি কুক্ষণে এই নরাধমের গলে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিল! না জানি, সেই সতী পতিগতপ্রাণা অবলা আমা বিনা অসহায়া হইয়া কি কষ্টে দিনপাত করিতেছে! হায়! গর্ভাবস্থায় আমার সহিত তাহার বিয়োগ। সে কি আমা ব্যতিরেকে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইবে? তাহার গর্ভে সন্তান জন্মিলে কে তাহার লালনপালন করিবে? না জানি, জন্মজন্মান্তরে কত মহাপাপ করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে আমার এই দুরবস্থা ঘটিল! মৌনবতীর জীবনের আশা নাই, তদ্গর্ভজাত সন্তানও বাঁচিবে, সে আশাও দুরাশা মাত্র। আমিই উভয়ের মৃত্যুর কারণ। আমার এ মহাপাতক হইতে কি নিষ্কৃতি আছে?

হে ভূতভাবন পাপনাশন জনার্দ্দন! তুমি সকল ভূতের গতি; তুমি সকলের আত্মস্বরূপ ও ঈশ্বর, তোমাকে এবং তোমার

পারিষদ্‌বর্গকে নমস্কার করি। তুমি গুণস্বরূপ অথচ গুণাতীত এবং অতি গুহ্য অথচ শঙ্খচক্রধারী, তোমাকে নমস্কার! তুমি সত্যাশ্রয় ও সত্যময়, মায়ার বিনাশকারী অথচ মায়াময়; তুমি মূর্ত্তিশূন্য হইয়াও মায়াবশে নানাবিধ মূর্ত্তি ধারণ কর, তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। জগতে যত প্রকার বস্তু আছে, ইহা তোমারই প্রতিরূপ, তুমি সর্ব্বভূতের বিধাতা, জগতের আধার এবং ধর্ম্মের ধারণকর্ত্তা; তোমাকে নমস্কার। তুমি আকাশেরও প্রকাশকারী, তুমি স্বয়ং বহ্নিস্বরূপ, তোমা ভিন্ন স্বাহাকার আর কিছুই নহে, তুমি শুদ্ধ ও অব্যক্ত। তুমি ব্যাস, বাসব ও সমুদায় দেবস্বরূপ! হে বাসুদেব! তুমি বহ্নিরূপী ও বিশ্বময়; তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে দেব! হুত ও হুতভোগী উভয়ই তুমি। তুমি হরি, বামন ও নৃসিংহ। তোমাকে নমস্কার। ভগবন্! তুমি গোবিন্দ, গোপাত্মজ, একাক্ষর, সর্ব্বক্ষয়কারী এবং হংসরূপী, তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিতত্ত্ব, তুমি পঞ্চতত্ত্ব, তুমি পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব এবং তুমি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের আধার। তুমি কৃষ্ণ, কৃষ্ণরূপ, লক্ষ্মীনাথ, পদ্মপলাশাক্ষ ও আনন্দময়, তোমাকে নমস্কার করি। হে বিশ্বম্ভর! তুমি পাপনাশন, শাশ্বত, অব্যয়, পদ্মনাভ ও মহেশ্বর; আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে কেশব! আমি তোমার কমলাসেবিত পাদপদ্মের আরাধনা করি। হে বাসুদেব! হে জগন্নাথ! হে মধুসূদন! আমাকে এই ঘোর সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর। হে শান্তিদায়িন্! আমি পত্নীবিয়োগে এবং ভাবী পুত্রের অনিষ্ট আশঙ্কায় শোক-তাপে নিদারুণ সংসারানলে দগ্ধ হইতেছি, জ্ঞানরূপ সলিল দ্বারা আমাকে

প্লাবিত কর। হে পদ্মনাভ! আমি অতিদীন, তুমি আমার শরণ হও।

প্রভো! আমি কারাগারে তোমার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, এই পাপরসনাতে তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া যদি প্রাণত্যাগ করি, তাহাতেও বিন্দুমাত্র দুঃখ বা পরিতাপ নাই; কিন্তু তুমি কৃপা করিয়া আমার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীকে জীবিতা রাখিও এবং তাহার গর্ভে আমার বংশধর যে সন্তান সমুৎপন্ন হইবে, তাহাকে তোমার কৃপাকণা দান করিও, সে যেন দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া দেবগণের ভক্ত ও প্রিয় হয়; তোমার চরণকমলে যেন তাহার অটলা ভক্তি থাকে; সে যেন ধর্ম্মের রক্ষক, দেবদ্বিজভক্তিমান্, নিখিলজ্ঞানসম্পন্ন, তীক্ষ্ণধী ও দাতা হয়। তাহা হইতে যেন সর্ব্বদা সত্যধর্ম্মের পালন হয়; সে যেন সাহসী, বীর, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও তেজস্বী হয় এবং কেহ যেন তাহাকে পরাজিত করিতে না পারে। ভগবন্! তোমার কৃপা হইলে ত্রিভুবনে এরূপ কোন্ কার্য্য আছে যে, তাহা সিদ্ধ বা সুসম্পন্ন না হয়? কিন্তু এ দাসের প্রতি—এ অধমের প্রতি—এ দীনহীনের প্রতি কি তোমার সে করুণার উৎস নিপতিত হইবে? হায় নাথ! তাহা না হইলে আমার আর গতি নাই; তাহা না হইলে আমার সুখের নিশি পোহাইল!"

চতুর্থ উল্লাস।

মৌনবতীর বিলাপ।

এদিকে মৌনবতী কুটীরবাসিনী। প্রতিবাসিগণের সাহায্যে অতিকষ্টে তাঁহার দিনপাত হইতেছে। শোকে, দুঃখে পতি-বিরহে নিয়ত অশ্রুমুখী কৃশাঙ্গী। তাহার উপর আসন্নপ্রসবা, চিন্তায় চিন্তায় দিন দিন মলিন ভাব ধারণ করিতেছেন। আহারে রুচি নাই, নিশাগমে নিদ্রা আইসে না। শয্যায় শয়ন করিয়া দুঃখিনী মৌনবতী পতির উদ্দেশে বিলাপ করিতেছেন :—

"হায় নাথ। তুমি চিরদিন ধর্ম্মপথে বিচরণ করিয়াছ, ভ্রমেও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর নাই; তবে তোমার ভাগ্যে এ দুরবস্থা ঘটিল কেন? হায়! কি কুক্ষণেই রাজ-সমক্ষে তোমার মুখ হইতে সেই পাপ-কথা বহির্গত হইয়াছিল। নাথ! না জানি, কারাগৃহে তুমি কত ক্লেশে দিনপাত করিতেছ; চিন্তায় চিন্তায় আমার ভাবনা ভাবিয়া তুমি কতই যাতনা ভোগ করিতেছ। কারাযন্ত্রণা সহ্য করা তোমার ন্যায় সুখলালিত ব্যক্তির পক্ষে নিতান্তই অসহ্য। নিশ্চয়ই তোমাকে কারাগৃহেই জীবন ত্যাগ করিতে হইবে। তোমা বিনা

আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব ? তুমি যেক্ষণে প্রাণত্যাগ করিবে, আমিও সেই মুহূর্ত্তে উপরতা হইব। তুমি সর্ব্বদা বন্ধুবান্ধবে, আত্মীয়-স্বজনে অলঙ্কৃত হইয়া বিরাজ করিতে; এখন কারাগারে একাকী শৃঙ্খলাবস্থায় দিনপাত করিতেছ ! তোমা ব্যতিরেকে আমার কি শোচনীয় ঘটনাই উপস্থিত হইবে ! নাথ ! আমার গর্ভে সন্তান জন্মিলে তাহার কি দুর্দ্দশা হইবে ! তুমি বিদ্যমান থাকিলে তোমারই তেজে ভয়-শূন্য হইয়া সে যথায় তথায় ভ্রমণ করিত, কেহই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সমর্থ হইত না ; কিন্তু তোমা ব্যতিরেকে তাহার কি দুর্দ্দশা ঘটিবে ! কে তাহাকে লালন-পালন করিবে ? কে তাহার সুশিক্ষার সুবিধান করিবে ?

নাথ ! পতিহীনা হইলে স্বভাবসুন্দরী ললনারও সমুদায় শোভা তিরোহিত হয়। সে রত্ন, পরিচ্ছদ, বস্ত্র, রমণীয় কাঞ্চনাদি দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা এবং পিতা, মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মপক্ষগণে বেষ্টিত হইলেও কোনমতে সুশোভিতা হয় না। যেরূপ চন্দ্রহীন রাত্রি, পুত্রহীন কুল, দীনহীন গৃহ কখন প্রতিভাত হয় না, সেইরূপ পতিহীনা হইলে স্ত্রীজাতি শোভাহীন হইয়া থাকে। যেরূপ আচার ব্যতিরেকে মনুষ্য, জ্ঞান ব্যতিরেকে বুদ্ধি, মন্ত্রী ব্যতিরেকে রাজা, সেইরূপ তোমা ব্যতিরেকে আমিও সর্ব্বদা নিষ্প্রভা। যেরূপ সাগরগামিনী কৈবর্ত্তহীন নৌকা, সার্থবাহি-শূন্য সার্থ, সেনাপতি-বিহীন সৈন্য কোনমতেই শোভা পায় না, তদ্রূপ তোমা ব্যতিরেকে আমিও নিতান্ত বিপন্ন হইব সন্দেহ নাই। দ্বিজোত্তম দ্বিজাতি বেদহীন হইলে যেরূপ মলিন হইয়া থাকেন, সেইরূপ তুমি

না থাকিলে আমারও অবসাদ উপস্থিত হইবে। আমি তোমা ব্যতিরেকে কখনই প্রাণধারণে সমর্থ হইব না।

হে বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন! তুমি বিপদে উদ্ধার কর বলিয়া লোকে তোমাকে বিপদ্‌ভঞ্জন বলিয়া কীর্ত্তন করে; আমি তোমার শরণাগত, আমাকে এই ঘোর সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর। অহো! যিনি পরম পাবন, পুণ্যস্বরূপ, বেদজ্ঞ, বেদনিলয়, বিদ্যা ও ধরার আধার, সেই প্রাণরূপী বাসুদেবকে নমস্কার। যিনি নরের আবাস, অপ্রকাশ, স্বপ্রকাশ, মহোদয়, নির্গুণ, গুণবান্ ও পরমেশ্বর, সেই বাসুদেবকে নমস্কার। যিনি মোহের উদ্ভবক্ষেত্র, মহারূপ মোহপ্রেরণ ও মোহ বিনাশ করেন এবং সমস্ত সংসার সৃষ্টি করেন, সেই গুণাতীত বাসু-দেবকে নমস্কার। যিনি সর্ব্বত্র গমন, ভূতগণের ভূতিবর্দ্ধন ও বন্ধ নির্হরণ করেন, সেই পরমগতিস্বরূপ বাসুদেবকে নমস্কার। যিনি গীতিপ্রিয়, সামগ, শুভস্বরূপ ও প্রণবস্বরূপ, সেই বাসুদেবকে নমস্কার। যিনি বিচার ও বেদরূপ, যিনি যজ্ঞাখ্য ও যজ্ঞবল্লভ এবং যিনি সর্ব্বলোকের যোনি ও ওঁকাররূপ, সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি। যিনি সংসারার্ণবমগ্ন জীবগণের তারক ও নৌকারূপে বিরাজমান, সেই হরিরূপী বাসুদেবকে নমস্কার করি। যিনি একরূপ হইলেও অনেকরূপে সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান করেন, যিনি কৈবল্যরূপ পরম ধাম, সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি। যিনি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম, যিনি শুদ্ধ, নির্গুণ ও গুণনায়ক, যিনি বেদস্থান ও প্রাকৃতিক ভাব সমূহের অনাঘ্রাত, সেই প্রাণরূপী বাসুদেবকে নমস্কার। দেব, দৈত্য, উরগ ও বিহঙ্গমগণ যাঁহার স্তব ও অর্চ্চনা করে

এবং অমর ও যোগিগণ যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই পরম কারণরূপী বাসুদেবকে নমস্কার। যিনি ব্যাপক, বিশ্ববেত্তা, পরম বিজ্ঞান, শিব, শিবগুণ, শুভ্র ও শান্তিস্বরূপ, সেই পরম ঈশ্বররূপী বাসুদেবকে নমস্কার। যদীয় মায়ায় প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদি সুরেশ্বরগণও যাঁহাকে জানিতে পারেন না, সেই পরম শুদ্ধ মোক্ষদ্বাররূপী বাসুদেবকে নমস্কার। যিনি আনন্দ-কন্দ, শুদ্ধহংস, পরাবরূ সেই গুণনায়ক বাসুদেবকে নমস্কার। যিনি পাঞ্চজন্য, সূর্য্যপ্রভ সুদর্শন, গদা ও পদ্মে বিরাজমান, সকলের প্রভু, সেই দেব বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করি। যিনি বেদেরও বেদ, সগুণ, গুণের আধার ও চরাচরের অধিষ্ঠাতা. সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি। চন্দ্র ও সূর্য্য পরম তপস্যাবলে যাঁহার স্বরূপে প্রতিভাত হন, যিনি নভোমণ্ডলে ও স্বর্গমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া দেবগণের দৃষ্টিমার্গে বিচরণ করেন, সেই ত্রিবিক্রমের বিশ্ববিকাশক কেশপটল-পরিশোভিত দেবদুর্ল্ভ বিরাট দেহে নমস্কার করি।"

ধর্ম্মপরায়ণা মৌনবতী এই প্রকারে বিলাপ ও ভগবানের স্তব করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। দেখিতে দেখিতে নিদ্রা-দেবী সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার ক্লেশদর্শনে আপন সুকোমল অঙ্কে তাঁহাকে ধারণ করিলেন। গর্ভভারমন্থরা রমণী কিছুক্ষণের জন্য সকল যন্ত্রণা, সকল কষ্ট, সকল ভাবনা ভুলিয়া নিদ্রাক্রোড়ে শায়িত রহিলেন।

পঞ্চম উল্লাস।

অদ্ভুত স্বপ্ন,—পুত্ৰলাভ।

অহো! নিদ্রাদেবী বিরামদায়িনী—যখন মানব—মানব কেন, যাবতীয় প্রাণী নিদ্রার অঙ্কে প্রসুপ্ত হয়, তখন সকল প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা, শোক-তাপ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সকলই ভুলিয়া যায়। মৌনবতীও এখন সেই সুখক্রোড়ে প্রসুপ্ত।

রাত্রি সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর অতীত। জগৎ নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে ঝিল্লীরব ভিন্ন আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হয় না। এই সময়ে নিদ্রাবশে মৌনবতী স্বপ্ন দর্শন করিতেছেন। তিনি যেন কৈলাসসঙ্গমে স্নানার্থ গমন করিয়াছেন। তথায় দিব্যাভরণভূষিত দিব্যগন্ধসমন্বিত এক দিব্যপুরুষ গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত এবং দেবতা ও চারণগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। তিনি যে কে, কোথা হইতে আগমন করিলেন, তাহা মৌনবতী কিছুমাত্র স্থির করিতে পারিলেন না। অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্না, শৃঙ্গার সৌভাগ্যসংযুক্তা, সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যা, পূর্ণমনোহরা দিব্যাঙ্গনাগণ সেই মহাপুরুষের সহিত আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা সকলে মৌনবতীকে সুপবিত্র আসনে উপবেশন করাইয়া সর্ব্বশোভা-

সমন্বিত মহার্হরত্নপূরিত চতুষ্ক এবং অনেক দিব্যরত্নাভরণাদি প্রদান করিলেন। তৎপরে বেদ-মাঙ্গল্যমন্ত্র সহ পরম পবিত্র শাস্ত্রগান পুরঃসর মৌনবতীকে এই প্রকারে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেন। সেই সময় তাঁহারা মৌনবতীকে এই নির্দ্দেশ করিয়া গেলেন যে, 'ভদ্রে! তোমার কোন চিন্তা নাই, আমরা অলক্ষিতভাবে ত্বদীয় রক্ষণাবেক্ষণ করিব।'

তৎক্ষণাৎ মৌনবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তখন নিশাপ্রভাতের কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। চতুর্দ্দিক্ তমসাবৃত। স্বপ্নের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত উদ্দেশে ভগবৎ-পাদপদ্মে নমস্কার করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক ভাবনা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

দেখিতে দেখিতে যামিনী প্রভাতা হইল। কলকণ্ঠ বিহগকুল আপন আপন স্বভাবসিদ্ধ রবে চারিদিক্ কোলাহলময় করিয়া তুলিল। কাহারও পক্ষে সুখের, কাহারও পক্ষে দুঃখের প্রভাত। প্রভাত কাহার ভাগ্যে সুফল প্রসব করিবে, কাহার ভাগ্যে কুফল প্রসব করিবে, কে বলিতে পারে?

একটি প্রতিবাসিনী বৃদ্ধা রমণী প্রত্যহ প্রভাতে আসিয়া মৌনবতীর আবশ্যকীয় সাংসারিক কাজকর্ম্ম করিয়া দেয়। এই বৃদ্ধা মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট পূর্ব্বে অনেক সময়ে অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহা সে ভুলিতে পারে নাই। বৃদ্ধাও মৌনবতীর স্বজাতীয়া। তাহার একটিমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূ। তাহাদের লইয়াই সে সংসারিণী। কৃষিকার্য্যই তাহাদের উপজীবিকা। পুত্রটি কায়ক্লেশে যাহা উপার্জ্জন করে, তদ্দ্বারাই কোনরূপে তাহাদের দিনপাত হয়।

প্রভাতে বৃদ্ধা আসিবামাত্র মৌনবতী তাহার নিকট রজনীর স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে, সে অনেকক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিয়া বলিল, 'মা! তোমার চিন্তা নাই। জগদীশ্বর তোমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। তুমি অলোকসামান্য পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইবে। সেই পুত্র হইতেই তোমার সকল দুঃখ ঘুচিবে, তাহা হইতেই সুখী হইবে।'

একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৌনবতী বলিয়া উঠিলেন, 'আর দুঃখ ঘুচিবে! এ জন্মে সে আশা নাই!

এইরূপ কিয়ৎক্ষণ নানা কথোপকথনের পর বৃদ্ধা আশ্বাস-বাক্যে মৌনবতীকে শান্ত করিয়া আপন কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল, মৌনবতীও প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন পূর্ব্বক সংসারের কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন।

মৌনবতী আসন্নপ্রসবা। দশ মাস পূর্ণ হইয়াছে। হঠাৎ তাঁহার প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা সকল বিষয়েই সুদক্ষা, অনেক দেখিয়াছে, অনেক শুনিয়াছে, অনেক কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। সে বুঝিতে পারিল যে, প্রসবের আর অধিক বিলম্ব নাই; সুতরাং সে আপন গৃহে না যাইয়া মৌনবতীর নিকটেই অবস্থিত রহিল।

ক্রমে প্রসব-সময় নিকটবর্ত্তী। দেখিতে দেখিতে পতিব্রতা মৌনবতী যথাসময়ে পরম দীপ্তিসংযুক্ত, তেজোজ্জ্বালাসমন্বিত, দেবসন্নিভ যমজ পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। সেই পুত্রদ্বয়ের জন্মকালে চারিদিক্ সুপ্রসন্ন হইল, মন্দ মন্দ সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। যেন দিক্‌বধূগণ হাস্যময়ী বোধ হইতে থাকিল।

বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ ধাত্রী আনয়ন পূর্ব্বক তৎকালোচিত জাতকর্ম্ম নিষ্পাদন করিল। সেই দিন হইতে বৃদ্ধা নিশাকালে আর নিজ বাটীতে গমন করিত না; যৌনবতীর নিকট থাকিয়া তাঁহারই তত্ত্বাবধান করিত। দিবাভাগে অবসরমত একবার আপন বাটীতে গিয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখিয়া আসিত এবং সাংসারিক কাজকর্ম্মের উপদেশ দিত।

ষষ্ঠ উল্লাস।

লালন-পালন।

মৌনবতী এখন দুইটি পুত্র লইয়া সংসারিণী; তাহাদের লালনপালনেই সর্ব্বদা ব্যস্ত। একমাত্র পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধা তাঁহার সহায়। প্রতিবাসীরা পুত্র দুইটির অপরূপ রূপমাধুরী-দর্শনে মুগ্ধ; পূর্ব্বে যে পরিমাণে তাহারা সাহায্য প্রদান করিত, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সাহায্য দিয়া মৌনবতীর তত্ত্বাবধান করে।

পুত্র দুটি দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মৌনবতী তাহাদের জাতকর্ম্ম সকল যথানিয়মে সুসম্পন্ন করিলেন। যমজের মধ্যে জ্যেষ্ঠটির নাম রাম ও কনিষ্ঠের নাম শ্যাম রক্ষিত হইল।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল। মৌনবতীর বাসস্থানের অদূরেই একটি পাঠশালা ছিল, পুত্র দুটিকে তিনি সেই পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। দুই ভ্রাতা তথায় শিক্ষকের নিকট শিক্ষিত হইতে লাগিল।

সপ্তম উল্লাস।

বক্ষে শেল বিন্ধিল।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সু ও কু দুই বিদ্যমান। লোক-জগতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া দেখ, যেখানে যাইবে, সেইখানেই সু অপেক্ষা কুলোকের সংখ্যা অধিক। হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য, পরগ্লানি, পরকুৎসা এই সমস্ত লইয়া লোকে অহরহঃ আন্দোলন করিতেছে। পরগ্লানি করিলে যাহাদের মনে তৃপ্তিসঞ্চার হয়, তাদৃশ পাষণ্ডের সংখ্যাই প্রবল।

মন্ত্রী যৎকালে কারাবরোধে অবরুদ্ধ হন, সেই সময়েই তৎপত্নী মৌনবতীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখন সেই গর্ভে যমজ সন্তানের উদ্ভব। কতকগুলি পাপাত্মা নরকীট মৌনবতীর নামে কলঙ্ক-ঘোষণা করিয়া গোপনে কাহারও কাহারও নিকট প্রকাশ করে, 'মন্ত্রীর কারাবরোধের পর মৌনবতীর গর্ভ হয়। এ যমজপুত্র জারজ।' এই কথা কর্ণান্তরে কর্ণান্তরে বহুস্থান ব্যাপিয়া বিঘোষিত হইয়াছিল। প্রকৃত সাধুশীল মহাত্মারা এ কথার বিন্দুমাত্র শ্রবণগোচর করিলে তৎক্ষণাৎ কর্ণে হস্তাবরণ দিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেন; কিন্তু দুর্জ্জনের রসনা কে বন্ধ করিবে?

একদিন রাম ও শ্যাম দুই ভ্রাতা কতকগুলি বালকের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল। ক্রমে বেলা হইল দেখিয়া রাম বলিল, "ভাই সব! আমরা এখন পাঠশালায় যাইব, বাটী চলিলাম, আজ আর খেলিব না, আবার কালি আসিয়া তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইব।"

একজন বালক বলিয়া উঠিল, "আজ আর পাঠশালায় যায় না, আয়, আজ সকলে মিলিয়া খেলা করি।"

রাম সে কথায় সম্মত হইল না। তাহা দেখিয়া আর একটি বালক অমনি বলিয়া উঠিল, 'তবে যা যা, আর তোদের খেলিতে হইবে না। তোদের দুই জনের সঙ্গে আমরা আর খেলিব না। যার বাপের ঠিক নাই, তার আবার পাঠশালা! আমরা জারজের সঙ্গে খেলিব না।"

বলিতে বলিতে আর একটি বালক বলিয়া উঠিল, 'যার বাপ জেলে বেড়ী পায়ে পচিতেছে, তার সঙ্গে আবার খেলে কে? যা যা—পাঠশালায় যা! আমরা আর তোদের সঙ্গে কথাও ক'ব না।"

এই কথা শ্রবণমাত্র রাম ও শ্যামের মুখ বিবর্ণ হইল; চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। তাহারা স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া পড়িল। তাহারা জানিত, তাহাদের পিতা ইহলোকে নাই, জননী অনাথিনী অবস্থায় তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। এখন বালকদিগের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র বিস্মিত, চমকিত ও স্তম্ভিতপ্রায় হইল, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ছলছল চক্ষে জননীর উদ্দেশে গৃহাভিমুখে চলিল। বক্ষে শেল বিঁধিল।

অষ্টম উল্লাস।

রহস্য-প্রকাশ।

গাভী যেমন বৎসহারা হইলে ঊর্দ্ধমুখে পথের দিকে চাহিয়া থাকে, মৌনবতী সেইরূপ পুত্র দুটির আগমন-পথ চাহিয়া কুটীর-মধ্যে বসিয়া আছেন। এখন তাঁহার সকল আশা-ভরসার স্থল ঐ পুত্রদ্বয় মাত্র। উহাদেরই মুখদর্শন করিয়া, উহাদিগকে লালন-পালন করিয়া, উহাদিগের মৃদুমধুর কথা শুনিয়া প্রাণ শীতল করেন, পতিবিরহ সহ্য করেন, আপনার দগ্ধ হৃদয়কে শান্ত করিতে প্রয়াস পান।

এদিকে ওদিকে চাহিতে চাহিতে মৌনবতী দেখিলেন, অদূরে সর্ব্বস্বধন পুত্রদ্বয় মলিনবদনে ছলছল-চক্ষে মৃদুমন্থরগতিতে তাঁহার নিকট আগমন করিতেছে। দেখিবামাত্র তিনি শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া পুত্রদুটিকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক আপনার বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বদনকমল মুছাইয়া ঘন ঘন স্নেহচুম্বন করিতে লাগিলেন। অমনি জ্যেষ্ঠ রামের নয়নযুগল হইতে অবিরল-ধারে অশ্রুবারি নির্গত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। তদ্দর্শনে জননীর হৃদয় যার পর নাই ব্যাকুল হইল। তিনি ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ ও বারংবার পুত্রদ্বয়ের বদনকমল মার্জ্জনা

করিয়া কহিলেন, "কেন কাঁদ্‌ছিস্ বাছারা? তোমাদের মুখচন্দ্র দেখিয়া আমি অতিকষ্টে প্রাণধারণ করিয়া আছি, তোমরা কি দুঃখে এরূপ কাতর হইয়াছ? তোমাদের চক্ষুতে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কি হইয়াছে? কেহ কি তোমাদিগকে প্রহার করিয়াছে? অথবা কেহ কোন কটু কথা বলিয়া তোমাদের মর্ম্মে আঘাত করিয়াছে?"

তখন জ্যেষ্ঠপুত্র গদ্‌গদবচনে কহিল; "মা! আমরা জানিতাম, আমাদের পিতা নাই, আমাদের জন্মের পূর্ব্বেই তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা কি সত্য?"

এই প্রশ্ন শ্রবণমাত্র মৌনবতীর ভস্মাচ্ছাদিত-অনলবৎ পতি-বিরহাগ্নি পুনঃ প্রদীপ্ত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতে লাগিল; তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া অবিরল অশ্রুবারি নির্গত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। তিনি মৌনভাবে অধোবদনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে জ্যেষ্ঠপুত্র পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে প্রশ্ন ও উত্তেজিত করিলে অগত্যা তিনি সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, "বৎস! শান্ত হও, ধৈর্য্য ধারণ কর, আমি আনুপূর্ব্বিক সকল কথা প্রকাশ করিতেছি।

বৎস! তোমরা দুঃখী বা হীনের সন্তান নও, তোমার পিতাই এই রাজ্যের হর্ত্তা-কর্ত্তা ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনিই এই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।"

বলিতে বলিতে মৌনবতীর কণ্ঠদেশ বাষ্পরুদ্ধ হইল; শোকাবেগ উছলিয়া উঠিতে লাগিল; আর বাক্যস্ফুরণে সমর্থ হইলেন না।

ক্ষণকাল ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় তিনি বলিতে লাগিলেন, "বৎস! ভাগ্যদোষে তোমাদের জনক এখন কারাবন্দী।"

তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠপুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "পিতা কারাবন্দী? এমন কি অপরাধে তিনি অপরাধী যে, তাঁহাকে আজীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইতেছে?"

মৌনবতী কহিলেন, "বাছা! কুক্ষণে রাজার সম্মুখে তাঁহার মুখ হইতে এক দারুণ কথা বহির্গত হইয়াছিল, সেই কারণেই তিনি রাজার কোপনয়নে পতিত হন।"

রাম কহিল, "এমন কি দারুণ কথা?"

মৌনবতী কহিলেন, "বাছা! কথাপ্রসঙ্গে একদিন রাজা সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'কোন্ বিদ্যা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ।' রাজার প্রশ্নে সভাসদ্‌গণের মধ্যে যাহার যেরূপ জ্ঞান, যেরূপ ধারণা, সে সেইরূপ উত্তর প্রদান করিল। পরে রাজা তোমার পিতাকে মৌন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করেন, 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা।' এই কথা শ্রবণমাত্র মহারাজ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন এবং আমাদের যাবৎ বিষয়বিভব রাজসরকারে গৃহীত হইয়াছে।"

তখন রাম জিজ্ঞাসা করিল, 'মা! পিতাকে মোচন করিবার কি কোন উপায় নাই?'

জননী কহিলেন, "উপায় ত দেখি না। রাজার প্রতিজ্ঞা. যতদিন চুরিবিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা, এই কথার প্রমাণ না পান, ততদিন তোমার পিতাকে কারাবন্দী থাকিতে হইবে।"

রাম জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি কোন উপায়ে পিতার কারামোচন হয় না?"

জননী কহিলেন, "আর উপায় ভগবান্, তিনি দয়া করিলে সকলই হয়। তিনি যদি রাজার মতিগতি ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে সকলই সম্ভবে।"

রাম কহিল, "মা! দেবতার নিকট যাইয়া স্তবস্তুতি, প্রার্থনা করিলে কি তাঁহার দয়া হয় না?"

জননী কহিলেন, "ভাগ্যে সকলই ঘটে। সকলের কি তেমন ভাগ্য?"

রাম কহিল, "জননি! আমি ঠাকুরের কাছে গিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিব। ঐ যে আমাদের এ নগরের প্রান্তে পঞ্চানন ঠাকুর আছেন, শুনিয়াছি, তিনি বড় জাগ্রত। তাঁহার নিকট গিয়া একবার স্তবস্তুতি করিয়া দেখিব?"

জননী কহিলেন, "আচ্ছা বাছা! সে পরের কথা পরে হবে, তোমাদের ক্ষুধা পাইয়াছে, এখন আহারাদি করিয়া পাঠশালায় যাও।"

তখন জননীর আদেশে দুই ভ্রাতা আহারাদি করিয়া যথা-সময়ে পাঠশালায় গমন করিল।

নবম উল্লাস।

বিদায়।

রাম যত চতুর ও ব্যুৎপন্নমতি, শ্যাম তত নহে। তবে নিতান্ত জড়প্রকৃতিও নয়। সে দিন পাঠশালায় উপস্থিত হইয়া দুই ভ্রাতা কিছুতেই পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারিল না। মুহুর্মুহুঃ সেই এক চিন্তা—কিরূপে পিতার কারামোচন হইবে?

ছুটীর পর উভয় ভ্রাতা একত্র গৃহে প্রত্যাগত হইলে জননী পূর্ব্ববৎ সাদরে বদন মার্জ্জন পূর্ব্বক আহারাদি প্রদান করিলেন। আহারেও সে দিন তাহাদের তত রুচি নাই, প্রত্যহ যেরূপ পরিতোষ সহকারে যে পরিমাণে আহার করে, সে দিন কোনরূপে তদ্রূপ আহার করিতে সমর্থ হইল না।

রাত্রে শয্যাতলে জননীক্রোড়ে শয়ন করিয়া কথাপ্রসঙ্গে রাম কহিল, "মা! আমি আগামী কল্য বাবা পঞ্চাননের মন্দিরে যাইব। সেখানে দুই একদিন থাকিয়া কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা দেখিব। আমার জন্য আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আমি এক একবার অবসরমত আসিয়া দেখিয়া যাইব।"

জননী কহিলেন, "না বাবা! তুমি আমার অন্ধের যষ্টি, নয়নের মণি, তোমাকে চক্ষুর অন্তরাল করিয়া আমি কদাচ প্রাণধারণ করিতে পারিব না।"

রাম কহিল, "না মা! আমাকে নিষেধ করিও না; পিতা কারাগারে, আমরা তাঁহাদের সন্তান, তুমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী—অর্দ্ধাঙ্গিনী। আমাদের কি কর্ত্তব্য যে, আমরা তাঁহার কারা-মোচনে যত্ন না করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকি? পিতার প্রতি পুত্রের যাহা কর্ত্তব্য, পতির প্রতি পত্নীর যাহা কর্ত্তব্য, কোন্ বুদ্ধিমান্ পুত্র ও গুণবতী পতিব্রতা বিদুষী মহিলা তাহা না করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে?"

জননী কহিলেন, "বাছা! যাহা বলিলে, তাহা অসত্য নহে। কিন্তু তুমি বালক, তুমি কিরূপে এ দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করিবে?"

রাম কহিল, "জননি! দুরূহকার্য্য হইলেও ঈশ্বর-প্রসাদে তাহা সুসম্পন্ন করা যায়। যত্ন করিলে, অধ্যবসায়ারূঢ় হইলে, আন্তরিক প্রয়াস স্বীকার করিয়া কার্য্য করিলে অবশ্যই তাহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। যদি তাহাতেও না হয়, তখন বরং অগত্যা নিশ্চিন্ত হইয়া ক্ষান্ত হইবে।"

জননী কহিলেন, "বাছা! তুমি জ্যেষ্ঠ, শ্যাম তোমার কনিষ্ঠ, তোমার অনুগত। ও তোমা ভিন্ন জানে না। আমি চিরদিন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতেছি, আমার হৃদয় পাষাণপ্রায় হইয়াছে, আমি সকলই সহ্য করিতে পারি; কিন্তু শ্যাম তোমার বিরহে কিরূপে ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিবে?"

রাম কহিল, "জননি! সে জন্য চিন্তা করিও না, শ্যাম বুদ্ধিমান্। উহার সহিত আমার অনেক পরামর্শ হইয়াছে। আমার জন্য যাহাতে উহার মন চঞ্চল না হয়, চিন্তা না করে, সে ভার আমার। আমি উহাকে বুঝাইয়া আশ্বস্ত করিব।"

যখন জ্যেষ্ঠপুত্র রামের সহিত মৌনবতীর এই সকল কথোপকথন হয়, শ্যাম তৎকালে নিদ্রার অঙ্কে শায়িত।

জননী কহিলেন, "ভাল, অদ্য নিদ্রা যাও, কল্য এ বিষয়ের বিবেচনা হইবে।"

রাম কহিল, "না মা! আমি আগামী প্রাতেই কার্য্যসাধনোদ্দেশে যাইব। আপনি আমাকে অনুমতি দিউন, আপনার অনুমতি না পাইলে আমি নিদ্রা যাইব না।"

পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে অগত্যা মৌনবতীকে অনুমতি প্রদান করিতে হইল। তিনি বলিলেন, "ভাল বৎস! তাহাই হইবে। যখন পিতার কারামোচনের জন্য তুমি এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছ, তখন অবশ্য কল্য হইতে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও।"

তখন জননীর অঙ্কে রাম প্রসুপ্ত হইল; জননীও পুত্রদ্বয়কে অঙ্কে লইয়া নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিলেন। সকলেই ঘোরনিদ্রায় নিদ্রিত।

দেখিতে দেখিতে তামসী নিশা অপগতা। তরুণ অরুণের নবরাগে পূর্ব্বাকাশ অনুরঞ্জিত। পাপিয়া প্রভৃতি কলকণ্ঠ বিহঙ্গেরা চীৎকার করিয়া বিভুপদে প্রণাম জানাইতে লাগিল। রাম ও শ্যাম জননীর সহিত নিদ্রোত্থিত হইয়া শৌচাচমনাদি কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল নিষ্পাদিত করিল।

অনন্তর রাম শ্যামকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া সংক্ষেপে আপনার মনোগত উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া বলিল, শ্যামকে সাবধানে জননীর নিকট থাকিতে উপদেশ দিল; শ্যামও জ্যেষ্ঠের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইল।

তখন রাম জননী-সকাশে আগমন পূর্ব্বক বিদায় চাহিলে

গলদশ্রুলোচনে জননী তাহার মুখচুম্বন, মস্তকাঘ্রাণ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া শুভযাত্রায় অনুমতি প্রদান করিলেন। রাম মাতৃপদে প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ এবং কনিষ্ঠ সহোদরকে স্নেহালিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া হৃদয়-মন্দিরে দেবদেব ভগবান্‌কে স্মরণ করত বাটী হইতে বহির্গত হইল।

দশম উল্লাস।

মট্‌রু।

অবন্তীনগরের উত্তরপ্রান্তে ইছামতীতীরে সমুন্নত দেবমন্দির। মন্দিরমধ্যে জটাজূটধারী ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর নাগযজ্ঞোপবীতী দেবদেব পঞ্চানন বিরাজমান। মন্দিরের সম্মুখে সুপ্রশস্ত নাটমন্দির। চারিপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি ঘর। অভ্যাগত-অতিথি প্রভৃতিরা সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে বাস করে; দেবসেবার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ রাজসরকার হইতে নিয়মিত বন্দোবস্ত আছে। একজন পূজক, একটি দাসী, একজন ভৃত্য এবং একটি বালক-কিঙ্কর মন্দিরের কার্য্য-সম্পাদক। যিনি পূজা করেন, তাঁহারই আদেশে ও অধীনে ভৃত্য বা দাসীকে কার্য্য করিতে হয়।

মন্ত্রিপুত্র রাম বাটী হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই দেবমন্দিরের নিকট উপস্থিত হইল। অনতিদুর হইতেই তাহার কর্ণে এক শব্দ প্রবেশ করিল—"মট্‌রু!—মট্‌রু!—মট্‌রু!"

চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র রাম দেখিল, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারী, যজ্ঞোপবীতবান্‌, দীর্ঘকায়, শুভ্রকেশ এক ব্রাহ্মণ চারি-দিকে নেত্রপাত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে কেবল "মট্‌রু মট্‌রু" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন।

রাম অনুমানেই বুঝিল, এই ব্রাহ্মণই এই দেবমন্দিরের অধ্যক্ষ। ইহাঁর আকার-প্রকার দর্শনে সাধু, দয়াশীল ও সরল-প্রকৃতি বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখি, ইহাঁর শরণাগত হইয়া মনোগত অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারি কি না?

মনে মনে এইরূপ আন্দোলন ও বিবেচনা করিয়া ধীরে ধীরে বিনম্রভাবে ব্রাহ্মণের নিকটবর্ত্তী হইয়া রাম ভূতলে অবলুণ্ঠন পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। একে বালকের সৌন্দর্য্য মনোমোহন, তাহার উপর এইরূপ বিনয়নম্র স্বভাব দর্শনে ব্রাহ্মণ যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া আশীঃ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "বাপু! তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? এখানেই বা কি প্রয়োজন?"

বালক উত্তর করিল, "ঠাকুর! আমি দরিদ্রের সন্তান, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এ দিকে আসিলাম। মনে করিলাম, যখন এ দিকে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন একবার দেবদেব পঞ্চাননকে ও আপনাকে দর্শন-প্রণাম করিয়া চরিতার্থ হই।"

বালকের সুমিষ্ট বচনে ব্রাহ্মণ অধিকতর প্রীত হইয়া প্রফুল্ল-মুখে কহিলেন, "ভাল ভাল, উত্তম করিয়াছ, দীর্ঘজীবী হও। যদি এখানে বিশ্রাম করিবার বাসনা হয়, মন্দির-প্রাঙ্গণে যাইয়া ইচ্ছামত বিশ্রাম কর, আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ক্ষণেক পরেই মন্দিরে প্রবেশ করিব।"

বালক পুনরায় প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর! আপনি এরূপ ব্যস্ত কেন, আর কি জন্যই বা ইতি-পূর্ব্বে চীৎকার করিতেছিলেন?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "পঞ্চাননদেবের একটি ছাগ আছে, তাহার

নাম মট্রু। সেই ছাগশিশুটি বাহির হইয়া কোন্ দিকে গিয়াছে, কেহই লক্ষ্য করে নাই। তাহারই উদ্দেশে আমি মট্রু মট্রু বলিয়া চীৎকার ও অন্বেষণ করিতেছি।"

বালক জিজ্ঞাসা করিল, "ছাগটির আকৃতি কিরূপ ?"

ব্রাহ্মণ যথাযথ ছাগশিশুর আকৃতির উল্লেখ করিলে রাম কহিল, "তবে যদি অনুমতি করেন, আমি একবার চারিদিক্ অন্বেষণ করিয়া দেখি। আপনি যেরূপ আকৃতির বর্ণন করিলেন, তদ্রূপ ছাগশিশু নয়নগোচর হইলে তৎক্ষণাৎ আপনার নিকটে লইয়া আসিব।"

ব্রাহ্মণ যার পর নাই প্রীত হইয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, "বেশ বাবা, বেশ! তুমি অতি সচ্চরিত্র। তোমার কল্যাণ হউক্। তবে বাবা, একবার দেখ। তুমি ফিরিয়া আসিলে বাবার প্রসাদ দিব।"

পুনরায় প্রণাম করিয়া রাম মট্রুর অনুসন্ধানে প্রস্থান করিল। মট্রুর বর্ণ, পরিমাণ প্রভৃতি আকৃতির বিষয় ব্রাহ্মণ সকলই বলিয়া দিয়াছিলেন। এ দিক্ সে দিক্ চতুর্দিক্ অন্বেষণ করিয়া রাম কুত্রাপি সেরূপ ছাগশিশু দেখিতে পাইল না। অবশেষে প্রান্ত-সীমায় ক্ষুদ্র একটা বনের মধ্যে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিল, একটা বকুলতলায় একটি ছাগশিশু শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতেছে। তখন রাম উৎফুল্ল হইয়া দ্রুতপদে তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ যে আকৃতি ও যে গঠন বর্ণন করিয়াছিলেন, এটি তদনুরূপ, কিছুমাত্র ব্যত্যয় নাই। তখন সাদরে ছাগশিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া রাম মন্দিরাভিমুখে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এ দিকে ব্রাহ্মণ একবার মন্দিরমধ্যে, আবার পরক্ষণেই বহির্দ্বারে এইরূপ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছিলেন। ছাগ-শাবকটির জন্য তাঁহার হৃদয় যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল; দূর হইতে রামের ক্রোড়ে তাহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

দেখিতে দেখিতে রামও তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া অঙ্ক হইতে ছাগ-শাবকটিকে অবতরণ করিল। ব্রাহ্মণ রামের মস্তকে হস্তা-র্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, কহিলেন, "বাবা! তুমি দীর্ঘজীবী হও, তোমার কল্যাণ হউক; তোমা হইতে ছাগ-শাবকটিকে পাইলাম; নচেৎ হয় ত কোন শ্বাপদ জন্তু আসিয়া উহাকে ভক্ষণ করিত। এটি বাবা পঞ্চাননের জন্যই রক্ষিত হইয়াছে। আগামী অমাবস্যা তিথিতে বাবার নিকট ইহাকে বলি দিতে হইবে। এটি অপহৃত বা শ্বাপদ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে আমাকে দেবদেবের কোপানলে পড়িতে হইত। যাহা হউক, আইস, আমার সঙ্গে গৃহাভ্যন্তরে চল, অদ্য এই স্থানে বাবার প্রসাদ প্রাপ্ত হইবে, তৎপরে আপন গৃহে গমন করিও।" বলিতে বলিতে ছাগশাবকটিকে ক্রোড়ে লইয়া ব্রাহ্মণ মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন; রামও বিনীতভাবে তাঁহার অনুগামী হইল।

দেবদেব পঞ্চাননের পূজা প্রত্যহই মহা সমারোহে হইয়া থাকে। রাজার ব্যয়ে প্রতিদিন ষোড়শোপচারে প্রভুর অর্চ্চনা হয়। প্রত্যহ অভ্যাগত অতিথিগণ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথানিয়মে দেবতার পূজা হইল, আরাত্রিক সম্পাদিত হইল, চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ দ্রব্যে ভোগ সমাধা হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতীয় কতকগুলি অতিথি সমাগত হইল। যথারীতি তাহারা সকলে পরিতোষ-রূপে ভোজন করিল ; রামও পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিল। অতিথিরা ক্ষণকাল বিশ্রামের পর আপন আপন অভিমত গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল. রাম একাকী নাটমন্দিরের একপার্শ্বে বসিয়া বসিয়া আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধির উপায় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইল।
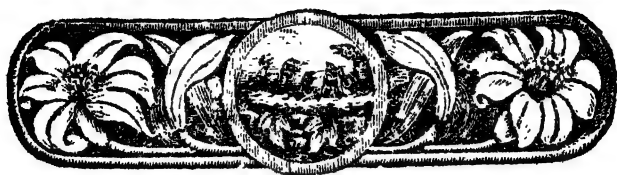
ত্রয়োদশ উল্লাস।

উপদেশ।

দেবসেবক ব্রাহ্মণ ভোজনাবসানে বহিঃপ্রাঙ্গণে আসি দেখিলেন, রাম নাটমন্দিরের একপ্রান্তে বসিয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণকে পুরোবর্ত্তী দেখিবামাত্র রাম তৎক্ষণাৎ গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিয়া সেইস্থানে একখানি মৃগাজিনে উপবেশন পূর্ব্বক রামকে বসিতে অনুমতি করিলে রামও অনতিদূরে উপবেশন করিল।

তখন ব্রাহ্মণ রামের পরিচয় ও সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাম একে একে মৃদু মৃদু স্বরে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে লাগিল; কিন্তু আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিল না। একজন দরিদ্রের সন্তান, অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, অতিকষ্টে দিনপাত হয়, ইত্যাদি প্রকার বর্ণনায় ব্রাহ্মণকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল।

রামের দুরবস্থার পরিচয় পাইয়া ব্রাহ্মণের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি কহিলেন, "বৎস! যদি তুমি ইচ্ছা কর, অনায়াসে আমার নিকট অবস্থিতি করিতে পার, এখানে তোমার

ভরণপোষণের কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। অধিকন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে তোমার উপকার হয়, যাহাতে তোমার উন্নতি হয়, যাহাতে অর্থাগমের সুবি[illegible] হইতে পারে, আমি শত মনোযোগী হইয়া তাহার চেষ্টা করিব। কি বল ? তোমার অভিমত কি ?"

রাম যেন হাতে স্বর্গ পাইল। যাহা অন্বেষণ করিতেছিল, ভগবান্ তাহাই মিলাইয়া দিলেন। আনন্দ সহকারে উৎসাহ-ভরে প্রফুল্লমুখে সে বলিয়া উঠিল, "আপনার অনুগ্রহ। আমার মত হীনাবস্থ [illegible] অপদার্থ বালককে যে আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আশ্রয় দিতে চাহিতেছেন, নিঃস্বার্থভাবে একজন নিরাশ্রয় অনাথের ভ[illegible] উপায় করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে আপনা[illegible] ও দয়ালুতার পরিচয় হইল। আপনার অনুমতি হইলে আমি এই স্থানে থাকিয়াই আপনার চরণ-সেবা করিব।"

জগতে এমন পাষণ্ড কে আছে যে, মোহনীয় রূপে ও মধুরবাক্যে বশীভূত বা বিমুগ্ধ না হয় ? একে ত রামের রূপ যার পর নাই মনোহর, তাহার উপর বাক্যের মধুরতা ও কোমলতা দেখিয়া ব্রাহ্মণের হৃদয় স্নেহরসে অভিষিক্ত হইল। তিনি হাসিতে হাসিতে রামের পৃষ্ঠে কোমল হস্তে হাত দিয়া বলিলেন, "বেশ বাবা, বেশ ! এইখানেই তুমি থাক।"

এইরূপ নানা প্রসঙ্গে কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে রাম জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর ! বাবা পঞ্চাননের সেবা করিলে কি ফল হয় ?"

ব্রাহ্মণ।—বাবার সেবা করিলে যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব ? বাবা তুষ্ট হইলে সকলই হয়। যে যে কামনা করিয়া

বাবার সেবা করে, ভক্তিভাবে বাবাকে ডাকে, বাবা তাহার সেই কামনাই পূর্ণ করেন। অধিক কি বলিব, বাবা প্রসন্ন হইলে মোক্ষফল পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন।

রাম।—আচ্ছা, আমি যদি দিবানিশি ভক্তির সহিত বাবাকে ডাকি, বাবা কি আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবেন?

ব্রাহ্মণ।—অবশ্য, অবশ্য, যে তাঁহাকে ডাকিবে, তাহারই তিনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

রাম।—আমরা নীচ জাতি যে ঠাকুর?

ব্রাহ্মণ।—বাবার নিকট জাতিভেদ নাই, নীচ নাই। বাবা ভক্তের ধন, সাধনের সর্ব্বস্ব।

রাম।—আমি ত পূজা জানি না, অর্চ্চনা জানি না, মন্ত্র জানি না?

ব্রাহ্মণ।—মন্ত্রের কি প্রয়োজন? পূজারই বা কি আবশ্যক? ভক্তিভাবে যে কোন ভাষায় হৃদয়ের সহিত বাবাকে ডাকা যায়, বাবা তাহারই ডাক শুনেন, তাহার দিকেই মুখ তুলিয়া চাহেন, তাহারই মনোরথ সফল করিয়া দেন।

রাম।—আপনার উপদেশে আমার প্রাণ জুড়াইল। আমার হৃদয়ে ভক্তি আছে, আমি তবে তাহাই করিব।

কথোপকথন শেষ হইল। ব্রাহ্মণ গাত্রোত্থান করিয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রস্থান করিলেন। রাম মন্দিরবাসী হইল।
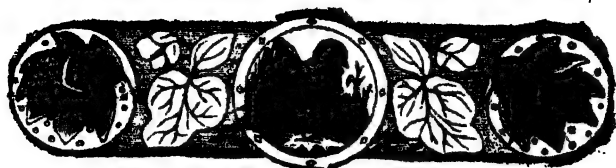
দ্বাদশ উল্লাস।

ভক্তির ভগবান্।

এক সপ্তাহ অতীত। রাম পঞ্চাননের মন্দিরে থাকিয়া দিবানিশি কেবল তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছে, 'ভগবন্! আমার কামনা পূর্ণ কর, আমি যাহাতে পিতার কারামোচন করিয়া পুত্রের উপযুক্ত কার্য্য করিতে পারি, তাহার উপায়বিধান কর। আমি অতি দীন-হীন, স্তব-স্তুতি জানি না, ধ্যান-ধারণা জানি না; আমি যার পর নাই অজ্ঞ। পিতা হয় ত আমার মুখ চাহিয়া অতিকষ্টে জীবনধারণ করিতেছেন; তিনি হয় ত আশা করিতেছেন, আমার পুত্র উপযুক্ত হইয়া অবশ্য আমাকে এই ঘোর সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিবে। ভগবন্! আমি যদি পিতার উদ্ধারসাধন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার জন্মধারণ ও জীবনধারণ উভয়ই বিফল। সমবয়স্ক বালকেরা আমার মাতৃ-দোষ কীর্ত্তন করিয়া আমার কলঙ্ক ঘোষণা করিয়াছে, যাহাতে আমি সেই কলঙ্ক হইতে পরিমুক্ত হইয়া গর্ভধারিণী জননীর মুখ উজ্জ্বল করিতে পারি, হে কৃপাময়! তুমি তাহার উপায়বিধান কর। তুমি ভিন্ন জগতে আর আমার পরিত্রাতা কেহই নাই। তোমাকে লোকে আশুতোষ বলিয়া

ডাকিয়া থাকে, এই দীনহীনের প্রতি কি তোমার প্রসাদদৃষ্টি নিপতিত হইবে না ?'

রাম এইরূপে প্রত্যহ কি দিবাভাগে কি নিশাভাগে সর্ব্বক্ষণ একাগ্রমনে ভগবান্ আশুতোষ পঞ্চাননকে ভক্তি সহকারে স্তব ও তাঁহার রূপ ধ্যান করত প্রার্থনা করে এবং দেবসেবক ব্রাহ্মণের আদেশ পালন ও তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া দিনপাত করে। তাহার ভক্তি ও সেবায় ব্রাহ্মণ যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন। দিন দিন রামের উপর তাঁহার স্নেহ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ত্রয়োদশ উল্লাস।

বর-লাভ।

অদ্য কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, নিশাকালে জগৎ-সংসার ঘোর তমসায় সমাচ্ছন্ন। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই ঘোরতর নিবিড় অন্ধকারের ঘোরতর ছায়া ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। পঞ্চাননের আরাত্রিক ও ভোগ-সম্পাদনের পর মন্দির নিস্তব্ধ, সকলেই সুষুপ্তিঘোরে অভিভূত।

রাম দেবমন্দিরের সম্মুখে অদূরে ভূ-শয্যায় শয়ান হইয়া ভগবানকে ঐকান্তিকচিত্তে স্তব করিতেছে। তাহার বাহ্যজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত; হৃদয় তন্ময়। জগৎ-সংসারের প্রতি তাহার আর লক্ষ্য নাই, সে জগতে আছে কি কোথায় আছে, সে জ্ঞানও তাহার বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহার হৃদয়ে যেন দেব পঞ্চাননমূর্ত্তি সমধিষ্ঠিত: সে যেন কেবল সেই প্রসাদময়ের প্রসন্ন মূর্ত্তির দিকে নেত্রপাত করিয়া কেবল তাঁহার রূপ-সুধাপান ও তাঁহার নিকট আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধি কামনা করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে রাম ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। নিদ্রাঘোরেও তাহার আর কোন চিন্তা নাই। সে যেন স্বপ্নে দেখিতেছে,

ভগবান্ আশুতোষ পঞ্চানন প্রসন্ন-মূর্ত্তিতে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক মা ভৈঃ শব্দে অভয় দান করিতেছেন। তদ্দর্শনে রাম গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহার চরণমূলে নিপতিত হইয়া প্রণতি পুরঃসর মুহুর্মুহুঃ ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

তখন ভগবান্ আশুতোষ তাহাকে উত্থাপিত করিয়া মধুরবচনে কহিলেন, "বৎস! এত অল্পবয়সে তোর অচলা ভক্তি দেখিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি, তোর কোন চিন্তা নাই, তুই বর গ্রহণ কর্; তুই যাহা প্রার্থনা করিবি, ত্রিভুবনদুষ্প্রাপ্য হইলেও তাহা আমি তৎক্ষণাৎ তোরে প্রদান করিব।"

তখন রাম গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডায়মান হইয়া করপুটে কহিল, "ভগবন্! আপনার দর্শনেই আমার জন্ম ও জীবন সার্থক হইয়াছে। আপনার পাদপদ্মে যেন চিরদিন আমার অটলা ভক্তি থাকে, যখন আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি, তখন আর অন্য বরে কি প্রয়োজন? তবে পুত্র হইয়া পিতৃক্লেশ, পিতৃ-দুঃখ মোচন করিতে না পারিলে অন্তিমে তাহার অধোগতি হইয়া থাকে। পিতা হইতে এই জগৎ-সংসার দেখিয়াছি, যদি তাঁহার কারাবিমোচন করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে এ অসার জীবনধারণে কি ফল? প্রভো! যাহাতে আমি পিতার কারামোচন করিয়া তাঁহার এবং জননীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে পারি, কৃপা পুরঃসর তাহারই উপায়-বিধান করুন। 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা' এই কথা মুখে নির্গত হওয়াতে রাজরোষে আমার পিতা কারারুদ্ধ হইয়াছেন। যাহাতে তাঁহার কারামোচন হয়, তাহাই আমার

একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাকে চুরি-বিদ্যা বর প্রদান করুন। যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, যদি আমার দুঃখ-মোচনে আপনার অভিলাষ হয়, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন আমি চুরি-বিদ্যাতে যার পর নাই পারদর্শী হই, কেহই যেন আমাকে ধৃত করিতে সমর্থ না হয়। অধিক কি, আমি চুরি করিলে ত্রিভুবনস্থ কি দেব, কি দানব, কি যক্ষ, কি রক্ষ, কি পিশাচ, কি পন্নগ কেহই যেন জানিতে বা আমাকে ধৃত করিতে না পারে। এমন কি, আমি চুরি করিলে যাহাতে আপনি পর্য্যন্ত তাহা জানিতে না পারেন, তাহা করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন আমার অন্য কিছুই প্রার্থনা নাই।"

বালকের প্রার্থনায় পরিতুষ্ট হইয়া দেবদেব পঞ্চানন 'তথাস্তু' বাক্যে বর প্রদান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। এ দিকে রামেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল।

চতুর্দ্দশ উল্লাস।

মট্‌রু অন্বেষণ।

দিন যায়, কিন্তু চিন্তা যায় না। যাহার হৃদয়ে চিন্তা-রাক্ষসী প্রবেশ করিয়াছে, অহর্নিশি সে সেই পিশাচীর তাড়নায় জর্জ্জরিত হইতে থাকে। রামেরও সেই দশা। তবে মনে মনে এক আশা আছে—ভরসা আছে, দেবদেব পঞ্চানন তাহাকে বর দিয়াছেন, তাঁহার বাক্য কদাচ বিফল হইবে না।

একদিন রাম মনে মনে চিন্তা করিল, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে; কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এখন কোনরূপ সুযোগ উপস্থিত হইলেই হয়। কি সুযোগে কোন্ উপায় সে প্রথমে অবলম্বন করিবে, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না; নির্জ্জনে বসিয়া অপার চিন্তায় নিমগ্ন হইল।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই শাস্ত্রবাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। যে ঐকান্তিক মনে যাহা ভাবনা করে, জগদীশ্বর-প্রসাদাৎ তাহার তাহাই সুসিদ্ধ হয়। রামের পক্ষেও তাহাই হইল। যখন দৈব অনুকূল হয়, তখন যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাই তৎক্ষণাৎ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। রামের অদৃষ্টেও এক মহা সুযোগ উপস্থিত হইল।

একদিন হঠাৎ দেবসেবকের সেই মট্রু নামক ছাগশিশুটি কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহার আর নিরূপণ হইল না। ব্রাহ্মণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া চারিদক ভ্রমণ পূর্ব্বক "মট্রু মট্রু" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

ঐ শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রাম দ্রুতপদে ব্রাহ্মণের নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে মহাশয় ?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বাবা! আবার আজি আমার সেই মট্রুকে পাইতেছি না, কোথায় গিয়াছে, কেহই দেখে নাই। চারিদিক্ অন্বেষণ করিয়া—এত চীৎকার করিয়া কোন নির্দ্দেশই করিতে পারিতেছি না। সে দিন তোমার কল্যাণে তাহাকে পাইয়াছিলাম, আজি কি উপায় হইবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

রাম কহিল, "অনুমতি হয় ত আমি তাহার অন্বেষণে বাহির হই। কি বলেন আপনি ?"

ব্রাহ্মণ।—বাবা! তোমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হয় না, তুমি বালক, এই রৌদ্রে কোথায়ই বা খুঁজিবে ?

রাম।—সে জন্য চিন্তা নাই। আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। আমি এই গামছা মাথায় দিয়া চলিলাম। আমার জন্য চিন্তা করিবেন না।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া রাম মট্রুর অন্বেষণে বহির্গত হইল। ব্রাহ্মণ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। রাম এইবার প্রথম কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল।

পঞ্চদশ উল্লাস।

রাজার ঘোষণা।

নরপতি শ্বেতকেতু মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মন্ত্রীর গুণ স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় যে ব্যথিত ও কাতর হয় নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু কি করিবেন, অমাত্য-প্রবরের মুখ হইতে যে দুর্নীতিসূচক বাক্য বহির্গত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য।

নরনাথ মন্ত্রীর প্রতি দণ্ডের আদেশ প্রদান পূর্ব্বক রাজ্য-মধ্যে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, যদি আমার অধিকার-মধ্যে কোন স্থানে ছন্দাংশেও কোনরূপ চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি বা প্রবঞ্চনা-প্রতারণা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কোটালের প্রাণদণ্ড হইবে।

এই ঘোষণা বিঘোষিত হইবার পর হইতেই কোটাল ও তদধীনস্থ কর্ম্মচারীরা আহার-নিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক দিবানিশি রাজ্যের শান্তিবিধান করিতেছে। বস্তুতঃ তাহাদের সতর্কতায় এবং রাজার শাসনগুণে রাজ্যমধ্যে কোনরূপ উৎপাত, চৌর্য্য, দস্যুতা বা প্রবঞ্চনার লেশমাত্রও নাই। প্রজাবর্গ সুখে-স্বচ্ছন্দে, নিরাপদে শান্তি-সুখ অনুভব করিয়া একাগ্রমনে

জগদীশ্বরের নিকট রাজার দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা করিতেছে। রাজ্য শান্তিময়, আনন্দময় ও সুখে পরিপূর্ণ। নরপতির এই প্রকার শাসননীতি ও গুণগ্রামের কথা শুনিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য হইতে অনেকানেক প্রজাবর্গ আসিয়া তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে লাগিল। ক্রমে শ্বেতকেতুর অবন্তীনগরী জন-সমৃদ্ধিতে, সুখ-সমৃদ্ধিতে ও শান্তিসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ষোড়শ উল্লাস।

রামের ছাগশিশু অন্বেষণ—চিন্তা।

রাম ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইয়া চারিদিকে সেই ছাগ-শিশুর অন্বেষণ করিতে লাগিল; নগরীর মধ্যে কুত্রাপি দেখিতে না পাইয়া নগরের প্রান্তে নদীতীরবর্ত্তী স্থানে অনুসন্ধান করিল, সে স্থানেও কোন ফল দর্শিল না। তখন নদীতীর-পথ দিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিল। বহুদূর গমনের পর একটি প্রত্যন্ত-পর্ব্বত তাহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। সূর্য্য যেরূপ আপনার রশ্মিতে শোভিত হন, সেইরূপ ঐ পর্ব্বতটি নানাবিধ সমুজ্জ্বল ধাতুরাশিতে সর্ব্বতোভাবে বিরাজমান। ঐ পর্ব্বতে স্থানে স্থানে বিভূতিভূষিতাঙ্গ অনেকানেক সংসার-বিরাগী অশোকবৃক্ষের সুখ-দায়িনী সুশীতল ছায়া আশ্রয় করিয়া ধ্যাননিমগ্ন রহিয়াছেন। কোন স্থানে কেহ তপশ্চরণে নিরত, কোন স্থানে কেহ সুললিত-স্বরে সঙ্গীত দ্বারা বিভুগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, কেহ বা আনন্দ-লহরীতে ভাসমান হইয়া বীণায় ঝঙ্কার প্রদান করিতেছেন। চারিদিকেই তান-মান-লয় ও মূর্চ্ছনাযুক্ত সপ্তস্বরের বিকাশ হইতেছে। সেই পর্ব্বতের কোন প্রদেশ হইতে পাপনাশক, পুণ্য ও কল্যাণপ্রদ সুমধুর বেদধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে। সেই

পর্ব্বতে চন্দন, অশোক, পুন্নগ, শাল, তাল, তমাল এবং বৃহৎ বৃহৎ মেঘাকৃতি বটবৃক্ষ সকল চারিদিকে বিরাজমান। মধ্যে মধ্যে সন্তানক, কল্পবৃক্ষ, রম্ভাপাদপ এবং পুষ্পিত নাগকেশর বৃক্ষ ঐ পর্ব্বতের রমণীয়তা বর্দ্ধন করিতেছে। ঐ পর্ব্বত নানাবিধ ধাতুরাশিতে আকীর্ণ, উহার স্থানে স্থানে অনেক প্রকার অদ্ভুত পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পর্ব্বত সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ দন্তী, সিংহ, শরভ, শার্দ্দূল এবং গোমায়ুগণ যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছে। প্রায় সর্ব্বত্রই হংসকারণ্ডবাদি জলচর পক্ষী দ্বারা উপশোভিত, নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ বাপী, কূপ এবং তড়াগাদি জলাশয় নয়ন-গোচর হয়। উহাদের মধ্যে আবার মনোহর শ্বেত ও রক্তোৎপল সকল পবনহিল্লোলে দোলায়মান। ঐ পর্ব্বতের নানা প্রদেশ হইতে সুবিমল নির্ঝরিণী সকল কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, উহাদের তীরে শাল তাল প্রভৃতি বৃক্ষ সকল শোভমান। স্থানে স্থানে সূর্য্য ও অগ্নিপ্রভ স্ফটিক এবং সুবর্ণকান্তি শিলা সকল রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া চক্ষু ঝলসিত করিতেছে।

মন্ত্রিনন্দন রাম সেই পবিত্র ও মঙ্গলময় গুভগুণশালী পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া সুরম্য কন্দরযুক্ত পবিত্র ও নির্জ্জন নদীতীর আশ্রয় করিল। বহু পথ-পর্য্যটনে, বহু পরিশ্রমে শরীর অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল, নদীতীরে বসিয়া বায়ু সেবন করিতে করিতে সকল শ্রম দূর হইল; কিন্তু ছাগশিশুটিকে না পাইয়া উৎকণ্ঠা ও চিন্তার পরিসীমা রহিল না। স্বভাবের মোহিনী শোভা দর্শনে অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তখন সে উদ্দেশে ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিল, 'হে ভূতভাবন পাপ-নাশন জনার্দ্দন! তুমি সকল ভূতের গতি, তুমি সকলের অ,শ্র-

স্বরূপ ও ঈশ্বর, তোমাকে এবং তোমার পারিষদ্‌বর্গকে নমস্কার করি। তুমি গুণস্বরূপ অথচ গুণাতীত এবং অতি শুদ্ধ অথচ শঙ্খচক্রগদাধারী ; তোমাকে নমস্কার! তুমি সত্যস্বরূপ, সত্যা-শ্রয় ও সত্যময়, মায়ার বিনাশকারী অথচ মায়াময়! তুমি মূর্ত্তিশূন্য হইয়াও মায়াবশে নানাবিধ মূর্ত্তি ধারণ কর, তোমাকে বারংবার নমস্কার করি! জগতে যত প্রকার বস্তু আছে, ইহা তোমারই প্রতিরূপ, তুমি সকলের বিধাতা, জগতের আধার ও ধর্ম্মের ধারণকর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার! তুমি আকাশেরও প্রকাশকারী, স্বয়ং বহ্নিস্বরূপ, তোমা ভিন্ন স্বাহাকার আর কিছুই নহে, তুমি শুদ্ধ ও অব্যক্ত। তুমি ব্যাস, বাসব ও সমুদায় দেবতার স্বরূপ। হে বাসুদেব! হে বহ্নিরূপী বিশ্বময়! তোমাকে বার বার নমস্কার করিতেছি। হে দেব! হুত ও হুতভোগী উভয়ই তুমি। তুমি হরি, বামন ও নৃসিংহ, তোমাকে নমস্কার! হে গোবিন্দ! তুমি গোপাত্মজ, একাক্ষর, সর্ব্বক্ষয়কারী ও হংসরূপী, তোমাকে নমস্কার! তুমি ত্রিতত্ত্ব, তুমি পঞ্চতত্ত্ব, তুমি পঞ্চ-বিংশতিতত্ত্ব এবং তুমি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের আধার। তুমি কৃষ্ণ, কৃষ্ণরূপ, লক্ষ্মীনাথ, পদ্মপলাশাক্ষ ও আনন্দময় ; তোমাকে নমস্কার করি। হে বিশ্বম্ভর! তুমি পাপনাশন, শাশ্বত, অব্যয় ও পরমেশ্বর! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে কেশব! আমি তোমার কমলাসেবিত পাদপদ্মের আরাধনা করি। হে পদ্মনাভ! আমি অতি দীন, তুমি আমার শরণ হও।'

রাম এইরূপে ভগবান্‌কে স্তুতি করিয়া এক বৃক্ষমূলে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। নিদ্রাঘোরে সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, যেন এক জটাজূটধারী বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ মহাপুরুষ আসিয়া তাহাকে

বলিতেছে, 'বৎস ! ঈশ্বরে ভক্তি থাকিলে তাহার সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হয়। ভক্তেরা যদি সৎকার্য্য সিদ্ধ্যর্থ উদ্যোগী হইয়া ভ্রমপ্রমাদে বা দৈবনিবন্ধন কোন গর্হিতাচরণ করে, তথাপি তাহাদিগের সেই পাপ ভক্তিবলে বিদূরিত হইয়া যায়। তুমি পিতার কারামোচনের জন্য দেহপাত করিতেছ, সুতরাং পিতৃ-উদ্ধারার্থ যে কোন কৌশল বা প্রতারণা অবলম্বন করিবে, তাহাতে তোমার কিছুমাত্র পাপস্পর্শ হইবে না। যে ব্যক্তি ঈশ্বরপ্রেমে প্রেমিক হয়, তাহার পাপস্পর্শের সম্ভাবনা কোথায় ? যেমন জলের স্পর্শ ও পান এবং তদ্দ্বারা স্নান করিয়া মুনিগণ বাহ্য ও অভ্যন্তর ক্ষালিত করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং সমুদায় চরাচর পবিত্র, শান্ত, মৃদু, নির্ম্মল ও শীতল হয়, সেইরূপ প্রেমিক ব্যক্তিও শান্ত ও সুখী হইয়া থাকে। যেরূপ অগ্নির সঙ্গে কাঞ্চন মলভার পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মনুষ্য সাধুসঙ্গে পাপ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সত্যরূপ বহ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত পুণ্যতেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত ও জ্ঞান দ্বারা নির্ম্মল হয়, তাহাকে পাপিষ্ঠ মনুষ্যেরা স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব তুমি সাধু সঙ্গে বাস করিতে যত্নবান্ হও। তুমি যে কার্য্য-সংসাধনের জন্য উদ্যম করিয়াছ, যেরূপে পার, তাহা সিদ্ধ করিয়া সর্ব্বদা সাধু-সঙ্গে কালহরণ করিবে, তাহা হইলে আর তোমার কিছুমাত্র পাপের আশঙ্কা থাকিবে না।' এই বলিয়াই সেই মহাপুরুষ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে রামেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল।

রাম ব্যস্তসমস্তভাবে গাত্রোত্থান করিয়া একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তৎপরে চক্ষুমার্জ্জন করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা-

নিমগ্ন থাকিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে কর্ত্তব্যাবধারণ করত তথা হইতে গাত্রোত্থান করিল এবং পুনর্ব্বার অন্যদিকে ছাগশিশুর সন্ধানে চলিল।

দেখিতে দেখিতে দিবা অবসানপ্রায়, দিনমণি অস্তাচলগমনে সমুদ্যত হইলেন, তাঁহার বর্ণ লোহিতাভা ধারণ করিল। সমস্ত দিন পর্য্যটন করিয়াও শ্যাম ছাগশিশুর সন্ধান পাইল না। তাহার বদন মলিন ও দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল।
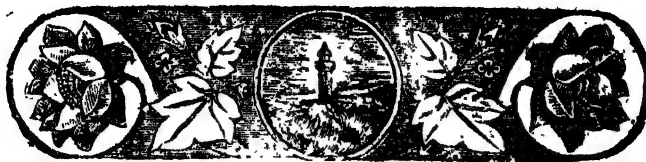
সপ্তদশ উল্লাস।

ছাগ-চুরি।

ছাগশিশু না পাইয়া রামের মন ক্রমশই অবসন্ন হইয়া পড়িল; তথাপি ধৈর্য্যডোরে হৃদয় বাঁধিয়া আবার অন্বেষণ করিতে লাগিল। পর্ব্বতপ্রদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, যে পথে পর্ব্বতে গিয়াছিল, পুনরায় সেই পথেই নগরের দিকে চলিল। সৌভাগ্যবশে জগৎপাতার প্রসাদে এইবার তাহার মনোরথ সুসিদ্ধ হইল; দেখিল, অদূরে একটি গুল্মান্তরালে ছাগশিশুটি শয়ন করিয়া রহিয়াছে। দর্শনমাত্র রামের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে গমন পূর্ব্বক ছাগশিশুটিকে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া হাসিতে হাসিতে গমন করিতে লাগিল।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। রাখালেরা মাঠ হইতে ধেনুগণকে সঙ্গে লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। পক্ষিকুল কল কল রবে আপন আপন কুলায় অন্বেষণ করিয়া শাবকদিগের জন্য চঞ্চুতে আহারীয় লইয়া উপস্থিত হইতেছে। দিনমণি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া গলদ্ঘর্ম্ম-কলেবরে লোহিত-মূর্ত্তিতে অস্তগিরির চূড়ায় আশ্রয়-গ্রহণে সমুদ্যত হইয়াছেন।

পদ্মিনী সতী প্রাণনাথকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া বিষাদভরে মলিন-ভাব ধারণ করিতেছে। দিনযামিনীর সন্ধিকাল সমাগত।

রাম পূর্ব্বেই আপনার কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। এখন অবসর বুঝিয়া, কার্য্যসিদ্ধির সুযোগ দেখিয়া, ছাগশিশুটি ক্রোড়ে লইয়া ধীরে ধীরে একটি পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইল। ঐ পুষ্করিণীটি 'তালপুকুর' নামে প্রসিদ্ধ। পুষ্করিণীর চারি পার্শ্বে অসংখ্য তালবৃক্ষ; বোধ হয়, সেই কারণেই উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। ঐ পুষ্করিণীর জলে কেহ স্নান বা তজ্জল পান করে না; কতকগুলি রজক উহাতে বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া থাকে। সন্ধ্যাকালে তথায় লোক-সমাগম বিরল—বিরল কেন, লোকের যাতায়াত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রাম ধীরে ধীরে সেই পুষ্করিণীর ধারে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সারি সারি অনেকগুলি রজকের 'পাট' পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ সকল 'পাটে' রজকেরা দিবাভাগে বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া থাকে। তদ্দর্শনে রাম একবার এদিক্-ওদিক্ চতুর্দ্দিক্ নেত্র-গোচর করিল; দেখিল, জনপ্রাণীর অস্তিত্ব তথায় নাই। তদ্দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া ছাগশিশুটিকে সেই 'পাটের' উপর নিক্ষেপ করত তাহার প্রাণ সংহার করিল। পরে দেখিল, তথায় কতকগুলি শুষ্ক নারিকেল-পত্র ও দুই চারিটা হাঁড়িও পড়িয়া রহিয়াছে। তখন সে নারিকেল-পত্র দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া সেই হাড়ির সাহায্যে ছাগমাংস রন্ধন ও সাধ্যমত ভক্ষণ করিল। যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহা একটি হাঁড়িতে পূর্ণ করিয়া একটা পাটের নীচে প্রোথিত করিয়া রাখিল। এইরূপে কার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

অষ্টাদশ উল্লাস।

দেবসেবকের চিন্তা ও আরাধনা।

এ দিকে দেবসেবক ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া এবং রামের উপস্থিতির বিলম্ব দর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া একবার বহির্দ্দেশে ও একবার মন্দিরমধ্যে মুহুর্ম্মুহুঃ যাতায়াত করিতেছেন, আর পথের দিকে উর্দ্ধমুখ হইয়া দেখিতেছেন। ইত্যবসরে দেখিলেন, অনতিদূরে রাম বিষন্নবদনে অধোমুখে ধীরে ধীরে আগমন করিতেছে। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়াই ব্রাহ্মণের হৃদয় অবসন্ন হইল, মুখ ম্লান হইয়া পড়িল। রাম নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র তিনি অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! কি হইল সমস্ত দিন অনুপস্থিত, তাহার পর একাকী আসিয়াছ, ছাগ-শাবকটি কি দেখিতে পাও নাই?"

মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে অধোবদনে ক্ষীণকণ্ঠে রাম নিবেদন করিল, "না ঠাকুর! তন্ন তন্ন করিয়া সকল স্থান অনুসন্ধান করিয়াছি, নগরী দূরে থাকুক, নগরী হইতে বহু দূরবর্ত্তী পর্ব্বত, বন, প্রান্তর—কোন স্থানে অন্বেষণ করিতে ত্রুটি করি নাই, কিন্তু কুত্রাপি তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয়, আর ইহজন্মে তাহার দর্শন পাওয়া যাইবে না। হয় কেহ

চুরি করিয়া দূর-স্থানে লইয়া গিয়াছে, না হয় ত কোন হিংস্রজন্তু তাহাকে আত্মসাৎ করিয়াছে সন্দেহ নাই।"

রামের কথা শ্রবণমাত্র ব্রাহ্মণ মস্তকে হস্ত দিয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন। 'হায় হায়! দেবতার উদ্দেশে যাহাকে রাখা গিয়াছিল, সেই জীব অপহৃত হইল!' এই বলিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

তখন রাম কহিল, 'মহাশয়! বৃথা বিলাপে আর প্রয়োজন কি? তস্করে যাহাকে অপহরণ করিয়াছে, অথবা যে কোন হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে, তাহার জন্য বিলাপ করিয়া কি হইবে? আর ত তাহাকে ফিরিয়া পাইবেন না।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বাবা! যাহা বলিলে, তাহা সত্য, কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, পাছে বাবা পঞ্চাননের কোপে পড়িতে হয়, এই ভয়েই আমার প্রাণ শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে।"

রাম কহিল, "মহাশয়! ইহাতে আবার দেবতার ক্রোধ হইবে কেন? আপনার ত কোন অপরাধ হয় নাই। বরং যে হরণ করিয়াছে, দেবতা তাহার প্রতিই কুপিত হইতে পারেন। আর যদি কোন হিংস্রজন্তু ভক্ষণ করিয়া থাকে, তবে দেবতাই বা কি করিবেন?"

ব্রাহ্মণ।—বাবা! তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, তুমি বালক। পঞ্চানন সাধারণ দেবতা নহেন, উঁহার কোপে পড়িলে ত্রিভুবনে আর কেহই উদ্ধারকর্ত্তা নাই। বিশেষ, আমি ছাগশাবকের রক্ষক, আমার অসাবধানতায় সেটি অপহৃত হইল; সুতরাং আমাকেই অপরাধী হইতে হইবে। দেখ, শাস্ত্রে লিখিত আছে, গোবধ হইলে গোপালককে তজ্জন্য পাতকী হইতে হয়,

গোপালকই প্রায়শ্চিত্তবিধান করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ইহাও সেইরূপ। আমার নিকট দেবস্ব গচ্ছিত ছিল, রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমারই উপর অর্পিত ; কাজেই আমাকে এতজ্জন্য পাতকী হইতে হইবে।

রাম জিজ্ঞাসা করিল, "তবে এখন কি কর্ত্তব্য স্থির করিতেছেন ?"

"কর্ত্তব্য আমার মাথা আর মুণ্ডু !"—পরিতাপের সহিত মাথা চাপড়াইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, "কর্ত্তব্য আমার মাথা আর মুণ্ডু ! ভাবিয়া ত কিছুই কূল দেখিতেছি না। যাহা হউক, অদ্য নিশাভাগে বাবার নিকট হত্যা দিব, দেখি, তাঁহার কি আদেশ হয়।"

রাম কহিল, "আপনি বিজ্ঞ, বহুদর্শী, আপনার বিবেচনায় যাহা ভাল হয়, তাহাই করিবেন।"

এইরূপ কথোপকথনের পর ব্রাহ্মণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। রামও আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিল।

ঊনবিংশ উল্লাস।

ব্রাহ্মণের দেবসম্মুখে আরাধনা (হত্যাদেশ)।

সন্ধ্যাকালে যথানিয়মে দেবদেব পঞ্চাননের আরাত্রিক ও ভোগ সম্পাদিত হইল। ব্রাহ্মণের মুখে আর হাস্য নাই, আনন্দ-চিহ্ন নাই, বাক্য পর্য্যন্ত নাই। তিনি সে দিন কাহারও সহিত আর কোন বিষয়ে কথোপকথন করিলেন না, সে রাত্রে কিছুমাত্র আহারও করিলেন না। কিঞ্চিন্মাত্র দেবদেবের চরণামৃত পান করিয়া একমনে গললগ্নীকৃতবাসে দেবসম্মুখে ভূশয্যায় শয়ন করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "প্রভো! পঞ্চানন! লোকে তোমাকে আশুতোষ বলিয়া সম্বোধন করে; আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তোমার উদ্দেশে রক্ষিত বলিস্বরূপ ছাগশিশুটি আমার অনবধানতাদোষে অপহৃত হইয়াছে; আমার অপরাধ ক্ষমা কর! কে সেই ছাগশিশু হরণ করিয়াছে, বলিয়া দাও; আমি সেটিকে পুনরানয়নের চেষ্টা করি। যদি কেহ তাহাকে হত্যা করিয়া থাকে, জানাইয়া দাও, রাজদণ্ডে তাহার দণ্ডবিধান করি। প্রভো! তুমি অন্তর্যামী, তুমি সকলই জানিতে পারিতেছ, সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছ, ত্রিলোকে তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই, অতএব কৃপা করিয়া আমার প্রার্থনা পরিপূর্ণ কর। হে অন্ত-

স্বামিন্ ! তুমি আমার প্রতি কৃপা না করিলে আমাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে ; তুমিই ব্রহ্মবধের ভাগী হইবে।”

ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রার্থনা করিয়া করপুটে কেবল দেবদেবের চরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার তন্দ্রাকর্ষণ হইল ; তিনি ক্রমে নিদ্রাদেবীর অঙ্কে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ব্রাহ্মণ পরম শৈব, শিবের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ; সুতরাং ভক্তের অনুগত ভগবান্ পঞ্চানন তাঁহার কাতরতা দর্শনে যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইলেন ; কিন্তু ছাগশাবকটি কোথায় গিয়াছে, কে হরণ করিল, কিছুই জানিতে পারিলেন না।

ভোলা মহেশ্বরের এই দশা চিরপ্রসিদ্ধ। তিনি ভক্তিডোরে বাঁধা। যে তাঁহাকে ভক্তিতে একবার বাঁধিতে পারে, তাহার নিকটেই তিনি আত্মবিক্রয় করেন। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাহাকেই তিনি বরদানে অভিমুখীন হন। কিংবদন্তী আছে, পূর্ব্বকালে কোন অসুর কঠোর তপস্যা দ্বারা তাঁহার তুষ্টিসাধন করিয়াছিল। ভগবান্ তাহার তপোদর্শনে প্রসন্ন হইয়া তৎসকাশে প্রাদুর্ভূত হন এবং বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তখন সেই দুর্দ্দান্ত কূটচক্রী অসুর বর প্রার্থনা করিল, ‘ভগবন্ ! আমি যাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিব, সে যেন তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়।’ দেবদেব কোন বিচার না করিয়া তদ্দণ্ডেই ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাহাকে বর দান করিলেন এবং কহিলেন, ‘অসুররাজ ! তোমাকে তোমার প্রার্থিত বর প্রদান করিলাম, এখন হইতে তুমি সর্ব্বদা আপনার মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখিও। কারণ, অনাবৃতমুখে কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু

ঘটিবে।' অসুর 'যে আজ্ঞা' ব'লয়া স্থূল-বসনে বদনাবরণ করত গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল। পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদ সমুপস্থিত। নারদ পরমভাগবত, অন্তর্যামী, তাঁহার কিছুই অবিদিত নাই, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালীয় ঘটনা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। তিনি সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া দৈত্যরাজের সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দৈত্যবর! এ ভাবে কোথায় চলিয়াছ? তোমার মুখে এঃ প বস্ত্রাবরণ কেন?' তখন অসুর স্বকীয় তপস্যা হইতে মহাদেবর নিকট বরপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করলে দেবর্ষি হাস্য করিয়া তাহাকে কহিলেন, 'অসুররাজ! তুমি অতি নির্ব্বোধ; তোমার কি বুদ্ধি-লোপ হইয়াছে?"

অসুর কহিল, 'কেন দেবর্ষে! আমার বুদ্ধি-লোপের কি চিহ্ন দেখিলেন?'

নারদ কহিলেন, 'অসুরশ্রেষ্ঠ! মহাদেব উন্মত্ত, সতত মাদক-দ্রব্য সেবনে বুদ্ধির স্থিরতা রাখিতে সক্ষম নহেন। কাহাকে কি বলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তোমাকে বৃথা ছলনা-বাক্যে প্রতারিত করিয়াছেন। যদি সত্য সত্যই তোমাকে বর দিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সেই বাক্য সত্য কি মিথ্যা, তাহার পরীক্ষা না করিয়াই তুমি মুখে আবরণ দিয়া এত কষ্টে চলিয়া যাইতেছ। এইজন্যই বলিতেছি, তুমি নির্ব্বোধ, তোমার বুদ্ধি-লোপ হইয়াছে। যদি আমার কথায় তোমার আস্থা হয়, তাহা হইলে শীঘ্র এই বর পরীক্ষা করিয়া লও।'

তখন অসুররাজ যেন লব্ধসংজ্ঞ হইল; বলিল, "দেবর্ষে! ঠিক বলিয়াছেন, এখন কি করিলে ভাল হয়, উপদেশ করুন।"

দেবর্ষি কহিলেন, "আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি দ্রুতপদে গিয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হও ;—বল যে, যদি বর দিলেন, তবে ইহার পরীক্ষা দ্বারা সত্যাসত্য দেখাইয়া দিউন। আপনি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হউন, আমি আপনার বদন নিরীক্ষণ করি। যদি মহাদেব তাহাতে স্বীকৃত হন এবং তাহার মুখ-প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেই তুমি পরীক্ষার ফলাফল প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।"

নারদের এই কথা শুনিয়া অসুর পরম প্রফুল্ল হইল এবং দেবর্ষিকে প্রণাম পূর্ব্বক মহাদেবের উদ্দেশে প্রধাবিত হইল। মহাদেব উহাকে বর দান করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে-ছিলেন, অসুর ঊর্দ্ধশ্বাসে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল, 'ঠাকুর! তুমি আমাকে বর দিলে বটে, কিন্তু আমার হৃদয় ইহাতে বিশ্বস্ত হইতেছে না। তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমার মুখ দর্শন করিব। যদি প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাই, তাহা হইলে জানিব যে, তোমার দত্ত বর সত্য।'

এই কথা শ্রবণমাত্র মহাদেব ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন! তাঁহার অজিনাম্বর কটি হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল, হস্তের অক্ষবলয় গলিত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইল, স্বেদজলে অঙ্গ আপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে একেবারে ব্রহ্মধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া ব্রহ্মা বৃত্তান্ত কি, জিজ্ঞাসা করিলে মহেশ্বর আনুপূর্ব্বিক সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। এ দিকে অসুররাজও দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা দেখিলেন, মহা সঙ্কট উপস্থিত। এই দুরাচার বদনাবরণ উন্মোচন করিয়া যাহার

মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, তাহারই আসন্নমৃত্যু ঘটিবে। এই ভাবিয়া ব্রহ্মা মহেশ্বরকে সমভিব্যাহারে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বৈকুণ্ঠধামের উদ্দেশে প্রধাবিত হইলেন। অসুরও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইল।

এ দিকে ভগবান্ বৈকুণ্ঠস্বামী দূর হইতে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে দ্রুতপদে আসিতে দেখিয়া মুহূর্ত্তমাত্র নেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক ধ্যানযোগে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্যাবধারণ পূর্ব্বক সহাস্যবদনে দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মা ও রুদ্র উভয়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া 'পরিত্রাহি' বলিয়া তদীয় শরণ গ্রহণ করিলে তিনিও অভয় প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে অসুররাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। অমনি সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ জনার্দ্দন তাহার মুখের সম্মুখে একখানি দর্পণ ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, 'অসুররাজ! তুমি যে জন্য সন্দিহান হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি। তুমি শিবদত্ত বরের সত্যাসত্য পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ; ভাল, পরীক্ষা কর, বদনাবরণ উন্মোচন কর।'

এই কথা শ্রবণমাত্র অসুররাজ বদনাবরণ উন্মোচন করিয়া সম্মুখস্থ দর্পণে যেমন আপনার মুখপ্রতিবিম্ব নেত্রগোচর করিল, অমনই তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল।

রামকে বর দিয়াও পঞ্চাননের সেই দশা ঘটিয়াছে। তিনি বর দিয়াছেন, 'তুমি চুরি করিলে কেহ জানিতে পারিবে না, এমন কি, আমিও তাহা জানিতে সমর্থ হইব না।' সুতরাং

ছাগশিশুটি কে হরণ করিয়াছে, তাহা জানিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ অনাহারে শয়ান রহিয়াছেন, তাঁহাকে কি বলিলেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আশ্বাসবাক্যে কহিলেন, 'তুমি গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্ববৎ যথানিয়মে আমার পূজাদি কর, উপবাসী থাকিও না, তোমার কোন চিন্তা নাই। ছাগশিশু পাইবে, সে আপনি আসিবে।"

স্বপ্নযোগে দেবদেবের এই আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন।
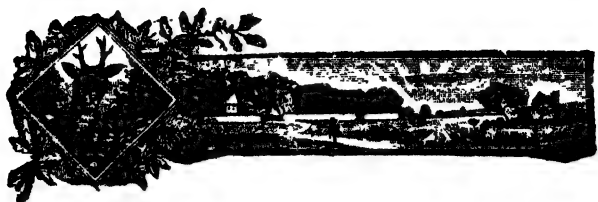
বিংশ উল্লাস।

চোরের মন অশুদ্ধ।

চৌর্য্যবৃত্তি করিলে সদাই সশঙ্ক থাকিতে হয়; মন কিছুতেই স্থির হয় না। দূরে কাহাকেও দেখিলে সে মনে করে, ঐ ব্যক্তি হয় ত আমারই অনুসন্ধানে আসিতেছে। যদি কোন স্থানে দুই জনকে পরামর্শ করিতে দেখে, চোরের মনে তখনই সন্দেহ হয়, ঐ বুঝি উহারা আমার বিষয় জানিতে পারিয়াছে, আমারই বিষয়ে পরামর্শ কবিতেছে। বস্তুতঃ, শান্তি চোরের হৃদয়ে নিমেষের জন্যও স্থান প্রাপ্ত হয় না। সন্দেহানলের দারুণ যাতনা তাহাকে অনুক্ষণ দগ্ধবিদগ্ধ করিতে থাকে।

রামও আজি সেই অনলে ভস্মীভূত হইতেছে। সমস্ত রাত্রি তিলার্দ্ধের জন্যও সে চক্ষু মুদিত করিতে পারে নাই। অহর্নিশি ভাবনা—ব্রাহ্মণ ঠাকুরের নিকট হত্যা দিয়াছেন, না জানি, কল্য আমার ভাগ্যে কি ঘটিবে! হয় ত ভগবান্ পঞ্চানন আমার চৌর্য্যবৃত্তির বিষয় প্রকাশ করিয়া দিবেন। তাহা হইলেই ত আমার জীবনান্ত ঘটিবে। ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই আমাকে রাজ-বিচারে সমর্পণ করিবেন। রাজা ঘোষণা দিয়াছেন, যে ব্যক্তি চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী হইবে, প্রাণদণ্ডই তাহার ব্যবস্থা। হায়! আমার সকল আশা—সকল অভিসন্ধির বুঝি এই পর্য্যবসান!

ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া রাম পুনরায় ভাবিতে লাগিল, "না, তাহা কখনই হইবে না। দেবদেব যখন স্বয়ং বর দিয়াছেন, তখন তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। দেবতার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না। আমারই বুদ্ধির ভুল। আমি অকারণে সন্দিহান হইয়া তাঁহার নিকট অপরাধী হইলাম। প্রভো! আমি অবোধ, অজ্ঞান, তোমার বাক্যে সন্দিহান হইয়া অপরাধী হইলাম, অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করিও।"

প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রাম এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে দেবসেবক ব্রাহ্মণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রামকে বিমর্ষ ও চিন্তাকুল দেখিয়া কহিলেন, "বৎস! এরূপ বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? শরীর ত অসুস্থ বোধ হয় নাই?"

রাম কহিল, "আপনার চরণাশীর্ব্বাদে এ দাসের অসুস্থ হইবার আশঙ্কা কোথায়? তবে ছাগশাবকটি না পাওয়ায় মনটা কিছু উৎকণ্ঠিত আছে, তাই সেই বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আর সে বিষয়ে চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই।"

রাম সসম্ভ্রমে বলিয়া উঠিল, "কেন ঠাকুর! তবে কি ভগবান্ তাহার সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বিশেষ কিছু সন্ধান বলেন নাই, তবে এইমাত্র বলিয়াছেন, সে জন্য চিন্তা করিতে হইবে না, ছাগশিশু আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইবে।"

মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া মনে মনেই রাম কহিল, "যাচিলাম,

এতক্ষণে প্রাণ শীতল হইল। ওঃ! মস্তক হইতে যেন শত মণ ভার নামিয়া গেল। আর ভয় নাই। দেবতাও আমার বিষয় কিছু জানিতে পারেন নাই। আর কি ভয়? এইবার আমার অভীষ্ট সিদ্ধির পথ নিষ্কণ্টক!

একবিংশ উল্লাস।

আশায় নিরাশা।

আশা বৈতরণী নদী। আশাতেই লোক জীবিত থাকে। আশার প্ররোচনায় জীব সকল কার্য্যে উদ্যম প্রকাশ করে। দেবসেবক ব্রাহ্মণও ভগবান্ পঞ্চাননের বাক্যে আশার আশ্বাসে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু ছাগশিশু ত আসিল না। তাঁহার মন আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যে আশা ধরিয়া আশ্বাসে ছিলেন, সে আশায় নিরাশ হইলেন। তখন অগত্যা রাত্রিকালে আবার পূর্ব্বদিনের ন্যায় অনাহারে দেবসম্মুখে ভূশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। আবার গললগ্নীকৃতবাসে করপুটে বলিতে লাগিলেন, "ভগবন! আপনি আশ্বাস দিয়াছিলেন, ছাগশিশু আপনিই আসিবে; কিন্তু আসিল না। আপনার বাক্য ব্যর্থ হইবে, ইহাও ত বিচিত্র! তবে ইহার নিগূঢ় কারণ কি? চিন্তায় চিন্তায় আমার দেহ ও মন অবসন্ন হইতেছে, আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনার উদ্দেশে বলিদানের জন্য যে ছাগশাবক রাখিয়াছিলাম, তাহা অপহৃত হওয়াতে আমিই অপরাধী হইয়াছি। প্রভো! আমার এ অপরাধের কি মার্জ্জনা আছে? আপনি বলিয়াছেন,

সে আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইবে ; কিন্তু তাহা ত আসিল না। এখন আপনার নিকট প্রার্থনা, যদি সে ছাগশিশুর সন্ধান বলিয়া না দেন, তাহা হইলে আমি প্রায়োপবেশনে জীবন ত্যাগ করিব।"

ভগবান্ পঞ্চানন মহাসঙ্কটে পড়িলেন। এ দিকে ছাগের সন্ধান ত কোন মতেই প্রাপ্ত হন না, ও দিকে ভক্ত ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করে। ভক্তের প্রাণত্যাগ হইলে ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবশেষে ব্রাহ্মণকে পূর্ব্ববৎ স্বপ্নযোগে বলিলেন, "তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন কর, সপ্তাহের মধ্যে ছাগশাবকের সন্ধান পাইবে।"

মহাদেবের কথায় ব্রাহ্মণ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্ত স্থির হইল না। ভগবান্ অন্তর্যামী, তিনি ত্রিকাল প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন ; তবে তিনি ছাগের সন্ধান বলেন না কেন? কেনই বা প্রত্যহ কেবল আশ্বাস-বাক্যে ধৈর্য্যধারণ করিতে বলেন? ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার মধ্যে কি নিগূঢ় রহস্য আছে, কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। এই দুর্ভাবনায় ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন. চিন্তায় চিন্তায় দিন দিন তাঁহার শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হইতে লাগিল। মনে মনে তিনি স্থির করিলেন, আশায় নিরাশা!

দ্বাবিংশ উল্লাস।

নগরে হুলস্থূল।

পাঁঠা চুরি—দেবতার পাঁঠা—রাজপ্রতিষ্ঠিত দেবতা; আবার যে সে দেবতা নয়, "বাবা পঞ্চানন্দ।" পঞ্চাননের পাঁঠা হজম করে, এমন বাহাদুর কে? জনরবে জনরবে এই কথা নগরময় বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ক্রমে রাজার কর্ণে প্রবেশ করিল। রাজা রোষে অন্ধপ্রায় হইলেন। আরক্তনয়নে তিনি কোটালকে আহ্বান করিলেন। করযোড়ে কম্পিতকলেবরে কোটাল নৃপতির পুরোভাগে সমুপস্থিত।

জলদগম্ভীরস্বরে সম্বোধন করিয়া রাজা তাহাকে কহিলেন, "কোটাল! আমার রাজ্যমধ্যে কি ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা স্মরণ আছে?"

কোটাল।—হুজুর, আছে।

রাজা।—কি ঘোষণা হইয়াছিল?

কোটাল।—রাজ্যমধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি ঘটিলে তৎক্ষণাৎ তস্করকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে, গ্রেপ্তার করিতে না পারিলে আমাদিগকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে?

রাজা।—তবে চুরি হইল কেন ?

কোটাল।—চুরি যে ঠিক, তাহাই বা কি প্রকারে বলি হুজুর ?

রাজা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্তনয়নে বলিয়া উঠিলেন. "আমার দেবমন্দির হইতে ছাগচুরি হইল, আবার তুমি বলিতেছ. চুরি কি প্রকারে বলা যায় ?

কোটাল।—ধর্ম্মাবতার! পশুজাতি, হয় ত কোন্ দিকে চলিয়া গিয়াছে, পথ চিনিয়া আসিতে পারে নাই, হয় ত এক দিন আসিয়া উপস্থিত হইবে। আর হিংস্র জন্তুতে ভক্ষণ করিবারও সম্ভব ?

রাজা।—ভাল, স্বীকার করিলাম, কোন দিকে চলিয়া গিয়াছে। রাজ্যের চারিধারে পরিখা, পরিখা পার হইয়া যাইতে পারে, এমন শক্তি ছাগশিশুর নাই। যদি কোথাও পথ ভুলিয়া গিয়া থাকে, এক স্থানে যেখানেই হউক, অবশ্যই আছে। তাহাকে অন্বেষণ করিয়া বাহির কর। আর যদি কোন হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকে, অবশ্য চর্ম্ম, খুর ইত্যাদি কোন কোন অংশ পতিত থাকিবেই থাকিবে ; তাহাও অনুসন্ধান কর। এক সপ্তাহমধ্যে অনুসন্ধান করিতে না পারিলে তোমাদিগকে বিশেষ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।

'যে হুকুম মহারাজ' বলিয়া কোটাল সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত প্রস্থান করিল।
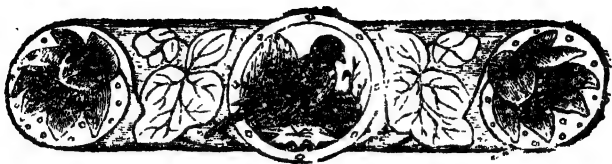
ত্রয়োবিংশ উল্লাস।

বিষ্ণুর সহিত পঞ্চাননের পরামর্শ।

দেখিতে দেখিতে নির্দ্দিষ্ট সময় অতীতপ্রায় হইল। ভগবান রুদ্রমূর্ত্তি পঞ্চানন মহাসঙ্কটে পড়িলেন। ছাগশাবকের সন্ধান বলিয়া দিতে না পারিলে ব্রাহ্মণ প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিবে। ভক্তের প্রাণবিয়োগ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুর প্রাণে কদাচ সহ্য হইবে না। কি উপায় করা যায়, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া পঞ্চানন বিষ্ণুধামে সমুপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ভগবান্ পদ্মনাভ সুখাসনে সমাসীন হইয়া বামপার্শ্বোপবিষ্টা কমলার সহিত মধুরালাপে নিরত রহিয়াছেন।

প্রভু পঞ্চাননকে নেত্রগোচর করিবামাত্র কমলাপতি আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সাদরে আলিঙ্গন করিয়া আপনার অর্দ্ধাসনে উপবেশন করাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "সহসা ক্লেশ স্বীকার করিয়া এখানে আগমনের প্রয়োজন কি?"

পঞ্চানন কহিলেন, "বৈকুণ্ঠনাথ! বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। তুমি ত জান, অবন্তীরাজ আমার পরম ভক্ত। তাঁহার রাজ্যের মঙ্গলার্থ আমি ভক্তিডোরে সেখানে আবদ্ধ

আছি। আমার মন্দির হইতে একটি ছাগশিশু অপহৃত হইয়াছে; কুত্রাপি তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। কেহ অপহরণ করিয়াছে কি হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। যে ভক্ত প্রত্যহ আমার পূজা করে, ছাগশিশুটির জন্য সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। আমার উদ্দেশে বলি দিবার জন্যই পশুটি রক্ষিত হইয়াছিল। যদি পশুটি প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিবে সঙ্কল্প করিয়াছে; তাহা হইলেই আমাকে ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে। এখন উপায় কি, স্থির করিতে না পারিয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি।"

পঞ্চাননের মুখে এই কথা শুনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া বলিলেন,—"সে কি! তুমি যোগিগণের আচার্য্য, তোমার ন্যায় মহাযোগী ত্রিভুবনে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না, তুমি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্ত্তা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার রোমকূপে বিদ্যমান, তুমি ছাগশিশুর সন্ধান পাইলে না? ভাল, আমার শক্তিতে যাহা পারি, দেখিতেছি।"

কমলাপতি এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ নেত্র মুদিত করিলেন. অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, ছাগশিশু কুত্রাপি নাই! কমলাপতির বদন পরিশুষ্ক হইল, নয়নোন্মীলন করিয়া মলিনবদনে পঞ্চাননের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি কহিলেন, "রুদ্রদেব! ব্যাপার কি? বিস্ময়ে আমি বিহ্বল-প্রায় হইয়াছি। ত্রিভুবনতলে যদি কোন হিংস্রজন্তু ছাগটিকে ভক্ষণ করিত, আমার দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইতে পারিত না; যদি কেহ হরণ করিত, তাহা হইলেও প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম,

তবে এ কি ! এ কি কোন আসুরীমায়া ? অথবা আমরাই তেজোহীন, শক্তিহীন ও প্রভাবহীন হইলাম !"

হর হরি উভয়েই বিষণ্নবদনে অধোদৃষ্টিতে চিন্তা-নিমগ্ন। পঞ্চানন যৎকালে রামকে বর প্রদান করেন, তখন বলিয়াছিলেন, তুমি চুরি করিলে পৃথিবীস্থ কোন ব্যক্তি তাহা জানিতে পারিবে না ; আর আমি যে তোমাকে এই বর প্রদান করিলাম, ইহা আমার স্মরণপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে। যখন তুমি অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া চুরিবিদ্যা পরিত্যাগ করিবে, তৎকালে আর এই বিদ্যা তোমাতে ফলবতী হইবে না। এই কারণেই রামের কথা পঞ্চানন একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, তবে যে কমলাপতি কেন জানিতে পারিলেন না, তাহার অবশ্য বিশেষ কারণ আছে।

ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনে থাকিয়া বৈকুণ্ঠনাথ পুনরায় কহিলেন, "ভাল রুদ্রদেব ! এক কার্য্য করা যাউক, সূর্য্যদেবকে আহ্বান কর। তিনি সমস্ত দিন জগতীতলে তাপদান করেন, অবশ্য ছাগশিশুটি তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইবার সম্ভব।"

এই কথাই ধার্য্য থাকিল। তৎক্ষণাৎ সূর্য্যদেবের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল।

চতুর্ব্বিংশ উল্লাস।

সূর্য্যদেবের সাক্ষ্য।

বিধিবিহিত নিয়মে সূর্য্যদেবকে দিবাভাগে পাহারা দিতে হয়, অবকাশ নাই, সুতরাং রাত্রিকালে তিনি বৈকুণ্ঠধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পঞ্চানন পূর্ব্ব হইতে আসিয়া তথায় বসিয়া আছেন।

বৈকুণ্ঠনাথকে সম্বোধন করিয়া মধুরবাক্যে দিনপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর! আমার প্রতি কি অনুমতি হয়? আমাকে কি কারণে আহ্বান করিয়াছেন?"

বিষ্ণু।—আপনি অবন্তীনাথকে জানেন?

সূর্য্য।—বিলক্ষণ জানি। তিনি পরমধার্ম্মিক ও ভগবদ্ভক্ত।

বিষ্ণু।—তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির আছে, দেখিয়াছেন?

সূর্য্য।—প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করি। এই প্রভু পঞ্চানন তাঁহার ভক্তিডোরে বদ্ধ হইয়া তথায় নিবসতি করেন।

বিষ্ণু।—পঞ্চাননের উদ্দেশে একটি ছাগশিশু বলি দিবার জন্য রক্ষিত ছিল, তাহা দেখিয়াছেন কি?

সূর্য্য ।—দেখিয়াছিলাম ।

বিষ্ণু ।—গত শুক্রবার সেটিকে দেখিয়াছিলেন ?

সূর্য্য ।—দেখিয়াছিলাম ।

বিষ্ণু ।—কতক্ষণ দেখিয়াছিলেন ?

সূর্য্য ।—উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত তাহাকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি ।

বিষ্ণু ।—তাহার পর ?

সূর্য্য ।—তাহার পর আমার বদলী হয়, চন্দ্রদেব আসেন ; সুতরাং তৎপরের ঘটনা তিনি বলিতে পারেন ।

বিষ্ণু ।—এ কথা ঠিক । এই জন্যই আপনাকে আহ্বান করা হইয়াছিল । যাহা হউক, আপনি এখন বিদায় হইতে পারেন ।

দিনমণি নতশিরে গোবিন্দকে প্রণতিপুরঃসর মিষ্টসম্ভাষণ করিয়া নিজধামে প্রতিপ্রস্থিত হইলেন !

—

পঞ্চবিংশ উল্লাস।

চন্দ্রদেবের এজেহার।

সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিয়াও কোন ফল হইল না। তখন হর হরি উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, সমস্ত দিন সূর্য্যদেব যখন ছাগশিশুটিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই রাত্রিযোগে সেটি অপহৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব চন্দ্রদেবের নিকট অবশ্য ইহার তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এই স্থির করিয়া তাঁহারা উভয়ে চন্দ্রদেবের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তিনিও প্রতিসংবাদে বিজ্ঞাপিত করিলেন, পরদিন দিবাভাগে সমুপস্থিত হইবেন। কারণ, রাত্রি-কাল তাঁহার নিয়মিত পাহারা দিবার সময়।

যামিনী প্রভাতা হইল। সূর্য্যদেব আসিয়া চন্দ্রমার নিকট রাত্রিকৃত কাজ-কর্ম্ম বুঝিয়া লইলে চন্দ্রমা তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুধামে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র জগৎপাতা জনার্দ্দন প্রীতি-সম্ভাষণে কুশলপ্রশ্ন করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলে শশধরও সুখোপবিষ্ট হইলেন। তখন বিষ্ণু কহিলেন, "শশধর! একটি বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে ?"

চন্দ্র ।—অনুমতি করুন ।

বিষ্ণু ।—যামিনীযোগে যে সকল ঘটনা পৃথিবীতলে সংঘটিত হয়, আপনি সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ।

চন্দ্র ।—হাঁ, বিধিনিয়মিত নিয়মই আমার প্রতি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে ।

বিষ্ণু ।—ভাল, এই যে প্রভু পঞ্চানন উপস্থিত আছেন, ইনি অবন্তীরাজের মন্দিরে সুখে বাস করেন, তাহাও বোধ হয় আপনি জানেন ?

চন্দ্র ।—বিলক্ষণ জানি । অবন্তীনাথ ইহাঁর প্রতি অটলা ভক্তি করেন । তাঁহারই ভক্তিগুণে রুদ্রদেব এখন অবন্তীবাসী ।

বিষ্ণু ।—ইহাঁর মন্দিরে একটি ছাগশিশু রক্ষিত ছিল, তাহা বোধ হয় দেখিয়াছেন ?

চন্দ্র ।—পূর্ব্বে দেখিয়াছি, দিন কত আর দেখিতে পাই না ।

বিষ্ণু ।—কোন্ দিন হইতে দেখিতে পান না ?

চন্দ্র ।—শুক্রবার হইতে ।

বিস্ময়ে চমকিত হইয়া কমলাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি ? শুক্রবার সমস্ত দিন সূর্য্যদেব সেটিকে দেখিয়াছেন, তৎপরে যামিনীর সংবাদ আপনারই রাখা কর্ত্তব্য, কিন্তু আপনি বলিতেছেন, দেখেন নাই ?"

চন্দ্র ।-মিথ্যা বলিতে পারি না । যাহা দেখি নাই, তাহা কিরূপে দেখিয়াছি বলিব ?

চন্দ্রমার বাক্যে সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও চমকিত হইলেন । নিগূঢ় রহস্য কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বৈকুণ্ঠপতি মিষ্টসম্ভাষণে শশধরকে বিদায় প্রদান পূর্ব্বক কিংকর্ত্তব্যবিষয়ে

ব্রহ্মদেবের সহিত বহুক্ষণ পরামর্শ করিলেন। অবশেষে স্থির হইল, পৃথিবী দেবীই সমস্ত তথ্য বলিতে পারিবেন। কারণ, নিখিল প্রাণিবৃন্দ তাঁহার উপরেই ভ্রমণ করে।

এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে বসুমতীর নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। একবার তিনি বৈকুণ্ঠধামে উপস্থিত হইয়া কমলাপতির সহিত সাক্ষাৎ করেন, ইহাই সংবাদের সারমর্ম্ম।

ষড়্বিংশ উল্লাস।

বসুমতীর সাক্ষ্য।

হর হরি উভয়েই চিন্তাকুল। এ কি অদ্ভুত ঘটনা! যাঁহারা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্ত্তা, যাঁহারা নখদর্পণে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকাল প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাঁহারা মর্ত্ত্যালোকের একটা মানবতস্করের অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না! এ কথা চিন্তা করিলেও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। ভাবিলেন, দেখা যাউক, পৃথিবীদেবীর নিকট সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে, তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই; অবশ্যই তিনি আমাদের সন্দেহভঞ্জন করিবেন।

উভয়ে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে শুভ্রবসন-ধারী দেবী বসুমতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হর-হরিপদে দণ্ডবৎ প্রণতি পুরঃসর দণ্ডায়মান হইলে বৈকুণ্ঠপতি সাদর-সম্ভাষণে বসিতে আসন প্রদান করিলেন।

দেবী বসুমতী সুখাসীন হইলে কমলাপতি সহাস্যবদনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভূতধাত্রি! আমরা বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়া তোমাকে এ স্থানে আহ্বান করিয়াছি। এ

সঙ্কটে তুমি আমাদিগের ত্রাণকর্ত্রী। তুমি ইহার উপায়-বিধান না করিলে দেব-সমাজে আমাদিগকে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে; আমাদিগের মানসম্ভ্রম এখন তোমার হস্তে।"

"সে কি বিশ্বপতে?"—সঙ্কুচিত ও চমকিত হইয়া বসুধা সতী কহিলেন, "সে কি বিশ্বপতে? আমি আপনার অধীনা, আপনার নিয়োগানুসারে সমস্ত ভূতকে পৃষ্ঠোপরি ধারণ করিতেছি, আপনার আদেশেই আমি পরিচালিত; আমার প্রতি এ কিরূপ কথা?"

জনার্দ্দন কহিলেন, "না বসুধে! সত্যই বলিতেছি, আমরা এক ঘোরতর সমস্যায় পতিত হইয়াছি।"

করযোড় করিয়া ধরণী কহিলেন, "কি হইয়াছে প্রভো! প্রকাশ করিয়া বলুন, আর সন্দেহদোলায় আন্দোলিত করিবেন না। আপনার কথা শুনিয়া আমার উৎকণ্ঠা আরও বৃদ্ধি হইতেছে।"

রমাপতি কহিলেন, "দেবি! তবে শ্রবণ কর। মর্ত্ত্যলোকে অবন্তীনগরীতে শ্বেতকেতু নামে এক রাজা আছেন।"

পৃথিবী।—আহা আমি বিলক্ষণ জানি। সে রাজা পরম ধার্ম্মিক, প্রজারঞ্জন, ন্যায়নিষ্ঠ ও সদাচারবান্।

বিষ্ণু।—হাঁ দেবি! তাঁহারই কথা বলিতেছি। এই পঞ্চানন সেই রাজার রাজ্যে অতি সমাদরে প্রত্যহ ষোড়শোপচারে পূজিত হইয়া থাকেন।

পৃথিবী।—প্রভো! তাহাও আমার অবিদিত নাই।

বিষ্ণু।—সেই অবন্তীনাথের দেবমন্দিরে এই পঞ্চাননের উদ্দেশে একটি অশ্বশাবক রক্ষিত ছিল, দেবি! তোমার

পৃষ্ঠে সে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, তুমি তাহাকে অবশ্য দেখিয়াছ।

পৃথিবী।—প্রভো! পূর্ব্বে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু দিন কয় আর দেখিতে পাই না।

বিষ্ণু।—তোমার পৃষ্ঠ হইতে যদি কেহ সেটিকে হরণ করিয়া থাকে, অবশ্য তুমি তাহা জান।

পৃথিবী।—প্রভো! আমি ত ইহার কোন সন্ধান জানি না।

বিষ্ণু।—সে কি?

পৃথিবী।—কি বলিব প্রভু, জানিলে অবশ্যই নিবেদন করিতাম।

পৃথিবীর মুখে এই কথা শুনিয়া হর হরি উভয়েরই মুখ বিষণ্ন হইল। তাঁহারা উভয়ে অধোমুখে চিন্তানিমগ্ন রহিলেন। ক্ষণকাল পরে বদন উত্তোলন করিয়া জনার্দ্দন দেবী বসুন্ধরাকে কহিলেন, "ভগবতি! তুমি এক্ষণে নিজ স্থানে যাইতে পার। দেখি, এখন আমরা কোন্ কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হই।"

ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বসুমতী সতী আপন ধামে প্রস্থান করিলেন।
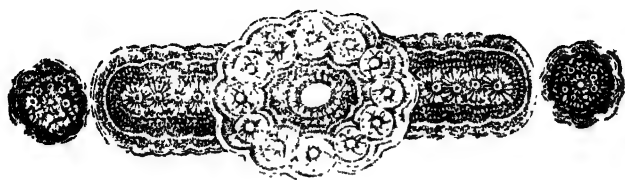
সপ্তবিংশ উল্লাস।
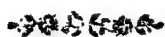
কোটালের শাসন।

এ দিকে অবন্তীরাজ্যে মহা হুলস্থূল বাধিয়া গেল। কোটাল ও তাহার অধীনস্থ লোকেরা রাজ্যবাসী সকলের প্রতি নানারূপ উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল; নিরপরাধী ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া সন্দেহক্রমে চৌর্য্যাপবাদে অপরাধী করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রাণভয়ে সকলে একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনেকে গোপনে রাজ্যত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ অতীত। অবন্তীনাথ পুনর্ব্বার কোটালকে আহ্বান করিলেন। কোটাল রাজদরবারে সমুপস্থিত। তাহার বদন বিশুষ্ক, অঙ্গ থর থর কাঁপিতেছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোটাল! তোমার প্রতি যে আদেশ দিয়াছিলাম, তাহার কি হইল?"

কোটাল নিরুত্তর। কি উত্তর দিবে? তাহার রসনা নীরব।

ক্রোধগর্জ্জিতস্বরে রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৌনভাবে রহিলে কেন?"

এবার কোটাল ভয়বিকম্পিত জড়িতস্বরে কহিল, "ধর্ম্মাবতার! আমার বোধ হয়, এরূপ ভীষণ তস্কর ত্রিভুবনে কেহ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর করে নাই। আমার বিবেচনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও এ তস্করের নিকট পরাভূত হন; আমি ত কোন্ ছার। কোন হিংস্রজন্তুতে ছাগশিশুটিকে ভক্ষণ করে নাই, ইহা নিশ্চিত; তাহা হইলে কিছু না কিছু নিদর্শন পাওয়া যাইত, ইহা নিশ্চয়ই তস্করের কার্য্য। কিন্তু এরূপ তস্কর ত ত্রিভুবনে কুত্রাপি দেখিতে পাই না। আপনি রাজ-রাজেশ্বর! আপনি বিবেচনা করিয়া সদ্বিচার করিয়া এ অধীন দাসের দণ্ডবিধান করুন।"

কোটালের বিনয়ে নরনাথ কথঞ্চিৎ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিলেন, "তবে এখন কি উপায় অবলম্বন করিবে স্থির করিয়াছ?"

নৃপতির উগ্রভাবের প্রশমতা দেখিয়া কোটালের হৃদয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইল। করযোড়ে সে নিবেদন করিল, "রাজাধিরাজ! আমার বিবেচনায় নিয়ত অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকাই কর্ত্তব্য। নিরন্তর এই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিলে এক সময়ে অবশ্য এই বিষম সমস্যাসাগরের কূল প্রাপ্ত হইব। তস্করের তস্করবৃত্তি চিরদিন গোপনে থাকে না; একদিন না একদিন অবশ্যই উহা প্রকাশ হইয়া পড়ে; তাহাকে পাপের দণ্ড অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। এখন মহারাজের যেরূপ অনুমতি।"

অবন্তীনাথ ক্ষণকাল মৌনভাবে অবস্থান পূর্ব্বক কোটালের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "কোটাল! তোমার

কথাই স্বীকার করিলাম। তুমি নিয়মিতভাবে অহর্নিশি সেই দুরাচার তস্করের অনুসন্ধান কর। যেরূপে হয়, তাহাকে ধৃত করিতেই হইবে। তাহাকে ধৃত করিতে না পারিলে তোমার ত কলঙ্ক আছেই, জগতে আমারও অকীর্ত্তি-ঘোষণা হইবে। লোকে আমাকে 'অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ, রাজপদের অযোগ্য মনে করিবে। সেরূপ অকীর্ত্তি অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়স্কর। অতএব অধিক আর কি বলিব, এখন তুমি বিদায় হও, আমার আদেশগুলি যেন তোমার অন্তরে গ্রথিত থাকে। ঘুণাক্ষরেও কোন বিষয়ে অবহেলা করিও না।"

"আপনার যেরূপ আদেশ ধর্ম্মাবতার" বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক ধীরে ধীরে কোটাল রাজদরবার হইতে বহির্গত হইল, মনে করিল, অদ্য যেন তাহার পুনর্জন্ম হইল।

অষ্টাবিংশ উল্লাস।

আনন্দোচ্ছ্বাস।

পাঁঠা চুরি করিয়া অবধি রাম মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয়ে শান্তি লাভ করিতে পারে নাই। দিবানিশি চিন্তানলে তাহার হৃদয় দগ্ধবিদগ্ধ হইতেছিল। পাছে কোন সূত্রে কেহ তাহার চৌর্য্যবৃত্তির সন্ধান পায়, তাহা হইলে ত আর রক্ষা নাই, সেই দণ্ডে রাজবিচারে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। দ্বিতীয় চিন্তা—দেবতার পাঁঠা; পঞ্চানন মহা জাগ্রত দেবতা। যদি তিনি দেবসেবকের আরাধনায় গূঢ় কথা প্রকাশ করিয়া দেন, তাহা হইলে আর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। দেবসেবক ব্রাহ্মণ তাঁহার পরমভক্ত; ভক্তের নিকট দেবতারা স্বতই অনুগত থাকেন; ভক্তের ক্লেশ দেখিলে তাঁহাদের অন্তঃকরণ কাঁদিয়া উঠে; মর্ম্মে মর্ম্মে ক্লেশ অনুভব করেন। বিশেষ মহাদেব 'ভোলা মহেশ্বর' বলিয়া সংসারে বিদিত। ভক্তি দেখিলে সকল কথা ভুলিয়া যান, যে যাহা প্রার্থনা করে, ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন। দেবসেবকের আরাধনায় তুষ্ট হইয়া হয় ত সকল গুহ্য-কথাই প্রকাশ করিয়া দিতে পারেন। ইহা কিছু বিচিত্র নহে।

এই সকল চিন্তায় রামের হৃদয় দিবানিশি জর্জ্জরিত হইতেছিল। আহারে রুচি নাই, যামিনীযোগে ক্ষণেকের জন্যও চক্ষু মুদিত হয় না। নিদ্রাদেবী তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছেন। এত দিনের পর তাহার সেই চিন্তার অনেক পরিমাণ হ্রাস হইল। সে দেখিল যে, রাজা, কোটাল ও তদীয় অনুচরগণ কেহই কোন অনুসন্ধানে সমর্থ হইল না; দেবদেব পঞ্চাননও সেবকের নিকট কিছু প্রকাশ করেন নাই। প্রকাশ করিলে ব্রাহ্মণ অবশ্যই ব্যক্ত করিতেন।

এই সকল ঘটনায় আনন্দে রামের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; এত দিনের পর তাহার মুখে হাস্যরেখা দেখা দিল। সে মনে মনে স্থির করিল, আর আমার কি চিন্তা? এই-বার জগৎপাতা বোধ হয় আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া উদ্দেশে জগন্নিয়ন্তার পদে প্রণাম করিল।

ঊনত্রিংশ উল্লাস।

ব্রহ্মার এজেহার।

এ দিকে হর হরি উভয়ে চিন্তায় আকুল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উভয়ে বিষণ্ণবদনে সিংহাসনে সমাসীন। চিন্তাসাগরের কূলকিনারা নাই। বড়ই অপযশের কথা। যে মর্ত্তনিবাসী জীব তাঁহাদের নিকট কীটাণুকীটতুল্য, তাঁহারাই যাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালক ও সংহর্ত্তা এবং সকল বিষয়েই তাহাদের নিয়ন্তা, সেই ক্ষুদ্র মানব দেবদ্রব্য অপহরণ করিল, তাঁহারা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

বহুক্ষণ চিন্তার পর জনার্দ্দন মহেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আশুতোষ! আমি মনে মনে একটি যুক্তি অবধারণ করিয়াছি, বোধ হয়, এইবার আমাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে পারে, আপনার বিবেচনায় কি বোধ হয়?"

আশুতোষ কহিলেন, "কি যুক্তি?"

মধুসূদন কহিলেন, "যদি কোন মনুষ্য সেই ছাগ চুরি করিয়া থাকে, অবশ্যই ভক্ষণ করিয়াছে। পৃথিবীতে সে পশু নাই নিশ্চিত। কারণ, থাকিলে সূর্য্য, চন্দ্রমা ও পৃথিবী, ইহাঁদের

অবিদিত থাকিত না। অতএব আমার বিবেচনায় ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মাই অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যে ব্যক্তি পশু অপহরণ করিয়াছে, সে অবশ্য তাহা অগ্নিপক্ক করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে সন্দেহ নাই; আমমাংস কদাপি ভক্ষণ করে নাই। ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবশ্যই বলিতে পারিবেন, কোন্ দুরাত্মা উহা হরণ ও ভক্ষণ করিয়াছে। কেমন, এ যুক্তি কি আপনার সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়?"

মহেশ্বরের মনেও এ যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিয়া উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, "জনার্দ্দন! তুমি বিলক্ষণ সুযুক্তি অবধারণ করিয়াছ। ইহাই কার্য্যসিদ্ধির উপায় বলিয়া বোধ হয়।"

তখন মধুসূদন কহিলেন, "তবে চলুন, আমরা উভয়ে সেই বিশ্বস্রষ্টা বিধাতার নিকট গমন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সকল কথা বর্ণন করি।"

এইরূপ স্থির করিয়া হরি-হর উভয়ে স্ব স্ব বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মধামে প্রস্থিত হইলেন। তাঁহাদের গমনকালে গগন-মার্গে অনুকূল মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল; মনোহর হৃদয়োন্মাদী কুসুমগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়া উঠিল। অল্পক্ষণমধ্যেই তাঁহারা উভয়ে ব্রহ্মধামের সমীপবর্ত্তী হইলেন।

দূর হইতে ব্রহ্মধামের রমণীয় শোভা হর-হরির নেত্রপথে নিপতিত হইল। চারিদিকে স্বাধ্যায়-ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতেছে; হোমধূম নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে; হবির্গন্ধে চারিদিক্

আমোদিত। অহো! ব্রহ্মধাম দর্শনমাত্র হৃদয়ে সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব হয়।

ভগবান্ জনার্দ্দন রুদ্রদেব দেখিতে দেখিতে সেই রমণীয় ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, চতুরানন পিতামহ কমণ্ডলুকরে দিব্যসিংহাসনে সমাসীন রহিয়াছেন; চতুর্দ্দিকে দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য মহাযোগিগণ সমুপবিষ্ট।

হরহরিকে দূর হইতে দেখিবামাত্র পিতামহ শশব্যস্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক "অহো, কি সৌভাগ্য! অহো, কি সৌভাগ্য! অদ্য আমার ব্রহ্মধাম পবিত্র হইল" বলিয়া দ্রুতপদে তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া অভ্যর্থনা করত পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথাবিধি সংবর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর যথাযথ দিব্যসিংহাসন প্রদান পূর্ব্বক স্বাগত-প্রশ্ন করিলে হর হরি উভয়েই তদ্দত্ত আসনে সমুপবিষ্ট হইলেন।

তখন পিতামহ কহিলেন, "বহুদিন আমার ভাগ্যে হর-হরির পাদপদ্ম-দর্শন ঘটে নাই; অদ্য তদ্দর্শনে আমার জন্ম সফল হইল। কত পুণ্যফলে অদ্য আমার এই ফললাভ হইল, বলিতে পারি না। যাহা হউক, এখন নিবেদন এই, আপনারা কি কারণে অদ্য সহসা অধীনের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য অতীব ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে।"

তখন জনার্দ্দন মধুর-বচনে ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "চতুরানন! বিশেষ প্রয়োজনেই অদ্য আপনার নিকট আমরা উভয়ে উপস্থিত হইয়াছি।"

পিতামহ কহিলেন, "দেব! আমি আপনার অধীন। আপনার নিয়োগানুসারে সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছি; ভ্রমক্রমেও

আপনার আদেশের প্রতিকূল কার্য্যানুষ্ঠানে সাহসী হই না। আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমার নিকট এমন কি প্রয়োজন ?"

জনার্দ্দন কহিলেন, "বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে হঠাৎ উভয়ে ব্যগ্র হইয়া আসিব কেন ? আমরা উভয়ে বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছি, আপনার দ্বারাই সেই কার্য্য উদ্ধার হইবে, ইহাই আমাদের আশা।"

চতুরানন কহিলেন, "প্রভো ! আপনার কথা শুনিয়া আমি হাস্ত সংবরণ করিতে পারিতেছি না। যিনি কার্য্য ও কারণের মূল, যাঁহা হইতে ত্রিলোকের কার্য্যকারণবিধান হইতেছে, যাঁহার নিমেষে ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়সংঘটন হয়, তিনি আমার নিকট কার্য্যোদ্ধারের প্রার্থনা করেন ! ইহা কি রহস্য প্রভো ?"

জনার্দ্দন কহিলেন, "বিধাতঃ ! আমি রহস্য করিতেছি না। প্রকৃতপক্ষেই আমরা উভয়ে ভীষণ সমস্যাসঙ্কটে নিপতিত হইয়াছি। আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বলিতেছি, অবধান করুন।"

মর্ত্ত্যধামে অবন্তীনামে এক নগরী আছে। মহারাজ শ্বেতকেতু সেই নগরীর অধীশ্বর। এই পঞ্চাননদেব সেই নরপতির উপাস্য দেবতা। নরবর নগরীমধ্যে একটি পঞ্চানন-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যহ আশুতোষকে ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।"

বিধাতা কহিলেন, "ভগবন্ ! আমিও তাহা সবিশেষ অবগত আছি।"

জনার্দ্দন কহিলেন, "সেই মন্দিরে আশুতোষের উদ্দেশে বলিপ্রদানার্থ একটি ছাগশিশু রক্ষিত ছিল। হঠাৎ কোন

দুরাচার সেটিকে হরণ করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে। রাজা তস্করের অনুসন্ধানে নগরে তন্ন তন্ন করিয়া পাহারা বসাইয়াও তাহাকে ধৃত করিতে পারেন নাই। দেবসেবক ব্রাহ্মণ পরম ভক্ত, সে ব্যক্তি আশুতোষের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে, ছাগশিশুর উপায় করিয়া তস্কর ধৃত না হইলে প্রায়োপবেশনে দেহপাত করিবে। পঞ্চানন সেই হেতু ব্রহ্মবধ-পাপাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।”

ব্রহ্মা।—ভগবন্ ! আপনি অন্তর্যামী। আপনি ত অনায়াসেই ইহার মীমাংসা করিতে পারেন।

বিষ্ণু।—ব্রহ্মন্ ! আমি দেখিতেছি, আমার সে শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে ; আশুতোষে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ; ইনিও আমার ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন ; ইনিও কিছুই নিরূপণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না।

ব্রহ্মা। —প্রভো ! চন্দ্র-সূর্য্য জগতে সর্ব্বকার্য্যের সাক্ষী ; পৃথ্বীদেবীও প্রতিনিয়ত সকল কার্য্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন ; তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই ত সকল বিষয়ের মীমাংসা হইত ?

জনার্দ্দন কহিলেন, “বিধাতঃ ! আমরা সে বিষয় দেখিতে ত্রুটি করি নাই। চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবী কেহই এ বিষয়ের কোনরূপ সন্ধান বলিতে সমর্থ নহেন।”

বিধাতা স্তম্ভিত। তাঁহার মুখে আর বাক্য স্ফূর্ত্তি নাই ; কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তিনি অধোমুখে মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। তিন জনেই নিশ্চল, নিস্পন্দ, নীরব।

ত্রিংশ উল্লাস।

রহস্যভেদ।

রামের অন্তরে স্ফূর্ত্তির সীমা নাই। ক্রমে ক্রমে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইল, ছাগচুরির কোনই অনুসন্ধান হইল না দেখিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দ লাভ করিল। মধ্যে মধ্যে দেবসেবক ব্রাহ্মণকে সে জিজ্ঞাসা করে, ব্রাহ্মণ ম্লানবদনে "ঠাকুর স্বপ্নে বলিয়াছেন, চিন্তা নাই। তুমি ব্যস্ত হইও না, সে ছাগের আর আবশ্যক নাই" এই বলিয়া নিরস্ত হন। রাম দেখিল যে, পঞ্চানন যে বর দিয়াছিলেন, তাহা সত্যই সুফল প্রসব করিয়াছে। আর চিন্তা কি?

এখন পাঠকগণের এ গূঢ় রহস্য বুঝিবার জন্য কৌতূহল হইতে পারে। চন্দ্র, সূর্য্য পৃথিবী ও ব্রহ্মা পর্য্যন্ত কেহই এ চুরির বিষয় অবগত হইতে পারিলেন না, ইহারই বা তাৎপর্য্য কি, ইহা জানিবার সকলেরই আগ্রহ জন্মিবার সম্ভব। অতএব এই স্থলে ইহার মর্ম্ম প্রকাশিত হইল।

সূর্য্যদেব দিবাভাগে কিরণবর্ষণ এবং চন্দ্রমা রাত্রিকালে জ্যোৎস্না বিকীরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু সন্ধ্যাকালে—দিবা-যামিনীর সন্ধিসময়ে তাঁহারা আর পৃথিবীর উপর দৃষ্টি রাখেন না।

ঐ সন্ধিসময় শাস্ত্রে দিবা-বিভাবরীর অতিরিক্ত সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; সুতরাং সূর্য্য ও চন্দ্রিকা তৎকালকৃত কোন কার্য্যের সাক্ষী নহেন। রজকের 'পাট' পৃথিবী ছাড়া বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হয়; সুতরাং তথায় লুক্কায়িত ও তদুপরি রন্ধন করা হইয়াছিল বলিয়া পৃথিবী প্রভৃতি কেহই তাহা জানিতে পারেন নাই। এ দিকে নারিকেলপত্র দ্বারা রন্ধন করা হইয়াছিল। লোকে প্রসিদ্ধি আছে, সকলেই জানেন, পিতৃমাতৃবিয়োগে বা অন্য কোন তদ্রূপ অনুষ্ঠানে সকলে নারিকেলপত্র দ্বারা হবিষ্য রন্ধন করিয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মা অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি যাহা ভক্ষণ করেন, তাহাই উচ্ছিষ্ট হয়, কিন্তু নারিকেলপত্র দ্বারা রন্ধন করিলে উহা ব্রহ্মার উচ্ছিষ্ট হয় না, তিনি উহা গ্রহণ করেন না; সুতরাং ছাগমাংস উক্ত পত্র দ্বারা রন্ধন করা হইয়াছিল বলিয়া উহা ব্রহ্মারও উচ্ছিষ্ট হয় নাই, তিনি ইহার কিছুই অবগত হন নাই। ইহাই এই চুরির প্রকৃত রহস্য।

একত্রিংশ উল্লাস।

কাণাকড়ি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অবন্তীনাথের রাজধানীর প্রায় সর্ব্ব-দিকেই একটি নদী পরিখাকারে বেষ্টিত। রাম মনে মনে স্থির করিল, নদী পার হইয়া অপরপারে উপনগরে গিয়া আত্ম-কার্য্যের পরীক্ষা করিতে হইবে। মনে মনে যেমন সংকল্প, অমনি উদ্‌যোগ। তৎক্ষণাৎ ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া সে ধীরে ধীরে নদী-অভিমুখে প্রস্থান করিল।

এদিক্ সেদিক্ চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে রাম নদীতীরে সমুপস্থিত হইল; ক্রমে যে স্থানে পথিকেরা এ পার হইতে পর-পারে গমনাগমন করে, তথায় সমুপস্থিত হইল। এই স্থানে রাজ-নির্দ্দিষ্ট খেয়া-নৌকা সর্ব্বদা অবস্থিতি করে। পারাপারের শুল্ক একরূপ ধার্য্য আছে, সেইরূপ শুল্ক দিয়া সকলকে এক পার হইতে অন্য পারে গমন করিতে হয়। বিনা শুল্কে কাহারও গমনা-গমনের সাধ্য নাই।

তৎকালে অস্মদ্দেশে কড়ি প্রচলিত ছিল। নির্দ্দিষ্ট হারে কড়ি পণস্বরূপ দিয়া নদী-পারাপার হইতে হইত। রামের নিকট একটিমাত্র কপর্দ্দকও নাই। কিরূপে পরপারে গমন

করিবে, কিরূপে মনোগত কার্য্য সিদ্ধ করিবে, এই চিন্তায় সেই স্থানে এদিক্ ওদিক্ ভ্রমণ ও চিন্তা করিতে লাগিল।

ভগবান্ যাহার প্রতি যখন অনুকূল হন, কোথা হইতে কিরূপে তাহার মনোরথসিদ্ধির উপায় উদ্ভাবিত হয়, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। চারিদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে নদীতীরে এক স্থানে পতিত কর্দ্দমাক্ত একটি কাণাকড়ি রামের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে ইহাই কার্য্যসিদ্ধির সাধন বলিয়া তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইল। কর্দ্দম পরিষ্কার করিয়া দেখিল, সেটি কাণাকড়ি। তাহাই সযত্নে 'টেঁকে' গুঁজিয়া ধীরে ধীরে মন্থরপদে নৌকার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

যে পাটনী নৌকাযোগে পথিকগণকে পারাপার করিয়া দেয়, প্রত্যহ বেলা ১টার সময় সে আহারাদি করিতে কিয়ৎক্ষণের জন্য নিজ বাটীতে গমন করে। যতক্ষণ সে পুনঃ-প্রত্যাগত না হয়, ততক্ষণ তাহার নবমবর্ষীয় একটি বালক পুত্র পথিকগণকে পারাপার করিয়া দেয়। রাম যখন নদীতীরে উপস্থিত হইল, তখন পাটনী আহারের জন্য বাটীতে গমন করিল; তদীয় পুত্র আসিয়া নৌকায় বসিল। তদ্দর্শনে রামের হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইল। তখন সে ধীরে ধীরে নৌকায় উঠিয়া সেই কাণাকড়িটি পাটনীপুত্রের হস্তে প্রদান করিল। কাণাকড়ি দেখিয়া পাটনীপুত্র বলিল, "এ কি! এ যে কাণাকড়ি?"

রাম বলিল, "হাঁ, কাণাকড়ি। তোমার পিতাকে আমি বলিয়াছি। তোমার চিন্তা নাই।"

বালক রামের কথায় নিরস্ত না হইয়া তীরভূমির দিকে

দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, তাহার পিতা অনেক দূর—এমন কি, প্রায় দুই তিন শত হস্তের অধিক দূরে গমন করিয়াছে। তখন সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল,—"বাবা! বাবা!—ও বাবা! এক কড়া কাণাকড়ি!"

পুত্রের চীৎকার শ্রবণে পাটনী ফিরিয়া চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে! কি বলিতেছিস্?"

"বাবা! এক কড়া কাণাকড়ি!"

পাটনী মনে করিল, কোন্ ব্যক্তি হয় ত শুল্কের পণ কড়ি দিয়াছে, তন্মধ্যে এককড়া কাণাকড়ি আছে, তাহার পুত্র সেই কথাই বলিতেছে। এই বিবেচনা করিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "তা হউক, তুই পার কর্।"

তখন তাহার পুত্র চীৎকারে ক্ষান্ত হইয়া উপস্থিত পথিকগণকে ও রামকে লইয়া তৎক্ষণাৎ পরপারে উপস্থিত হইল।

এ দিকে আহারাদি-সমাপনান্তে যথাসময়ে পাটনী পুনঃ প্রত্যাগত হইয়া পুত্রের নিকট কত শুল্ক সঞ্চিত হইয়াছে কত লোক পারাপার হইয়াছে, তাহার হিসাব চাহিলে তৎপুত্র সমস্ত কড়ি বাহির করিয়া দিল এবং এক ব্যক্তি একটিমাত্র কাণাকড়ি দিয়া পার হইয়াছে, তাহাও বলিল। তখন পাটনী বিস্ময়ে চমকিত হইয়া বলিল, "সে কি রে! এক কড়ি কাণাকড়ি লইয়া পার করিয়া দিলি কেন?"

পুত্র বলিল, "কেন বাবা, তোমাকে ডাকিয়া বলিলাম, তুমি বলিলে, হউক, পার করিয়া দে, কাজেই আমি তাহাকে পার করিয়া দিয়াছি।"

পাটনী বলিল, "সে কি রে ! আমি মনে করিলাম, সে নির্দ্দিষ্ট শুল্কের কড়ি দিয়াছে, তাহার মধ্যে এক কড়া কাণা ছিল।"

পিতাও অবাক্, পুত্রও বাক্‌শূন্য। অবন্তীরাজের রাজ্যে কোনকালে প্রতারক, প্রবঞ্চক বা তস্করদস্যু ছিল না। সংপ্রতি অল্প দিন হইল, দেবতার ছাগ চুরি গিয়াছে, আবার এই এক জন প্রতারণা করিয়া, কাণাকড়ি দিয়া নদীপার হইয়া গেল। ইহা ত সাধারণ বিস্ময়কর কাণ্ড নহে ! এ কথা রাজার গোচর করা অতীব আবশ্যক। এই বিবেচনা করিয়া পাটনী এ বিষয় রাজসরকারে নিবেদন করিল।

——

দ্বাত্রিংশ উল্লাস।

বিন্দুমালিনীর কুঞ্জ।

কাণাকড়ি দিয়া রাম পরপারে নগরোপকণ্ঠে উপস্থিত হইল। এখন কি করিবে, কোথায় যাইবে, কিরূপে আত্ম-অভীষ্ট সিদ্ধ করিবে, এই চিন্তায় চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। রাজধানী অপেক্ষাও নগরোপকণ্ঠের শোভা অতি রমণীয়। উপনগরের শোভা দেখিয়া রামের হৃদয় পরম প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে মনোহর উদ্যান; উদ্যানে নানাবিধ ফলফুল-বৃক্ষ ফলপুষ্পভরে মৃদু মৃদু সমীরণহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। মধ্যে মধ্যে সুবিশাল সরোবর; হংসকারণ্ডবাদি জলচরবিহঙ্গগণ উহাতে সন্তরণ করিয়া মনের আনন্দে কলরব করিতেছে; বৃক্ষশাখায় বসিয়া নানাবিধ বিহগকুল কলকণ্ঠে মধুরস্বরে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তরঞ্জন করিতেছে। মাঠ নবশস্যরাজিতে বিরাজিত; যেন মূর্ত্তিমতী কমলা দেবী তথায় বিরাজ করিতেছেন। এই সমস্ত প্রকৃতিশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে রাম পথবাহন করিতে লাগিল।

প্রায় দুই ঘণ্টা অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিয়া দেখিল, দিব্য একটি ক্ষুদ্র কুঞ্জ-গৃহ পরম শোভা সম্পাদন করিতেছে। চারিদিকে

মনোহর পুষ্পকানন, কতরূপ নয়নরঞ্জন পুষ্প শ্বেত, নীল, পীত, রক্ত, কপিশ প্রভৃতি বর্ণ ধারণ করিয়া যেন নন্দনকাননের শোভাকেও তিরস্কৃত করিতেছে। পুষ্পকাননের মধ্যস্থলে একটি রমণীয় ক্ষুদ্র সরোবর। তাহার জল স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ; তদুপরি কতিপয় পদ্মিনী বিরাজ করিতেছে। চারিদিকে পুষ্পকানন, মধ্যস্থলে কুঞ্জ-গৃহ; দুই তিনটি মনোহর সুপরিস্কৃত প্রকোষ্ঠ।

অপরিচিত স্থান, কাহার কুঞ্জ, তাহাও পরিজ্ঞাত নহে; কিন্তু কুঞ্জের মনোহর শোভা দর্শনে রামের প্রাণ-মন বিমোহিত হইল। কুঞ্জের চতুর্দ্দিকে এ দিকে সে দিকে সে পাদচারণ করিতে লাগিল; তথা হইতে যেন স্থানান্তরে যাইতে তাহার অন্তঃকরণ ক্লেশ বোধ করিতে লাগিল; বস্তুতঃ কুঞ্জের পরম শোভায় তাহার হৃদয় যার পর নাই সমাকৃষ্ট হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে একটি প্রৌঢ়বয়স্কা রমণী ফুলের সাজি হস্তে কুঞ্জের ভিতর হইতে বহির্গত হইল। রমণী বয়সে প্রৌঢ়া বটে, কিন্তু দেখিলে তদ্রূপ বোধ হয় না। এখনও যৌবনের সৌন্দর্য্য, যৌবনের গর্ব্ব, যৌবনের অঙ্গভঙ্গী তাহার দেহ-লতিকায় বিরাজ করিতেছে। রমণী গৌরবর্ণা, পদ্মপলাশের ন্যায় আয়ত চক্ষু, নাসিকা খগচঞ্চুর ন্যায়, ওষ্ঠাধর বিম্বফলের ন্যায় শোণিতবর্ণ;—বয়সে প্রৌঢ়া হইলেও পীনপয়োধরা। এই রমণীই ঐ কুঞ্জের অধিকারিণী বিন্দুমালিনী।

মালিনী কুঞ্জের বাহিরে আসিবামাত্র রামের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। রামের মোহন রূপলাবণ্য দেখিয়া তাহার হৃদয় আকৃষ্ট হইল। দেখিয়া বুঝিতে পারিল, এ বালক এ স্থানের অধিবাসী নহে; আগন্তুক। কি অভিপ্রায়ে এখানে পাদচারণ করিতেছে,

কাহাকে অন্বেষণ করিতেছে, কোন্ স্থান হইতে কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছে, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া মালিনী রামের সমীপবর্ত্তিনী হইল।

মালিনী পুরোভাগে সমুপস্থিত হইবামাত্র মৃদু মৃদু মধুরস্বরে রাম জিজ্ঞাসা করিল, "এই মনোহর কুঞ্জটি কাহার?"

সহাস্যমুখে মালিনী উত্তর করিল, "এই অভাগিনীই এই ক্ষুদ্র কুঞ্জের অধিবাসিনী।"

রাম কহিল, "এই মনোহর কুঞ্জের অধিবাসিনী কখনও অভাগিনী হইতে পারে না।"

রামের মধুর-সম্ভাষণে মালিনীর হৃদয় যার পর নাই প্রীতি লাভ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি পথিক?"

"হাঁ, আমি নিরাশ্রয়। কেহ যদি দয়া করিয়া আশ্রয় দেয়, কৃতজ্ঞচিত্তে তাহার আশ্রয়ে থাকি।"

"কি অভিলাষে তোমার এখানে আগমন?"

"বিধাতার এই বিশাল রাজ্যে অনাথ, অনাশ্রয়, দীনহীনের কোন উপায় হয় কি না, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহারই চেষ্টা করিব; সংসারসমরে প্রবৃত্ত হইব, দেখিব, জয়ী হইতে পারি কি না? ইহা ভিন্ন অন্য অভিপ্রায় বা বাসনা কিছুই নাই।"

"তোমার রূপ ও আকৃতি দেখিয়া, তোমার মধুমাখা কথা শুনিয়া, তোমাকে সদ্বংশজাত মহাপুরুষের সন্তান বলিয়াই বোধ হইতেছে। ভাল, এ কুঞ্জে থাকিতে কি তোমার মনপ্রীতি হইবে?"

"মনপ্রীতি দূরে থাকুক, এখানে বাস করিতে পারিলে আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করি, সৌভাগ্যবশেই এরূপ আশ্রয়লাভ হয়।

কোন্ বুদ্ধিমান্ ঈদৃশ সুখময় আশ্রয় ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে? কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া কেহ সামান্য কাচে অভিলাষী হয় না।"

এই কথায় মালিনীর হৃদয় আরও দ্রবীভূত হইল। সে বলিল, "আইস ভিতরে আইস, বিশ্রাম কর। সকল কথা ক্রমশঃ শ্রবণ করিব।"

উভয়ে কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিল; যথাযথ আসনে উপবেশন করিল। রামের মুখকমল পরিশুষ্ক দেখিয়া মালিনী পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহার এ যাবৎ আহার হয় নাই; সুতরাং ব্যস্তসমস্ত হইয়া কিঞ্চিৎ জলপানীয় আনিয়া দিলে রাম তাহা প্রফুল্লমনে আত্মসাৎ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিল। তখন উভয়ে প্রফুল্লমনে যথাযথ আসনে বসিয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল।

রাম কহিল, "মাতা ও মাতৃস্বসা ভিন্ন রমণীগণের মধ্যে ঈদৃশ স্নেহ অসম্ভব। সুতরাং তুমি আমার মাতৃস্বসৃস্থানীয় হইলে। এখন জিজ্ঞাসা করি, মাসি! তুমি কি উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ কর?"

মালিনী কহিল, "আমি রাজবাটীতে পুষ্প ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকি। রাজা, রাণী ও রাজকুমারী আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। তাঁহাদের কৃপায় আমি পরম সুখে আছি। আমার কোন বিষয়েই কোন অভাব নাই।"

"মাসি! তুমি কি এখানে একাকিনী থাক?"

"হাঁ, আমার পতি বিয়োগের পর হইতে একাকিনীই আছি।"

"ভাল মাসি! আমি এখানে থাকিয়া পরিশ্রম, যত্ন ও

চেষ্টা করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিব, তাহা তোমাকেই প্রদান করিব। তবে তোমাকে আমায় কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে হইবে।"

"কিরূপ সাহায্য? আমার সাধ্যায়ত্ত হইলে আমি তাহাতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিব না।"

"আর কিছু সাহায্য নহে, আমি রাজসংক্রান্ত যে সকল তথ্য যখন অনুসন্ধান করিব, তুমি তাহারই গূঢ় সংবাদ আনিয়া দিবে। এইমাত্র ভিক্ষা, আর কোন সাহায্য প্রার্থনা করি না।"

মালিনী সাদরে তাহাতেই সম্মত হইল। রাম তদবধি আপনার অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিল।
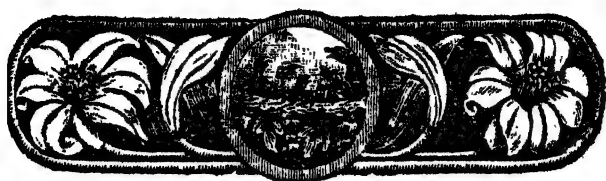
ত্রয়স্ত্রিংশ উল্লাস।

কোটালের দর্প চূর্ণ।—ভুড়ুও।

এ দিকে পাটনীর প্রেরিত সংবাদে রাজবাটীতে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রাজা চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিলেন। কিরূপে এই চোর ও প্রবঞ্চককে ধৃত করিবেন, কিরূপে রাজ্য-মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইবে, কিরূপে রাজ্যশাসনের সুপ্রণালী ও সুযশ সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইবে, সেই চিন্তায় তাঁহার আহার-নিদ্রা বন্ধপ্রায় হইয়া পড়িল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, স্বয়ং রাত্রিকালে ছদ্মবেশে নগরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া যেরূপে পারেন, চোরকে ধৃত করিবেন। মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া পাত্র, মিত্র, কোটাল প্রভৃতিকে আহ্বান পূর্ব্বক আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

তখন কোটাল করযোড়ে বিনয়-বচনে কহিল, "মহারাজ! আমরা বিদ্যমানে আপনার এ কার্য্য করা বিচারযোগ্য নহে। বিশেষতঃ ইহাতে আমাদেরও কলঙ্ক রটে। যাহা হউক, অদ্য আমি সর্ব্বপ্রযত্নে চোর ধৃত করিতে যত্ন করিব। নিতান্ত যদি আমি অক্ষম হই, তখন ধর্ম্মাবতারের বিবেচনায় যাহা হয় করিবেন।"

তাহাই ধার্য্য হইল। নিশাকালে কোটাল সমস্ত রাত্রি জাগরিত থাকিয়া নগরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিবে; যাহাতে তস্কর ধৃত হয়, তাহার জন্য প্রয়াস পাইবে।

এ দিকে মালিনীর বাটীতে রাম সুখে শয়ান হইয়া আপনার কার্য্যসিদ্ধির উপায়-চিন্তনে ব্যাপৃত। সম্মুখে মালিনী আসিয়া উপস্থিত। রাম জিজ্ঞাসা করিল, "মাসি! অদ্যকার রাজবাটীর সংবাদ কি?"

মালিনী কহিল, "বাছা! রাজবাটীতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। চোর ধরিবার জন্য রাজা স্বয়ং রাত্রিযোগে বাহির হইবেন সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু কোটাল তাঁহাকে নিষেধ করিয়া স্বয়ং সে ভার গ্রহণ করিয়াছে। আজি কোটাল যেরূপে পারে, চোর ধরিবেই ধরিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।"

রাম।—ভাল, মাসি! কোটালের স্বভাব কি প্রকার? চরিত্রে কোন দোষ আছে কি?

মালিনী।—কোটাল বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ; তবে চরিত্রে কিঞ্চিৎ দোষ নাই, এমন নহে। মানুষ একেবারে নির্দ্দোষ বা সম্পূর্ণ দোষী প্রায়ই দেখা যায় না। গুণ ও দোষ উভয়ই মানুষে বিদ্যমান থাকে।

রাম।—আমি গুণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, কোটালের চরিত্রে কি দোষ আছে, তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য।

মালিনী।—অন্য কোন দোষ বড় দেখি না, তবে একটু লম্পটতা দোষ আছে।

রাম।—তাহা হইলেই হইল। এখন মাসি! তুমি আমাকে কয়েকটি জিনিস সংগ্রহ করিয়া দাও।

মালিনী।—কি কি জিনিস?

রাম।—উৎকৃষ্ট একখানি বারাণসী শাড়ী, একটি সাটিনের কোর্ত্তা এবং কতকগুলি গিল্টীর গহনা।

মালিনী।—ইহার জন্য চিন্তা কি? কাপড়, কোর্ত্তা আমার গৃহেই আছে। আমি পূর্ব্বে যৌবনাবস্থায় উহা ব্যবহার করিতাম। খানকত গিল্টীর গহনাও আছে। তবে তাহা অপরিষ্কার অবস্থায় আছে। আমি যৌবনে যে সকল অলঙ্কার পরিধান করিতাম, তন্মধ্যে সমস্তগুলি স্বর্ণের ছিল না, কয়খানি পিতলের উপর গিল্টী করা ছিল। যাহা হউক, আমি সেগুলি মাজিয়া ঘষিয়া ঠিক করিয়া আনিয়া দিতেছি। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাম।—বল, কি?

মালিনী।—এ সমস্ত দ্রব্য লইয়া কি করিবে? শেষে কোন একটা বিভ্রাট ঘটাইয়া হীরামালিনীর মত আমাকে দুঃখে ভাসাইবে না ত? তোমার কোন বিপদ্ ঘটিবে না ত? তোমার কোন অমঙ্গল ঘটিলে তাহা আমার প্রাণে সহ্য হইবে না।

রাম।—মাসি! সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি কোন মন্দ উদ্দেশ্যে কোন কল্পনা করি নাই। বিপদের কথা দূরে থাকুক, বরং যাহাতে সুখ্যাতি অর্জ্জন হয় এবং তুমিও যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হও, আমি সেই উদ্দেশ্যেই সকল কাজ করিব।

মালিনী সন্তুষ্ট হইয়া তোরঙ্গ হইতে বস্ত্র, জামা ও অলঙ্কারগুলি বাহির করিল। যেগুলি কিছু কিছু মলিন হইয়া গিয়াছে,

উত্তমরূপে মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া রামের হস্তে সমর্পণ করিল। রামের মনে আনন্দের সীমা রহিল না। কিয়ৎক্ষণ নানা কথোপকথনের পর মালিনী নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল; রাম শয্যায় শয়ান থাকিয়া কার্য্যসিদ্ধির উপায়চিন্তনে নিমগ্ন।

দেখিতে দেখিতে বেলা অবসান। দিনমণি বিশ্রামের জন্য অস্তগিরিশিখরে আরোহণ করিলেন। কৃষ্ণপক্ষ, চন্দ্রদেব দর্শন দিলেন না। কেবল নক্ষত্রমণ্ডলী নভোমণ্ডলে বিরাজিত থাকিয়া জগৎসংসারে যৎকিঞ্চিৎ আলোক-প্রদানে প্রবৃত্ত হইল।

রাত্রি আটটা। কোটাল নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া গুপ্তভাবে নগরীমধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া চোরের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। যেখানে পত্রপতনেরও শব্দ হয়, দ্রুতগতি তথায় উপস্থিত হইয়া তস্করের অনুসন্ধান করে। হস্তে একটি গুপ্ত-লণ্ঠন। আবশ্যকমত আলোক বহির্গত হয়, আবার ইচ্ছামত আলোক অদৃশ্যভাবে লণ্ঠনগর্ভেই গুপ্ত থাকে। নগরীর কোন স্থানেই জনমানবের সঞ্চার নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটি শৃগাল-কুকুরের চীৎকার ও ঝিল্লীরব শ্রুতিগোচর হইতেছে।

রাত্রি যখন দেড় প্রহর অতীত, তখন কি যেন এক প্রকার মৃদু ঝঙ্কারধ্বনি কোটালের কর্ণে প্রবেশলাভ করিল। চমকিত হইয়া কোটাল এক স্থানে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিতে লাগিল। মৃদু মৃদু অলঙ্কার-শিঞ্জিতের ন্যায় শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল; বোধ হইল যেন, অতি ধীরে ধীরে সেই শব্দ ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছে। কোটাল নির্ব্বাক্,—নিস্তব্ধভাবে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। ক্রমে বোধ হইল যেন, কোন নারীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে

তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সেই মূর্ত্তির পদদ্বয়ে যে চরণভূষণ শোভিত আছে, তাহারই মৃদু মৃদু গুঞ্জনধ্বনি কোটালের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল।

নারীমূর্ত্তি যেমন সম্মুখে উপস্থিত, অমনি কোটাল হস্তস্থিত গুপ্তলণ্ঠনের আলোক বাহির করিয়া তাহার বদনের দিকে ধারণ করিল। চারি চক্ষুর একত্র মিলন হইবামাত্র কোটাল স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া উঠিল। অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! এ প্রকার রূপরাশি মর্ত্ত্যভূমে সম্ভবে না। অঙ্গের পরিহিত অলঙ্কার-রাশি সুন্দরীর অঙ্গলাবণ্যে যেন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। কি লোভনীয় ইন্দীবরবিনিন্দিত আকর্ণবিশ্রান্ত নেত্রযুগল! কি মনোহর সুগঠিত বদনেন্দু! কি খগচঞ্চুবিনিন্দিত নাসাপুট! কি মনোহর গ্রীবাভঙ্গী!

সম্মুখে কোটালকে দেখিবামাত্র রমণী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া অধোবদনা। কোটালও স্তম্ভিত, বিমোহিত, নিস্পন্দ। তাহার উপর মদনশরে কোটালের হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিল। এ রূপরাশি ভোগ করিতে না পারিলে মানব-জীবনধারণ বৃথা! ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সুমিষ্টস্বরে কোটাল জিজ্ঞাসা করিল, "সুন্দরি! এই গভীর রাত্রে তুমি কোথায় গমন করিতেছ? কোন্ স্থান হইতেই বা আসিয়াছ? আমি এই রাজ্যের কোটাল। আমার নিকট মিথ্যা বলিয়া, প্রতারণা করিয়া পরিত্রাণ পাইবে না। সত্য করিয়া বল, তুমি কে?"

রমণী নিরুত্তর,—অধোমুখী। কোটাল পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিল, উত্তর নাই! তখন ভয়প্রদর্শন করিয়া কোটাল কহিল, "তোমার মত সুন্দরীকে অবমাননা করিতে আমার ইচ্ছা

নাই; অপমান করাও উচিত নহে; কিন্তু যদি তুমি প্রকৃত কথা ব্যক্ত না কর, তাহা হইলে তোমার অঙ্গস্পর্শ করিতে সঙ্কুচিত হইব না।"

তখন সুন্দরী মৃদু-গুঞ্জনে উত্তর করিল, "আমি কুলস্ত্রী। আমাকে পথ পরিত্যাগ করুন। আমি ইচ্ছাবশে কোন স্থানে যাইতেছি।"

কোটাল কহিল, "এ কথায় তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। তুমি কে, কাহার কন্যা, কাহার বধূ, এ সমস্ত বিশেষ-রূপে পরিচয় না দিলে, আমার বিশ্বাস না জন্মিলে তোমাকে কি পরিত্যাগ করিতে পারি?"

সুন্দরী কহিল, "যদি পরিচয় না দিই?"

"তাহা হইলে তোমাকে আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গিয়া হাজত গৃহে রাখিব, কল্য রাজগোচরে উপস্থিত করিব, রাজ-বিচারে যাহা ব্যবস্থা হইবে, তোমাকে সেই আদেশের বশবর্ত্তী হইতে হইবে।"

কোটালের এই কথা শুনিয়া, একটি মর্ম্মভেদী কটাক্ষে তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়া সুন্দরী কহিল, "আপনার হাজত-গৃহ কোথায়?"

কোটাল উত্তর করিল, "অদূরেই,—ঐ অস্পষ্টরূপে এখান হইতেই দেখা যাইতেছে।"

সুন্দরী কহিল, "তবে চলুন, সেই স্থানে নিভৃতে গিয়া আমার পরিচয় প্রদান করিব। যদিও এখানে কেহ নাই, তথাপি রাজ-পথ; আমি কুলস্ত্রী; আপনি পরপুরুষ; এখানে আমাদের উভয়ের কথোপকথন যুক্তিসঙ্গত নহে।"

কোটালের যেন হাতে হাতে স্বর্গলাভ ! সে মনে করিল, অদ্য শুভক্ষণে রাত্রিপ্রভাত হইয়াছে। পূর্ব্বজন্মের বহুপুণ্যরাশি সঞ্চিত না থাকিলে এ অমূল্য রত্নলাভ অদৃষ্টে ঘটে না। রূপসীকে সঙ্গে লইয়া কোটাল ধীরে ধীরে মন্থরপদে অগ্রসর হইল।

সম্মুখেই হাজত-গৃহে। ঐ স্থানেই একটি প্রকোষ্ঠে কোটাল কার্য্যসূত্রে রাত্রে অবস্থান করে। তথায় অন্য কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই। কোটাল তথায় উপস্থিত হইয়া, চাবী খুলিয়া, রূপসীকে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল ; গুপ্তলণ্ঠনের মধ্যগত আলোকের সাহায্যে একটি বাতী প্রজ্বালিত করিল।

অপূর্ব্ব সুসজ্জিত গৃহ। একপার্শ্বে একটি টেবিল। টেবিলের চারিধারে ৫।৭ খানি মনোহর সুদৃশ্য চেয়ার। কোটালএক - খানি চেয়ার দেখাইয়া দিলে সুন্দরী তাহাতে উপবেশন করিল ; কোটালও তাহার সম্মুখস্থ অন্য একখানি চেয়ার অধিকার করিল। অল্পক্ষণমাত্র মৌনভাবে থাকিয়া কোটাল জিজ্ঞাসা করিল, "সুন্দরি ! এখন পরিচয় দাও।"

রমণী কহিল, "আমার পরিচয়ে আপনার কি আবশ্যক ? আপনি বহুদর্শী. মানব-হৃদয়ের ভাব আপনি যে বুঝিতে পারেন না, ইহা অসম্ভব। আপনার আকৃতি ও কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া এবং আপনার মিষ্টবাক্য শুনিয়া আমি আপনার হৃদয়-ভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। আপনার ন্যায় পুরুষের স্নেহ বা প্রীতি কোন্ কামিনীর বাঞ্ছনীয় নয় ? আমি কোন্ ছার, যে কামিনী আপনার হৃদয়ের প্রণয় লাভ করিয়াছে, সে আপনাকে ভাগ্যবতী বোধ করিয়াছে সন্দেহ নাই।" এই বলিয়াই সুন্দরী ঘন ঘন মর্ম্মভেদী কটাক্ষে কোটালের হৃদয় বিদ্ধ করিতে লাগিল।

কোটালের মুখে আর কথা নাই। একদৃষ্টে অনিমেষলোচনে সে কামিনীর রূপসুধা পান করিতে লাগিল। চোরের কথা, চোর ধরিবার কথা, পাহারা দিবার কথা সকলই ভুলিয়া গেল। ফলতঃ সে মর্ত্ত্যে আছে কি স্বর্গধামে উপস্থিত হইয়াছে, সে জ্ঞান তখন তাহার একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

সুন্দরী কথোপকথন করিতেছে আর এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টিপাত করিয়া গৃহের চারিদিক্ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছে। হঠাৎ একটি অদ্ভুত ক্ষুদ্র যন্ত্রের দিকে তাহার নেত্র নিপতিত হইল। দেখিবামাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কোটালকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! ওটি কি বস্তু নিপতিত রহিয়াছে?"

কোটাল।—ওটি এক প্রকার যন্ত্র।

রমণী।—ও যন্ত্রে কি কার্য্য সিদ্ধ হয়?

কোটাল।—রাত্রে দস্যুতস্কর ধৃত হইলে তাহাদিগকে উহাতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

রমণী।—ও যন্ত্রের নাম কি?

কোটাল।—তুড়ুঙ।

নাম শুনিয়া সুন্দরী খিল্ খিল করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। সে হাসিতে যেন প্রকোষ্ঠময় বিদ্যুৎ ছুটিল; কোটালের অঙ্গে শিরায় শিরায় যেন সেই বিদ্যুৎ প্রবেশ করিল। বিস্ময়ে চমকিত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "সুন্দরি! হাসিলে কেন?"

রমণী।—অদ্ভুত নাম শুনিয়াই হাসিলাম। যাহা হউক, আমার বড় কৌতুহল হইতেছে। আপনি কি কৃপা করিয়া আমার সে কৌতুহল পূরণ করিবেন?

কোটাল।—সে কি! তোমার কৌতুহল পূরণ করিব না?

তুমি যাহা বাসনা করিবে, তাহা পূরণ করিতে পারিলে আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। তোমার কি কৌতুহল জন্মিয়াছে ?

রমণী।—ঐ তুড়ুঙে কি প্রকারে আবদ্ধ থাকিতে হয়, ইহাই দেখিতে আমার বাসনা হইতেছে।

কোটাল।—এ অতি সামান্য কথা। ইহার জন্য এত মিনতি কেন ? তোমার অনুমতি হইলেই দেখাইতে পারি।

রমণী।—তবে কৃপাকটাক্ষে আমাকে একবার উহাতে আবদ্ধ করুন।

চমকিত হইয়া কোটাল বলিয়া উঠিল, "সে কি ! তোমাকে তুড়ুঙে আবদ্ধ করিব ? ঐ কোমল অঙ্গ তুড়ুঙে প্রবেশ করাইব ? এ জীবন থাকিতে তাহা পারিব না।"

রমণী।—তবে কিরূপে আমার বাসনা পূরণ করিবেন ?

কোটাল।—সে জন্য চিন্তা নাই। আমি নিজে উহাতে আবদ্ধ হইয়া তোমাকে দেখাইব, তাহা হইলেই তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।

সুন্দরী কহিল, "আমার অঙ্গে বেদনা লাগিবে বলিয়া আপনি আমাকে আবদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইলেন ; কিন্তু আপনি আবদ্ধ হইলে আপনার অঙ্গেও ত ক্লেশ অনুভব হইবে। আপনার সে ক্লেশ আমি কি প্রকারে চক্ষে দেখিব ?"

রমণীর কোমলপ্রাণতা দেখিয়া কোটাল আরও বিমোহিত হইল। তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "সুন্দরি ! আমরা পুরুষ জাতি, আমাদের দেহে যে পরিমাণ ক্লেশ সহ্য হয়, তাহা তোমরা সহ্য করিতে পার না। বিশেষ তোমার ন্যায় রমণীর মনস্তুষ্টির

জন্য ক্ষণকাল যৎকিঞ্চিৎ দৈহিক ক্লেশ সহ্য করাও আমরা সুখকর জ্ঞান করি। আমার জন্য তোমার চিন্তা নাই। আমি তুড়ুঙে প্রবেশ করিতেছি, তুমি আমার হস্তপদ বন্ধন পূর্ব্বক ঐ প্রস্তর-খণ্ডখানি আমার বক্ষে চাপাইয়া দাও। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, দস্যুতস্করেরা কি ভাবে উহাতে আবদ্ধ থাকে।"

এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ কোটাল অঙ্গের পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে একটি ক্ষুদ্র জাঙ্গিয়া পরিধান ছিল, তাহাই কেবল খুলিল না; পরে তুড়ুঙে হস্তপদ প্রবেশিত করিলে সুন্দরী দৃঢ় রজ্জুদ্বারা তাহার হস্তপদ সুদৃঢ় বন্ধন পূর্ব্বক বক্ষের উপর অতি কষ্টে পাষাণখণ্ড চাপাইয়া দিল। কার্য্যসিদ্ধি হইল দেখিয়া আর বিলম্ব করা অবিধেয় বিবেচনায় কোটালের সমস্ত পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, দ্বারে চাবী বন্ধ করিয়া দ্রুতপদে বহির্গত হইল। দেখিতে দেখিতে একেবারে মালিনীর গৃহে সমুপস্থিত।

পাঠক মহাশয় এতক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন এই সুন্দরী কে? এ রূপসী আর কেহই নহে, আমাদের উপরপ্রবর নাপিতনন্দন রাম। এইরূপে রাম কোটালকে তাহারই নিজ গৃহে রুদ্ধ করিয়া স্বস্থানে আগমন পূর্ব্বক সুখে নিদ্রিত হইল; জনপ্রাণীও তাহার এই কর্ম্মের সন্ধান প্রাপ্ত হইল না। কোটাল হাজত-গৃহে তুড়ুঙ্গে সংবদ্ধ। এতক্ষণে কোটালের দর্প চূর্ণ হইল।

চতুস্ত্রিংশ উল্লাস।

যুক্তি ;—মন্ত্রীর প্রতি ভারার্পণ।

অবন্তীরাজ যার পর নাই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। এরূপ অদ্ভুত চোর স্বপ্নেও দৃষ্ট হয় না। তিনি রাজসভায় বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন, গত কল্য রাত্রে কোটাল স্বয়ং পাহারার ভার লইয়া চোর ধরিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। দেখা যাউক, তাহার অনুসন্ধানের ফল কি ?

দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় ৯টা। পাত্র মিত্র, সভাসদ্ ও অন্যান্য সকলেই রাজসভায় উপস্থিত ; কিন্তু কোটালের সাক্ষাৎ নাই। রাজা বড়ই চিন্তিত হইলেন। কোটাল অনুপস্থিত কেন ? তখন রাজার ইঙ্গিতে মন্ত্রী কোটালের অনুসন্ধানের জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। অনেক স্থান অনুসন্ধানের পর প্রেরিত লোক হাজত গৃহে উপস্থিত হইয়া কোটালের দুর্দশা-দর্শনে বিস্ময়াপন্ন। তখন কোটালের প্রাণ কণ্ঠাগত ; নাভিশ্বাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজদূত ব্যস্তসমস্তভাবে তাহার বক্ষঃপ্রদেশ হইতে পাষাণ অবতারণ ও বন্ধন মোচন পূর্ব্বক [illegible]।

মুখে জলসিঞ্চন করিল। তখন কোটাল কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক ম্লানবদনে ধীরে ধীরে রাজসভায় সমুপস্থিত হইল। রাজা অনতিদূর হইতেই তাহার আকার-প্রকার ও ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

অনন্তর নৃপতির আদেশানুসারে কোটাল করপুটে আনুপূর্ব্বিক যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিল। তাহার মুখে এই বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলে চমকিত, স্তম্ভিত ও নিস্পন্দপ্রায় হইয়া পড়িলেন; কাহারও আর বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই। রাজাও তদবস্থ। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি অধোবদনে সিংহাসনে সমাসীন রহিলেন।

সভা নীরব—নিস্পন্দ। ক্ষণকাল এই ভাবে সমতীত হইলে মৌনভঙ্গ করিয়া রাজা কহিলেন, "অসম্ভব ঘটনা; দৈবপ্রতিকূলে আমার রাজ্যে যখন এরূপ তস্কর প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর রাজ্যের মঙ্গলকামনা কোথায়? যাহা হউক, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, অদ্য রাত্রে স্বয়ং পাহারা দিয়া যেরূপে পারি, তস্করকে ধৃত করিবই করিব। আমি স্বয়ং এ বিষয়ে উদ্‌যোগী না হইলে আর গত্যন্তর নাই।"

নরপতির মুখে এই কথা শুনিয়া মন্ত্রিপ্রবর তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমরা বিদ্যমানে যদি আপনি স্বয়ং পাহারায় বহির্গত হন, আমাদের কলঙ্কের পরিসীমা থাকিবে না। আমাদের দ্বারা কতদূর কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা দেখিয়া তৎপরে আপনি স্বয়ং যাহা হয় করিবেন। অদ্য আমি এই ভার গ্রহণ করিলাম। রাত্রে আমিই স্বয়ং নগরী-ভ্রমণ করিয়া চোর ধরিবার বন্দোবস্ত করিব।"

তাহাই স্থিরীকৃত হইল। নরপতি একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ভাল, তোমার বাক্যেই অনুমোদন করিলাম। তোমার প্রতিই অদ্য এই ভার অর্পিত হইল। কোটালের চাতুরী ও শক্তি ত প্রত্যক্ষ হইল। এখন দেখা যাউক, তোমার ক্ষমতা কত দূর।"

সে দিন আর রাজকার্য্য কিছুই হইল না; তস্কর ধরিবার পরামর্শেই সময় অতিবাহিত হইল। রাজা সকলকে বিদায় দিয়া চিন্তিত-হৃদয়ে সভাভঙ্গ করত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সভাসদ্‌গণও ম্লানবদনে ভাবিতে ভাবিতে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থিত হইল।

পঞ্চত্রিংশ উল্লাস

মালিনী-রাম সংবাদ।

এ দিকে রাম মালিনীর বাটীতে যথাস্থানে বসিয়া রাজবাটীর সংবাদ জানিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। দেখিতে দেখিতে মালিনী আসিয়া উপস্থিত। পাঠক জানেন, মালিনী প্রত্যহই পুষ্প লইয়া প্রাতে রাজবাটীতে গমন করে এবং যে দিন যেরূপ পরামর্শ হয়, জানিয়া আসিয়া রামের নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া থাকে। অদ্যও সেইরূপ সমস্ত সংবাদ লইয়া গৃহে উপস্থিত হইয়াছে।

মালিনীকে দেখিবামাত্র রাম ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মাসি, আজিকার রাজবাটীর সংবাদ কি? কোনরূপ নূতন ঘটনা ঘটিয়াছে কি?"

মালিনী কহিল, "বাছা! চোরের জ্বালায় রাজা, অধিক কি, রাজ্যশুদ্ধ লোক সশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। কল্য কোটালের যে দুর্দশা ঘটিয়াছে, তাহা শুনিলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়।" এই বলিয়া মালিনী আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা বর্ণন করিলে রাম যেন চমকিত হইয়া বলিল, "তবে ত বড় সামান্য চোর নয়!"

মালিনী।—সে কথা আর জিজ্ঞাসা কর কেন? স্বপ্নেও কখন এরূপ ভীষণ চোরের কথা শুনি নাই।

রাম।—এখন রাজা কি স্থির করিলেন?

মালিনী।—অদ্য মন্ত্রীর প্রতি পাহারার ভার পড়িয়াছে। মন্ত্রী অদ্য রাত্রে যেরূপে পারেন, চোর ধরিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

রাম।—আচ্ছা মাসি, মন্ত্রীর স্বভাব-চরিত্র কেমন?

মালিনী।—তাঁহার স্বভাব-চরিত্র মন্দ নয়, তবে তিনি একটি রোগের জন্য বড়ই চিন্তিত।

রাম।—কি রোগ?

মালিনী।—টাক।

এই কথা শুনিয়াই রাম উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

মালিনী।—বাছা! হাসিলে যে?

রাম।—মাসি! যে কথা বলিলে, তাহাতে না হাসিয়া থাকিতে পারা যায় না। টাক বুঝি একটা প্রবল রোগ? সেই রোগের জন্য মন্ত্রী মহাশয় এত ব্যাকুল কেন?

মালিনী।—বাছা! ইহার মধ্যে নিগূঢ় রহস্য আছে।

রাম।—কিরূপ?

মালিনী।—মন দিয়া শুন। মন্ত্রী মহাশয়ের প্রথম পরিবারের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বৃদ্ধাবস্থায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা হইলে কি হয়, বুঝিতেই পার। কিসে স্ত্রী ভালবাসিবে, কিসে আপনাকে সুন্দর দেখাইবে, বৃদ্ধেরা এই চেষ্টাই করে। মাথায় টাক থাকাতে দেখিতে কদাকার হয়, বিশেষ তাঁহার পত্নী সর্ব্বদাই "টেকো টেকো" বলিয়া

বিদ্রূপ করেন ; সময়ে সময়ে রসিকতা করিয়া মাথায় চপেটাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই জন্য কিসে টাক ভাল হয়, মন্ত্রিবর অহরহ তাহারই চেষ্টায় আছেন। যে যেরূপ ঔষধের কথা বলে, যত ব্যয়ই হউক্, তৎক্ষণাৎ তাহা সংগ্রহ করেন ; কিন্তু টাক এ পর্য্যন্ত কিছুতেই আরোগ্য হইল না। এই জন্যই বলিতেছিলাম যে, ঐ রোগের জন্যই মন্ত্রীমহাশয় দিনরাত্রি চিন্তাকুল। নচেৎ তাঁহার অন্য কোন দোষ নাই।

রাম এই কথা শুনিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করত মনে মনে আনন্দিত হইলেন এবং মালিনীর সহিত ক্ষণকাল অন্যান্য নানাপ্রকার কথোপকথনে অতিবাহিত করিয়া কহিলেন, "মাসি, তবে তুমি এখন আহারাদি করিয়া বিশ্রাম কর, আমিও যৎকিঞ্চিৎ ভোজনের উদ্‌যোগ করি।"

মালিনী উঠিয়া স্নানাহারে গমন করিল, রামও আহারাদি-সমাপনান্তে শয্যায় শয়ান হইয়া কর্ত্তব্য-সম্পাদন-বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ষট্‌ত্রিংশ উল্লাস।

সখের বেদেনী।

দিবা অবসান। দিনমণি সমস্ত দিন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বিশ্রামার্থ অস্তগিরি-গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিহগকুল কলকলরবে বৃক্ষশাখায়, পর্ব্বতকোটরে, প্রাচীর-গহ্বরে আপন আপন কুলায়ে প্রবেশ করিতে লাগিল। রাখালেরা গোপাল লইয়া গৃ[illegible]ভিমুখে প্রস্থিত হইল। সন্ধ্যাসতী সমাগত হইলেন। গৃহস্থ-গৃহে কুলকামিনীরা শঙ্খধ্বনি করিয়া সন্ধ্যাদেবীর অভ্যর্থনা করিতে লাগিল।

এ দিকে মন্ত্রিপ্রবর যথাযোগ্য পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। মনে মনে আশা, কোটাল যে কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে না পারিয়া রাজসকাশে ও সর্ব্বজনসমক্ষে অপদস্থ ও লজ্জিত হইয়াছে, তাহা যথাযথ সম্পাদন পূর্ব্বক প্রশংসা লাভ করিবেন, রাজার নিকট পুরস্কৃত হইবেন, সমাজে মুখোজ্জ্বল হইবে।

আশা কুহকিনী। আশার আশ্বাসেই মানবগণ জীবন ধারণ করে, আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়াই লোক রত্নলাভের আশায় সমুদ্র-

গর্ত্তে নিমগ্ন হয়, আশার আশ্বাসে বিমোহিত হইয়াই লোকে ভুজঙ্গশিরস্থ মণির লোভে প্রধাবিত হইয়া থাকে। অমাত্যপ্রবরও আজি সেই আশায় মুগ্ধ হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি গভীর হইল। চারিদিক্ নিস্তব্ধ; জনপ্রাণীর সঞ্চরণ নাই; কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটি জম্বুক বা জম্বুকী ইতস্ততঃ দৌড়িয়া যাইতেছে, তদ্দর্শনে দুই একটা সারমেয় চীৎকার করিতে করিতে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে।

গাঢ় নিশীথিনী; গাঢ় অন্ধকার। এ গলী সে গলী নানা স্থানে মন্ত্রিবর ভ্রমণ করিতেছেন। কোটালের হস্তে যেরূপ গুপ্ত-লণ্ঠন ছিল, মন্ত্রীও তদ্রূপ লণ্ঠন সমভিব্যাহারে রাখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দীপশলাকা, বাতী প্রভৃতি অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্য সঙ্গে রাখিতেও বিস্মৃত হন নাই।

রাত্রি সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর। মন্ত্রিবর অবিরাম চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন। কোন মানবই নেত্রপথে নিপতিত হয় না। মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, "আমি অদ্য পাহারায় বহির্গত হইব, বোধ হয়, এই সংবাদ অবগত হইয়া তস্কর অদ্য আত্মগোপন করিয়াছে; অদ্য চৌর্য্যবৃত্তি করিতে বহির্গত হইবে, এ সাহস তাহার হয় নাই। আমি ত কোটালের ন্যায় মূর্খ ও অজ্ঞানান্ধ নহি, আমাকে ছলে-কৌশলে ভুলাইতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয় সে বুঝিতে পারিয়াছে. বোধ হয়, এই জন্যই অদ্য স্থানান্তরে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে।"

অমাত্যবর মনে মনে আত্মগর্ব্বে এইরূপে স্ফীত হইতেছেন, দেখিতে দেখিতে রাজকোতোয়ালীর ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া

রাত্রি ২টা ঘোষণা করিল। মন্ত্রী যে স্থানে ছিলেন, তথা হইতে আরও কিঞ্চিৎ দূরে একটি সংকীর্ণ তিমিরাবৃত গলীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

গলীর মধ্যে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র একটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি যেন মন্ত্রীর নয়নপথে নিপতিত হইল। তিনি থমকিয়া নিস্পন্দভাবে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন: বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, মূর্ত্তিটি যেন ধীরে ধীরে তাঁহার দিকেই আসিতেছে। তিনি কোষস্থ তরবারিতে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তি নিকটবর্ত্তী। তাহাকে দেখিয়াই মন্ত্রিবর বুঝিতে পারিলেন, পুরুষ নহে, রমণী মূর্ত্তি। হীনজাতীয়া রমণী,—বেদেনীদিগের যেরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ, নারীর পরিধানেও তদ্রূপ। স্কন্ধে একটা ঝুলী; ঝুলীটি কতকগুলি দ্রব্যে পরিপূর্ণ। মস্তকে একটা মলিন বস্ত্রের পুঁটলী।

রমণীকে দেখিবামাত্র মন্ত্রিবর তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহার পথরোধ করিলেন;—কহিলেন, "কে তুমি?"

উত্তর হইল,—"বেদেনী।"

প্রশ্ন।—এত রাত্রে তুমি কোথায় যাইতেছ? কোন্ স্থান হইতে আসিতেছ?

উত্তর।—আমি হরিপুরগ্রামে গিয়াছিলাম। জাতি-ব্যবসায়ই আমাদের উপজীবিকা। সেখানে আমি কতকগুলি লোকের দাঁতের পোকা, টাক, বাত প্রভৃতি রোগের ঔষধ দিয়া থাকি। কার্য্যগতিকে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, বাটীতে না গেলেও নয়, কাজেই রাতারাতি বাটী যাইতেছি।

প্রশ্ন।—তোমার বাটী কোথায় ?

উত্তর।—এই নগরের উত্তর-প্রান্তে চাঁইপাটগ্রামে আমরা থাকি।

প্রশ্ন।—তুমি কি কি রোগের ঔষধ জ্ঞান বলিলে ?

উত্তর।—দাতের পোকা ভাল করি, বাত ভাল করি, দরদ ভাল করি, কোমরের ব্যথা ভাল করি, টাক ভাল করি, আর মনের মত মানুষ পেলে রমণীকে স্বামি-সোহাগিনী করিয়া দিই, স্বামীকেও স্ত্রীর ভালবাসার পাত্র করিয়া দিতে পারি।

বেদেনীর রঙ্গভঙ্গী দেখিয়া, তাহার সুমধুর বাক্য শুনিয়া, বিশেষতঃ তাহার মুখে টাক ভাল করিবার কথা শুনিয়া মন্ত্রিবর একেবারে আত্মকার্য্য বিস্মৃত হইলেন; তিনি যে পাহারা দিতে আসিয়াছেন, চোর ধরিতে আসিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইল। তিনি শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "বেদেনি ! টাক ক'দিনে ভাল করিতে পার ?"

বেদিনী কহিল, "রোগ একরূপ নহে, যেমন রোগ, তেমনই চিকিৎসা আছে, তদনুযায়ী ঔষধও আছে। রোগ দেখিলে, তাহার লক্ষণ বুঝিলে বলিতে পারি।"

উৎফুল্ল হইয়া মন্ত্রিবর কহিলেন, "বেশ বেশ, আমার টাক রোগ আছে। আমি ইহার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছি, কিছুতেই চুল উঠিল না; আমি আমার টাক দেখাইতেছি, তুমি দেখিয়া বল দেখি, আরাম করিতে পার কি না ? আমি এই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, আমার টাক ভাল হইলে তোমাকে প্রার্থনামত পারিতোষিকে পরিতুষ্ট করিব।"

অমাত্যপ্রবর এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ মস্তকস্থিত উষ্ণীষ খুলিয়া গুপ্তলণ্ঠনের আলোক বাহির করিয়া বেদেনীকে মস্তক দেখিতে অনুরোধ করিলেন।

তখন বেদেনী মস্তকে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক টিপিয়া টিপিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বলিয়া উঠিল, " একি আবার টাক ! এ ত সামান্য টাক ! এ টাকের জন্য আবার আপনার ভাবনা কি ? ইহা সদ্য সদ্যই ভাল হইতে পারে।"

বিস্মিত হইয়া মন্ত্রিপ্রবর কহিলেন, "বল কি বেদেনী ! সদ্য সদ্য ভাল হয় ? তবে বল, আমার কি উপায় হইবে ? আমি তোমাকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিব।"

বেদেনী বলিল, "আপনি রাজ্যের মন্ত্রী, আপনার ক্ষমতা অসীম, আপনি সকলই করিতে পারেন। আপনি এ দাসীকে চরণে রাখিলেই যথেষ্ট, আমি ইহার জন্য অর্থ-পুরস্কারের প্রত্যাশী নহি।"

মন্ত্রী কহিলেন, "তবে কি হইবে বল, কল্য প্রাতে তুমি আমার গৃহে আসিবে ?"

বেদেনী কহিল, "এ রোগের চিকিৎসার উপযুক্ত সময় রাত্রিকাল। রাত্রিকালে ঔষধ দিলে সদ্য সদ্যই আরোগ্য হইতে পারে।"

মন্ত্রী কহিলেন, "তোমার নিকটেই কি ঔষধ আছে ? তাহা হইলে তুমি অদ্য উহা দিলেই আমার যথেষ্ট উপকার হয়।"

বেদেনী কহিল, "একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে, এ স্থান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে 'হিঙ্গুলসার' নামে যে পুরাতন দীঘী আছে, আমার সঙ্গে সেই স্থানে আপনাকে যাইতে হইবে। সেই

দীর্ঘিকার জল এ রোগের মহৌষধ। সেই জলে স্নান করিয়া মস্তকে ঔষধ লেপনমাত্র সদ্য চুল বহির্গত হইবে। ঔষধ আমার ঝুলীতেই আছে।"

পরম পুলকিত হইয়া মন্ত্রিবর তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং কর্ত্তব্য-কার্য্য বিস্মৃত হইয়া বেদেনীর সঙ্গে সঙ্গে হিঙ্গুলসারের উদ্দেশে চলিলেন। বেদেনী মৃদু মৃদু গুঞ্জনে আনন্দ-সংগীত গাহিতে গাহিতে শীকার লইয়া মন্থরপদে গমন করিল।

জংলা—একতালা।

চল যাদু আমার সনে।
সুখ পাবে প্রাণে প্রাণে॥
রসের বেদেনী আমি, টাকের ঔষধ জানি,
সদ্য সদ্য হবে ভাল সুখ পাবে মনে॥

সপ্তত্রিংশ উল্লাস।

আগমন—রক্তকিন্‌কিনি!

বেদেনী গান গাহিতে গাহিতে মন্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া চলিতে লাগিল। আজি মন্ত্রীর মনে আনন্দের সীমা নাই। যে টাকের জন্য দিবানিশি চিন্তিত, যে টাকের জন্য আপনার সৌন্দর্য্যের নাশন হইয়াছে চিন্তা করেন, সেই টাক সদ্য সদ্য ভাল হইবে, নূতন কেশ উঠিবে, রূপের বাহার খুলিয়া যাইবে। আর গৃহিণী বিদ্রূপ করিতে পারিবেন না। মন্ত্রিরাজ আনন্দে উৎফুল্ল।

ক্রমে নগরীর প্রান্তভাগে নির্দ্দিষ্ট পুষ্করিণীতীরে উভয়ে সমুপস্থিত। তখন বেদেনী বলিল, "মন্ত্রিবর! এই সেই পুষ্করিণী, এরূপ জল প্রায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, টাকের পক্ষে এই জল পরম উপকারী।"

মন্ত্রী।—বটে! বেদেনি! তুমি যদি আজি আমার টাক ভাল করিয়া দিতে পার, চিরদিন তোমার কেনা হইয়া থাকিব।

বেদেনী।—ও কি মন্ত্রিবর! আমরা আপনার অধীন, হুকুমের

দাসী। আপনার হুকুম তামিল করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমাদের কর্ত্তব্য কাজ আমরা করিতে বাধ্য, ইহা আর আমাদের প্রশংসা কি ?

মন্ত্রী।—তা এখন কি করিতে হয় কর।

বেদেনী।—আপনার পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিতে হইবে। পরিচ্ছদ ত নষ্ট করিতে পারিবেন না। আমি বরং একখণ্ড ছেঁড়া কাপড় দিতেছি, আপনি তাহাই পরিধান করুন, আমি টাকে ঔষধি দিতে আরম্ভ করি।

তাহাই ধার্য্য হইল। বেদেনী নিজ ঝুলী হইতে একখণ্ড মলিন শতগ্রন্থি বস্ত্রখণ্ড বাহির করিয়া দিল; মন্ত্রিবর আপন পরিচ্ছদ খুলিয়া তথায় রাখিয়া সেই বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া বসিলেন। তখন বেদেনী ঝুলীর মধ্য হইতে খান দুই ঝামা বাহির করিল, একটা ভাঙ্গা ভাঁড়ও ঝুলীর মধ্যে ছিল, তাহাতে করিয়া পুষ্করিণীর জল লইয়া আসিল; পরে মন্ত্রীর মস্তকে বেশ করিয়া খানিকটা সরিষার তৈল মাখাইল। বলা বাহুল্য যে, এ সমস্ত বস্তুই বেদেনীর ঝুলীতে সংগৃহীত ছিল। মস্তকে উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন করা হইলে বেদেনী জলসিক্ত ঝামা দিয়া শনৈঃ শনৈঃ মাথার টাকস্থান ঘষিতে লাগিল।

বহুক্ষণ অতীত হইল, ঘর্ষণ আর শেষ হয় না। ঘষিতে ঘষিতে মন্ত্রী ক্রমশঃ মস্তকে যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "বেদেনি! লাগিতেছে যে! আর কতক্ষণ ঘষিবে ?"

বেদেনী।—একটু সহ্য করুন, অপেক্ষা করুন, একটু কষ্ট-স্বীকার না করিলে পরিণামে সুখ হয় না। আপনি উতলা

মন্ত্রী।—আচ্ছা, তুমি যাহা ভাল বুঝ, তাহাই কর। তুমিই আমার ভরসা।

বেদেনী আবার ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে রোমকূপ হইতে শোণিতবিন্দু বহির্গত হইলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আর সহ্য করিতে না পারিয়া মন্ত্রী কহিলেন, "বেদেনি! প্রাণ যায়, অত্যন্ত জ্বালা করিতেছে, আর সহ্য হয় না।"

বেদেনী।—আর বেশী দেরী নাই। এইবার প্রায় কার্য্য সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। আর কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন।

এই বলিয়া বেদেনী পুনরায় ঘর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মুখ বিকট-সিকট করিয়া মন্ত্রী অতিকষ্টে যন্ত্রণা সহ্য করিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "বেদেনি! আর কিছুতেই সহ্য হয় না। ছাড়িয়া দাও।"

বেদেনী।—হইয়াছে, আর ঘর্ষণ করিতে হইবে না। এখন নিয়মিতরূপে স্নান করিলেই দেখিবেন, সমস্ত মস্তক নবকেশে বিমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন আপনি গাত্রোত্থান করিয়া পুষ্করিণীতে অবতরণ করুন, যে ভাবে ডুব দিতে হয়, যতক্ষণ জলগর্ভে থাকিতে হয়, আমি এই স্থানে বসিয়া তাহা বলিয়া দিতেছি!

—
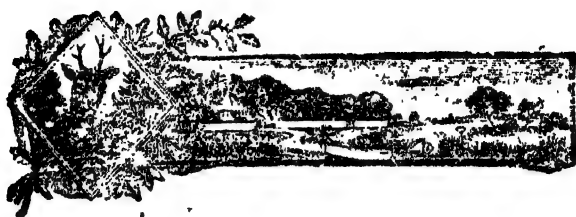
অষ্টত্রিংশ উল্লাস।

বস্ত্রহরণ।

মন্ত্রী জলগর্ভে অবতরণ করিয়া কহিলেন, "বেদেনি! এখন কি করিতে হইবে, বল?"

বেদেনী কহিল, "গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া ডুব দিতে হইবে। ডুব দিয়া অন্ততঃ পাঁচ মিনিট জলমধ্যে অবস্থান করিবেন।"

মন্ত্রিবর তাহাই করিলেন, গঙ্গাজলে নামিয়া ডুব দিলেন; প্রায় ৫ মিনিট পরে উঠিয়া বলিলেন, "বেদেনি! এখন কি করিতে হইবে?"

বেদেনী। —গণিয়া গণিয়া ঐ ভাবে সাতটি ডুব দিউন।

বেদেনীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অমাত্যপ্রবর গণনা করিয়া এক একবার ডুব দিয়া আনুমানিক পাঁচ মিনিট করিয়া অবস্থান পূর্ব্বক মস্তক উত্তোলন করেন, আবার ডুব দেন। এই ভাবে সাতবার ডুব দিয়া উঠিলেন। তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেদেনি, এখন কি করিতে হইবে বল?"

বেদেনী কহিল, "এখন একবার মাথায় হাত দিয়া দেখুন দেখি, কিরূপ বোধ হইতেছে ?"

মন্ত্রী আপনার মস্তকে হাত বুলাইয়া দেখিলেন, মাথা যেন তেলের ন্যায় মসৃণ হইয়াছে, নূতন চুল উঠিলে যেরূপ বোধ হয়, সেই প্রকার অনুমান করিয়া তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। উৎফুল্ল হইয়া হাস্যমুখে তিনি কহিলেন, "বেদেনি ! তুমি আমার প্রাণদান করিলে। আমার যেন বোধ হইতেছে, মাথায় নূতন চুলের সঞ্চার হইয়াছে ; আর টাকে হাত পড়িতেছে না।"

পাঠকগণ এই স্থানে জানিয়া রাখুন, ঐ পুষ্করিণীতে জোঁকের সংখ্যা নাই। সেটি জানিয়াই বেদেনী এই কৌশল করিয়াছিল। ঝামা দ্বারা মাথা ঘষিয়া দেওয়াতে রোমকূপ হইতে অল্প অল্প শোণিতবিন্দু ক্ষরিত হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সেই শোণিতের লোভে মন্ত্রীর মস্তকে রাশি রাশি জোঁক সংলগ্ন হইয়া রোমকূপে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। জোঁকের গাত্র তেলের ন্যায় মসৃণ, তাহাও সকলে জানেন। মন্ত্রী অনুমান করিলেন, নূতন কেশ উৎপন্ন হওয়ায় মস্তক তাদৃশ মসৃণ হইয়াছে। মন্ত্রীবুদ্ধিই বটে !

অনন্তর মন্ত্রী মিষ্টস্বরে সম্বোধন করিয়া বেদেনীকে কহিলেন, "এখন কি করিতে হইবে বল ? তোমাকে আর বেদেনী বলিয়া সম্বোধন করিতে ইচ্ছা হয় না, তাহা উচিতও নহে। তুমি আমার প্রাণদাত্রী তুল্য মহোপকারিণী।"

বেদেনী কহিলেন, "এখন আর চিন্তা কি ? আপনার টাক ভাল হইয়াছে। এখন পূর্ব্বের ন্যায় গণনা করিয়া করিয়া আর সাতবার ডুব দিন। আর একটি কথাও কহিবেন না, এখন

আর আমার সহিত কথা কহিবেন না। ঐ ভাবে সাতবার ডুব দিয়া মৌনভাবে ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে উঠিয়া পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করুন।”

বেদেনীর এই কথা শুনিয়া মন্ত্রিবর তদ্গতচিত্তে অভীষ্ট-দেবকে স্মরণ পূর্ব্বক ডুব দিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে বেদেনী মন্ত্রীর পরিচ্ছদ ও বস্ত্রাদি যাহা যাহা সরোবরকূলে সংরক্ষিত ছিল, তাহা লইয়া প্রস্থান করিল।

এখন পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, এই সখের বেদেনী কে? আর কেহই নহে, সেই তস্করপ্রবর সুচতুর রাম। রাম কর্ত্তৃকই মন্ত্রীর বস্ত্রহরণ!
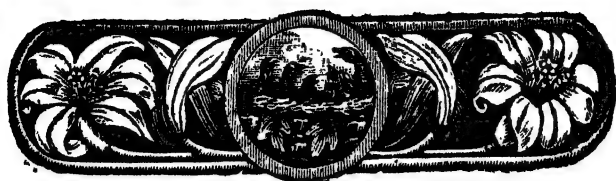
ঊনচত্বারিংশ উল্লাস।

হায় রে টাক!—এখন প্রাণ যায়!

এক দুই করিয়া মৌনভাবে সাতবার ডুব দিবার পর মন্ত্রিবর জলগর্ভ হইতে উঠিয়া তীরে উপস্থিত হইলেন; চারিদিকে চাহিয়া দেখেন, জনপ্রাণী নাই। বেদেনী অদৃশ্য! যেখানে পরিচ্ছদ রাখিয়াছিলেন, তথায় সে সমস্ত নাই। ব্যাপার কি? গুপ্তলণ্ঠনটি পর্য্যন্ত অপহৃত হইয়াছে। এই অন্ধকারে বনপথ দিয়া কি প্রকারে বাটী যাইবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

স্তম্ভিত হইয়া মন্ত্রিবর চিন্তা করিতেছেন, এক একবার মাথায় হাত বুলাইয়া দেখিতেছেন। সমস্ত মস্তক তেলের ন্যায় মসৃণ; বোধ হইল যেন, সমস্ত মস্তকই নূতন কেশরাশিতে বিমণ্ডিত হইয়াছে। যে লোক এত যত্ন করিয়া বিনা পুরস্কারে, বিনা পারিশ্রমিকে এত উপকার করিল, অসাধ্য রোগ যাহার কৃপায় আরোগ্য হইল, সে কি কখনও বস্ত্রাদি অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবে?—কখনই না, ইহা মনে করিলেও পাপ হয়।

তবে কি? ইহা কি কোন ভৌতিক কাণ্ড? যদি ভৌতিক কাণ্ডই হয়, তাহা হইলে বস্ত্রাদি গেল কোথায়? তবে কি দৈব! দৈব অনুকূল হইয়া কি আমার রোগের উপশম করিয়া দিলেন? তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভবে? দৈব হইলে বস্ত্রাদি অপহৃত হইবে কেন? কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। তর্ক উঠিতেছে অনেক প্রকার, কিন্তু কিছুরই ত মীমাংসা হইতেছে না।

এইরূপ নানা তর্ক, নানা বিতর্ক, নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে অপ্রফুল্ল-বদনে মন্ত্রিবর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ক্রমে মন্ত্রীর মস্তকে দারুণ যাতনা অনুভূত হইতে লাগিল। একপাল জোঁক রোমকূপে বসিয়া বসিয়া রক্ত-শোষণ করিতেছে, সুতরাং ব্রহ্মরন্ধ্র যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া অমাত্যবর ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুবারি বিগলিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসমান করিল। তিনি করযোড়ে বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন—

"কোথা হে করুণাময় অগতির গতি।
এ কি দশা দয়াময় ঘটিল সংপ্রতি॥
কি বুদ্ধি ঘটিল মোর নারিনু বুঝিতে।
টাক যে আছিল ভাল কি ক্ষতি তাহাতে॥
কাহার কুহকে পড়ি বনেতে আসিয়া।
ফাঁপরে পড়িনু এবে বস্ত্র হারাইয়া॥

কোথায় ধরিব চোর লভিব কীরিত্তি ;
লইল সকল চোর এ কিবা দুর্গতি ॥
টাক টাক করি মোর ঘটিল বিলম্ব ।
যন্ত্রণা অসহ্য হায় কি করি এখন ॥
টাক ভাল হলো বটে বুঝিতেছি মনে ।
অসহ্য যাতনা তবে কিসের কারণে ॥
কি কহিব দরবারে রাজার নিকট ।
হায় হায় কি ঘটিল বিষম সঙ্কট ॥
নেকড়া পরিয়া গহে কিরূপে যাইব ।
গৃহিণীর পাশে গিয়া কি কথা বলিব ॥
হায় হায় সব কথা বুঝিনু এখন ।
চোর বেটা হতে হলো এই দুর্ঘটন ॥
কালামুখ আর আমি দেখাতে নারিব ।
রাজার সভায় আর কভু না যাইব ॥
দূরদেশে কিংবা বনে করিব গমন ।
কাটাইব ভিক্ষা করি এ ছার জীবন ॥

মন্ত্রিবর যতই পরিতাপ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার যন্ত্রণা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি হায় হায় করিতে করিতে অতিকষ্টে বনপথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশ উল্লাস।

গৃহিণি! রক্ষা কর।

এদিকে মন্ত্রিভবনে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী আহ্লাদে ফুটিফাটা হইয়া সুখ-পর্য্যঙ্কে শয়ান রহিয়াছেন। পতি চোর ধরিতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার যত্ন কখনই বিফল হইবে না। তিনি সুচতুর, বুদ্ধিমান্, সাহসী ও বিচক্ষণ। তিনি অদ্য চোরকে ধৃত করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। চোর ধৃত হইলেই রাজকোষ হইতে অগণিত অর্থরাশি ও রত্নাদি পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। গৃহিণী সেই সকল ধনরত্নের অধিকারিণী হইবেন; তাঁহার সুখের পরিসীমা থাকিবে না। আশা-কুহকিনীর এই আশায় মুগ্ধ হইয়া গৃহিণী সমস্ত রাত্রি সুখের স্বপ্ন দেখিতেছেন। কখন্ রাত্রি প্রভাত হইবে, কখন্ পতি আসিয়া ধৃত চোরের সংবাদ প্রদান করিবেন, তিনি এই চিন্তায় বিভোর হইয়া রহিয়াছেন।

ক্রমে রাত্রি প্রায় অবসান। টং টং করিয়া ঘটিকা যন্ত্রে রাত্রি ৪টা ঘোষণা করিল। হঠাৎ মন্ত্রীপত্নীর কর্ণে কাতরধ্বনি প্রবেশ করিল। 'গৃহিণি! রক্ষা কর' যেন এই শব্দ তাঁহার শ্রবণবিবরে

স্থান পাইল। তিনি শশব্যস্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্তম্ভিতভাবে ঘরের দ্বারের দিকে কর্ণপাত করিয়া রহিলেন।

আবার কাতরধ্বনি!—'গৃহিণি! শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও, রক্ষা কর, প্রাণ যায়।" এবার আর সন্দেহ বা ভ্রম রহিল না। পতির কণ্ঠস্বর শুনিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে দ্বার খুলিয়া দিয়াই বিস্ময়ে স্তম্ভিত! ভয়ে চমকিত হইয়া পশ্চাদ্দিকে হঠিয়া আসিলেন। গৃহমধ্যে আলোক প্রজ্বলিত ছিল; যদিও মৃদু আলোক, তথাপি উলঙ্গপ্রায় কর্দ্দমাক্ত এক মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি!"

তখন মন্ত্রী কহিলেন, "গৃহিণি! ভয় নাই, আমি।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "উলঙ্গ কেন, সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দমই বা দেখিতেছি কেন? কাণ্ডখানা কি?"

মন্ত্রী কহিলেন, "সকল ঘটনা পরে বলিতেছি, তুমি অগ্রে আলোক ধরিয়া আমার মাথাটা দেখ দেখি। আমার মস্তকে যে টাক ছিল, তাহা আর নাই, সমস্ত মস্তকই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কেশ-রাশিতে মণ্ডিত হইয়াছে; কিন্তু যাতনায় আমি তিষ্ঠিতে পারিতেছি না। আমার প্রাণ যেন বহির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছে।"

তখন গৃহিণী ব্যস্তসমস্তভাবে আলোক আনিয়া পতির মস্তকের নিকট ধরিবামাত্র "বাবা গো! কি সর্ব্বনাশ!" বলিয়া যেমন পশ্চাদ্দিকে হটিয়া যাইবেন, অমনি আলোক হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। তখন গৃহিণী তাড়াতাড়ি আর একটি আলোক প্রজ্বালিত করিয়া পতির নিকটে আসিয়া বলিলেন, "এ কি সর্ব্বনাশ করিয়াছ?"

চমকিত হইয়া মন্ত্রী কহিলেন, "কেন গৃহিণি, কি হইয়াছে ?"

গৃহিণী।—তুমি কি পাগল হয়েছ! টাক ভাল করিতে কোথায় গিয়াছিলে ?

মন্ত্রী।—কেন ?

গৃহিণী।—আবার কেন বলিতে লজ্জা হয় না ? তুমি বুঝি মনে করিয়াছ তোমার মাথায় নূতন চুল গজাইয়াছে ?

মন্ত্রী।—তবে কি ?

গৃহিণী।—তোমার মাথা! ও যে সব জোঁক। তোমার মগজ খুলিয়া খুলিয়া রক্ত খাইতেছে। আর খানিকক্ষণ হইলেই যে প্রাণটি হারাইতে!

মন্ত্রী।—বল কি! তবে এখন উপায় ? তুমি এখন রক্ষা কর। আমি তোমার সন্তোষের জন্যই টাক ভাল করিতে গিয়াছিলাম। আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হইল।

গৃহিণী।—এই বুদ্ধি লইয়া মন্ত্রীত্ব কর ?

গৃহিণী এই বলিয়া তাড়াতাড়ি খানিকটা লবণ আনিয়া সমস্ত মাথায় ছড়াইয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ ঝর্ ঝর্ করিয়া সমস্ত জোঁক মরিয়া ভূতলে নিপতিত হইল; কিন্তু ক্ষতমুখে লবণ সংলগ্ন হওয়ায় দ্বিগুণ জ্বালাবৃদ্ধি হইল। মন্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে যন্ত্রণার উপশম হইলে গৃহিণী পতির মস্তক উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর পতি-প্রমুখাৎ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্মিত, চমকিত ও বিষাদিত হইলেন।

একচত্বারিংশ উল্লাস।

মন্ত্রীর বিলাপ।

রজনী-প্রভাতে নরপতি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে যথাসময়ে রাজসভায় সমুপস্থিত হইলেন। একে একে সভাসদ্গণ সমুপস্থিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু মন্ত্রী উপস্থিত হইলেন না। গত যামিনীতে মন্ত্রীর প্রতি পাহারার ভার ছিল, কি ঘটিল, চোরের সম্বন্ধে কি হইল, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সকলেই চিন্তিত হইলেন। ক্রমে সময় উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া নরপতির আদেশে একজন অনুচর মন্ত্রীর গৃহে প্রেরিত হইল।

এ দিকে মন্ত্রিবর প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর শয্যায় উপবেশন করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। মস্তকের যন্ত্রণায় অস্থির। রাশি রাশি জোঁক রোমকূপে বসিয়া শোণিত শোষণ করিয়াছে, মস্তকের সর্ব্বত্র ক্ষত হইয়াছে, ক্লেশের পরিসীমা নাই। তিনি শয্যাতলে বসিয়া আত্মদুঃখ স্মরণ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে জগদীশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

গীত।

কোথায় হে দয়াময় অগতির গতি।
কি দোষে ঘটিল মোর এ হেন দুর্গতি॥

জন্মান্তর-কর্ম্মফলে, আসিয়া জগতীতলে,
জনম গেল বিফলে ওহে বিশ্বপতি ॥
মান গেল মর্য্যাদা গেল, যা ছিল কপালে হইল,
কি বলিবে সভাতলে অবন্তীর পতি।
কি কাজ জীবনে আর, গিয়া কানন-মাঝার,
চিন্তিব হৃদয়মাঝে কমলার পতি ॥

হায়! কিরূপে আর লোকালয়ে বহির্গত হইব, কিরূপেই বা নৃপতির নিকট মুখ দেখাইব? আমার উপর যে ভার অর্পিত হইয়াছিল, সে কার্য্য সিদ্ধ করা দূরে থাকুক্, সেই চোরের হস্তেই আমার এই দুর্গতি ঘটিল। আমার নির্ব্বুদ্ধিতার কথা কি প্রকারে সকলের নিকট প্রকাশ করিব? টাক আরোগ্য করিবার জন্য মতিভ্রম হইল, এ কথা শুনিলে সকলেই আমাকে উপহাস করিবে, কোন্ প্রাণে সেই সকল বিদ্রূপ, সেই সকল উপহাস সহ্য করিব? না, তাহা পারিব না; আর রাজসভায় যাইব না, যে দিকে দুই চক্ষু যায়, সেই দিকেই চলিয়া যাই। জগৎপাতার এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে লক্ষ লক্ষ প্রাণী অবস্থান করিতেছে, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীর কি একটু স্থান মিলিবে না? হায়! আমি কি করি, কোথায় যাই? অন্য জন্মে যেমন কাজ করিয়াছিলাম, ইহজন্মে তাহারই ফল ভোগ করিতেছি। বোধ হয়, জন্মান্তরে কাহারও মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত প্রদান করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে ইহজন্মে আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিল।

হে ভগবন্! হে আদিপুরুষ! হে কমলাপতে! তোমার মহিমা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য এবং চেষ্টা ও অধ্যবসায় একান্ত দুঃধি-গম্য। হে বিশ্বপতে! অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তোমার লোমসমূহ,

পাতাল তোমার পাদ, স্বর্গ তোমার মস্তক, আকাশ তোমার শরীর-বিস্তৃতি, চন্দ্র-সূর্য্য তোমার দুই চক্ষু, অগ্নি তোমার শরীর-নিঃসৃত তেজোরাশির কণামাত্র, জগৎপ্রাণ সমীরণ তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস, পৃথিবী তোমার কটিদেশ, ধর্ম্ম তোমার নাভি, সত্য তোমার বক্ষঃ, শান্তি তোমার দীপ্তি এবং ন্যায় তোমার স্বভাব ; দয়া ক্ষমা, অনুকম্পা, ধৃতি, পুষ্টি,তুষ্টি, ঋদ্ধি, জয়, বিজয়, কল্যাণ, অমৃত, ক্ষেম, অভয় ইত্যাদি তোমার চেষ্টা। তুমি ভূতগণের স্থিতিবিধান জন্য পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। হে যজ্ঞপুরুষ! হে মহাপুরুষ! আমি মনস্তাপে জর্জ্জরিত, সংসারমায়ায় বঞ্চিত ও বিক্রত, শোকে দুঃখে ছিন্ন-ভিন্ন ও অবসন্ন, কামক্রোধে দলিত ও বিচলিত এবং মোহে হতবিহত হইয়া ত্বদীয় পরম পবিত্র নাম স্মরণ করিতেছি, আর যেন আমাকে সংসারনিকরের কৃমি হইয়া, পরম পাপ-পরিবারের দাস হইয়া এবং অন্ধ স্নেহমমতায় চালিত ও ব্যাহত হইয়া দুর্নিবার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়। হে বিশ্বপতে! তুমি মহামোহরূপ অন্ধকারের প্রদীপ্ত দিবাকর, দুঃখবিষাদরূপ দুরন্ত ব্যামোহের মূর্ত্তিমান্ দিব্যৌষধ এবং পাপতাপরূপ জীবন্মৃত্যুর সাক্ষাৎ অমৃতরস। তোমাকে বারংবার নমস্কার করিয়া আমি প্রযতচিত্তে পূতমনে ঐকান্তিকভাবে তোমার চরণ-পঙ্কজ স্মরণ করিতেছি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর। হে আদি-দেব! হে অনন্ত! আমি মায়াপাশে বদ্ধ ও মোহজালে জড়িত হইয়া সংসাররূপ অপার সাগরে একাকী অবসন্ন-দেহে সন্তরণ পূর্ব্বক যে যাতনাপরম্পরা ভোগ করিতেছি এবং পাপীয়সী আশার দুরন্ত দাসত্বযোক্ত্র বহন করিয়া যে আত্যন্তিকী মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছি, তোমার প্রসাদে তৎসমস্ত যেন আমাকে

পুনরায় আক্রমণ না করে। আমি দারাদি সমুদয় সংসার পরিহার, বিষয়লিপ্সাদি সমুদায় বন্ধন ছেদন এবং প্রীতি-মমতাদি সাক্ষাৎ ক্লেশ সকল বিসর্জ্জন করিয়া তোমার পবিত্র চরণধ্যানে নিমগ্ন হইলাম, তুমি স্বভাবসিদ্ধ করুণাগুণলেশ প্রদর্শন করিয়া পতিত আমাকে, পরিতাপিত আমাকে, বিপন্ন আমাকে ও হতভাগ্য আমাকে রক্ষা কর, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে বারংবার তোমাকে নমস্কার করি। তুমি তদ্দ্বারাই প্রসন্ন হইয়া আমাকে স্বকীয় পদপ্রান্ত প্রদর্শন কর। হে দেবদেব! হে আদিদেব! দারুণ সংসার-পিপাসায় আমার শরীরশোষ সমুপস্থিত হইয়াছে; সেই জন্য তোমার পরমপবিত্র পাদপদ্ম-পরাগরেণুলেশ পান করিয়া জন্মের মত স্বস্থ ও শিবস্থ হইবার আশয়ে তোমারই শরণ গ্রহণ করিলাম। আমাকে কৃপাপূর্ব্বক রক্ষা কর। হে নাথ! হে অধিপতে! যে তুমি অতীব গুরুভরা পৃথিবীকে অনায়াসেই উদ্ধার করিয়া সলিলপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়াছিলে, অতীব ক্ষুদ্রভার ক্ষুদ্র আমাকে উদ্ধার করিতে সেই তোমার আয়াসস্বীকারের সম্ভাবনা কোথায়? আমি কেবল এই বিশ্বাসে ও এই সাহসে দুর্নিবার বিষাদভার কথঞ্চিৎ পরিহার করিয়া তোমার পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিলাম। তুমি আমাকে অনাথ জানিয়া, অসহায় জানিয়া ও পরম পাপশীল দুরাচার জানিয়া নিজ গুণে উদ্ধার কর। হে গুণময়! তুমি যেরূপে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলে, সেইরূপে আমাকে সমুদ্ধার কর; নতুবা পাপাত্মা আমার উদ্ধারের উপায়বিরহ।

অমাত্যবর এইরূপে জগদীশ্বরকে মানসপটে স্মরণ পূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে রাজ-অনুচর আসিয়া

উপস্থিত হইল। রাজার আদেশ-শ্রবণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মন্ত্রিবর ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া কহিলেন, "তুমি নৃপতিকে গিয়া বল, মন্ত্রীর শেষ অবস্থা উপস্থিত। তাহার সংসারে থাকিবার আর প্রয়োজন করে না; তাহাকে বনবাসে অনুমতি দিউন।"

মন্ত্রীর বাক্যে হতবুদ্ধি হইয়া কিঙ্কর ক্ষণকাল তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল; মন্ত্রিবাক্যের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। অধিকন্তু মন্ত্রীর মস্তকের দুর্দ্দশা দেখিয়া সে মনে করিল, বোধ হয়, ইহাঁর বায়ুরোগ জন্মিয়াছে। এই ভাবিয়া কহিল, "মন্ত্রিবর! আপনি কি বলিতেছেন? আপনার মুখে এ কথা শোভা পায় না। আপনি রাজার দক্ষিণ হস্ত; আপনিই রাজ্যের সর্ব্বে-সর্ব্বা, আপনি ব্যতিরেকে মুহূর্ত্তের জন্যও রাজকার্য্য চলিতে পারে না। বেলা অধিক হইয়াছে, আপনার প্রতীক্ষায় সকলেই রাজসভায় উপবিষ্ট আছেন।"

মন্ত্রী কহিলেন, "না কিঙ্কর! আমি যথার্থই বলিতেছি, আমি অদ্যই সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইব, নৃপবরকে আমার বিনয় জানাইয়া ক্ষমা করিতে বলিবে। আরও কহিবে, আমার ন্যায় ক্ষীণবুদ্ধি অধম তাঁহার মন্ত্রিপদের যোগ্য নহে।"

মন্ত্রীর বাক্যশ্রবণে অগত্যা কিঙ্কর তাঁহাকে নমস্কার করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে রাজসভায় প্রতিগমন করিল এবং আদ্যোপান্ত সকল কথা রাজসন্নিধানে নিবেদন করিয়া এক-পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল। সভাশুদ্ধ সকলেই বিস্মিত।

দ্বিচত্বারিংশ উল্লাস।

মন্ত্রীর রাজসভাপ্রবেশ—রহস্যভেদ।
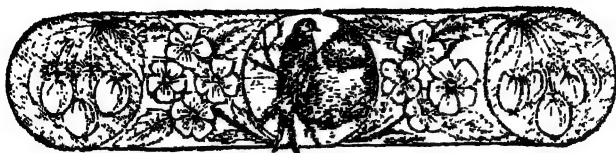
অনুচরের মুখে সকল কথা শুনিয়া অবন্তীনাথের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অকস্মাৎ মন্ত্রীর হৃদয়ে এরূপ ভাবের আবির্ভাব হইল কেন? তবে কি হঠাৎ কোন রোগ উপস্থিত হইয়াছে? বলা যায় না, শরীর ব্যাধিমন্দির। কাহার ভাগ্যে কখন্ কি ঘটে, কালের অন্ধকার হৃদয়েই তাহা নিহিত। কালবশে সকলই হয়, আজি যে ব্যক্তি সুস্থশরীরে হাস্যপরিহাসে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছে, কালি হয় ত শুনা যায়, তাহাকে কালবশে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। মানবজীবন ক্ষণভঙ্গুর; ইহার প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করা নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ব্যাপার কি, জানিতে না পারিলে কিছুতেই চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে পারিতেছি না।

অবন্তীনাথ মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া পাত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "পাত্র! এ কিঙ্করের কার্য্য নহে।

তুমি স্বয়ং গমন পূর্ব্বক মন্ত্রিবরের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে রাজ-সভায় আনয়ন কর। আমি এ রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যতক্ষণ তাঁহার প্রমুখাৎ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শ্রবণ না করি, ততক্ষণ কিছুতেই আমার চাঞ্চল্য নিবারিত হইবে না।"

মহামতি পাত্র রাজার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র 'যে আজ্ঞা' বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মন্ত্রি-ভবনের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এ দিকে অমাত্যবর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে আসনে বসিয়া করতলে কপোলবিন্যাস পূর্ব্বক চিন্তানিমগ্ন রহিয়াছেন, সহসা পাত্র আসিয়া তদীয় পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। মন্ত্রীর মস্তকের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তাঁহাকে সম্মুখে সমাগত দর্শনমাত্র মন্ত্রিবর সাদরে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বসিতে আসন প্রদান করিলেন, পাত্রও নমস্কার করত তদ্দত্ত আসনে সমাসীন হইলেন। তখন উভয়ে কথোপকথন চলিতে লাগিল।

পাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রিবর! আপনার শরীর কি অসুস্থ হইয়াছে?"

মন্ত্রী।—শরীর অপেক্ষা মনের অসুখ শতগুণে অধিক। মানসিক অস্বাস্থ্যে আমি একেবারে নিরাশপ্রায় হইয়াছি।

পাত্র।—সে কি! আপনার মানসিক অস্বাস্থ্যের কোন কারণই ত দৃষ্ট হয় না। তবে গৃহিণী বা পরিবারবর্গের মধ্যে কোন অকুশল ঘটে নাই ত?

মন্ত্রী।—না, তাহা কিছুই নহে। তৎসম্বন্ধে সমস্তই কুশল।

পাত্র।—তবে কি কারণে আপনার মানসিক চাঞ্চল্য জন্মিয়াছে?

মন্ত্রী।—আমার মাথামুণ্ড আর বলিব কি?

পাত্র।—কেন? ভাল, আপনার মস্তকের এ অবস্থা কেন?

মন্ত্রী।—তাই ত বলিতেছি, সকলি আমার মাথামুণ্ড।

পাত্র।—ব্যাপার কি, স্পষ্ট করিয়া না বলিলে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

মন্ত্রী।—আর কি বলিব, আমার মাথায় টাক রোগ ছিল, অথবা আছে, তাহা ত জানেন?

পাত্র।—তাহা ত জানি।

মন্ত্রী।—টাকই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

পাত্র।—টাক আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এ কথার তাৎপর্য্য কি?

"তবে শুনুন" বলিয়া অমাত্যবর আদ্যোপান্ত সকল কথা বর্ণন করিলে পাত্র বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও চমকিত হইয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তৎপরে কহিলেন, "যেরূপ ভীষণ তস্কর আসিয়া জুটিয়াছে, তাহাতে রাজ্যমধ্যে এরূপ কত দুর্ঘটনা ঘটিবে, বলা যায় না। দিবনিশি রাজ্যবাসী সকলেই সশঙ্কভাবে অবস্থান করে, সকলেরই হৃদয় ভয়বিকম্পিত, মনের সুখে কেহই সুখী নহে।"

মন্ত্রী।—পাত্র! তুমি বুদ্ধিমান্, সকলই বুঝিতে পার। আমি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী; আমার এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় পাইয়া সকলেই আমাকে উপহাস করিবে। তাই স্থির করিয়াছি, লোকালয়ে আর এ কালামুখ দেখাইব না। বয়সও হইয়াছে, আর পাপ-সংসারে থাকিয়া ফল কি? এখন বনবাস আশ্রয় পূর্ব্বক জগৎপাতার চরণ স্মরণ করিয়া দিনপাত করিলে

পারলৌকিক মঙ্গলের আশা আছে। তাহাই মনে মনে স্থির করিয়াছি।

পাত্র।—মন্ত্রিবর! এমন কথা বলিবেন না। সময়ে সকলই ঘটে। কালের হৃদয়ে কি আছে, কেহই বলিতে পারে না। বিশেষ, এই যে তস্কর আসিয়া রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এ সামান্য তস্কর নহে। দৈবই ইহার মূল। ইহার সহিত দৈবের সংযোগ না থাকিলে কদাচ এরূপ অসম্ভব ঘটনা ঘটিত না; সুতরাং ইহার জন্য দুঃখ করা অনুচিত। দৈবই বলবান্। দৈবের প্রতিকূলে কেহ কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না; দৈবকে আয়ত্ত করা মানুষের অসাধ্য।

মন্ত্রী।— যাহা বলিতেছেন সত্য, কিন্তু কিরূপে লোকসমাজে এ মুখ দেখাইব?

পাত্র।—তাহাতে দোষ কি? পূর্ব্বেই ত বলিলাম, দৈবের হস্ত লঙ্ঘন করা মানুষের অসাধ্য। যাহা মানুষের অসাধ্য, সে কার্য্যে পরাভব হইলে মানের হানি হয় না; তাহাতে লজ্জা বা উপহাসের আশঙ্কা নাই। আরও বিবেচনা করুন, রাজ্যমধ্যে যখন এরূপ বিঘ্ন ঘটিতেছে, তখন আপনার নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে। যাহাতে রাজ্যের বিপদ্ দূরীভূত হয়, তাহাতে মনঃসংযোগ করাই আপনার কর্ত্তব্য। যখন যে দেশ অধঃপতিত হইতে আরম্ভ করে, তখন তাহার সমস্ত বিষয়ই শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অবশ্য, উত্থান ও পতন বিধিসিদ্ধ নিয়ম; উত্থান হইলেই তাহার পতন আছে, ইহাও স্বীকার্য্য; তথাপি যাহাতে পতন না হয়, যাহাতে উন্নতিলাভ হয়, তদ্বিষয়ে উদ্‌যোগী হওয়াই আপনার ন্যায় মনস্বীর কর্ত্তব্য। আপনি

শোক-সন্তাপ পরিত্যাগ করুন, মনের গ্লানি দূর করুন, উপহাস বা বিদ্রূপের আশঙ্কা করিবেন না ; ইহাতে লজ্জার বিষয়ও কিছু নাই। পুরুষ উদ্‌যোগী হইলেই শ্রীলাভ করে, তাহার অন্যথা হইলেই শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়। আপনার ন্যায় বহুদর্শী বিচক্ষণের নিকট আমার অধিক কথা বলা শোভা পায় না। উদ্যোগ করিলে, যত্ন করিলে, আয়াসস্বীকার করিলে এক দিন না এক দিন আমরা চোরকে ধৃত করিতে পারিবই পারিব। চলিত কথায় বলিয়া থাকে, 'দশ দিন চোরের, এক দিন সাধুর।' অতএব আপনি মনের গ্লানি দূর করিয়া উদ্‌যোগী হউন। চলুন, রাজা বাহাদুর ও অন্যান্য সকলে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

পাত্র-প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিবর ক্ষণকাল মৌনভাবে অবস্থান পূর্ব্বক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ভাল, আপনার কথাই স্বীকার্য্য। চলুন, রাজদর্শনে গমন করি।"

মন্ত্রিবর ও পাত্র উভয়েই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাজসভা উদ্দেশে গমন করিলেন। ক্ষণকালমধ্যেই সভাদ্বারে সমুপস্থিত। অনতি-দূর হইতে মন্ত্রিবরের মস্তকের দুর্দশা দেখিয়া সভাস্থ জনমণ্ডলী বিস্মিত হইলেন। অনেকে মনে করিলেন, "সত্যই হয় ত মন্ত্রী বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন।"

ক্ষণমধ্যেই সভাপ্রবেশ পূর্ব্বক মন্ত্রী ও পাত্র স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। মন্ত্রী অধোমুখে উপবিষ্ট ; পাত্রের মুখেও বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই। সভাস্থ কেহ সহসা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। তখন নরপতি ধীরে ধীরে মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমাত্যবর ! শারীরিক কোন অসুখ হয় নাই ত ?"

মন্ত্রী।—না মহারাজ!

রাজা।—তবে তোমাকে চিন্তিত ও অসুস্থের ন্যায় বোধ হইতেছে কেন?

মন্ত্রী।—মানসিক দুশ্চিন্তা।

রাজা—কি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, প্রকাশে কোন বাধা আছে কি?

মন্ত্রী।—না মহারাজ! তবে পাত্র মহাশয় সকলই জ্ঞাত হইয়াছেন, উহাঁর মুখেই অবগত হউন।

তখন রাজার আদেশে পাত্রপ্রবর গত রজনীঘটিত যাবতীয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সভাসমক্ষে বর্ণন করিলেন। এই রোমহর্ষণ দুর্ঘটনা শ্রবণ করিয়া সকলেই চমকিত, স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া নীরবে নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

অবশেষে রাজা মৌনভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "এখন তবে কি কর্ত্তব্য? যাহাতে এরূপ দুরন্ত চোর ধৃত হয়, শতমনোযোগী হইয়া তাহা করিতে হইবে। যাহা হউক, আর অধিক কি বলিব, কোতোয়ালের শক্তি ও মন্ত্রিবরের চতুরতা ত ভাসিয়া গেল। এখন পাত্র! অদ্য তোমার প্রতি ভারার্পণ করিলাম। দেখি, তুমি কতদূর করিতে পার।"

রাজবাক্যে সকলেই সম্মতি প্রদান করিলেন, পাত্রও সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। অতঃপর নানাবিষয়ক কথোপকথনের পর সভাভঙ্গ হইল। সকলে বিদায় গ্রহণ করিলে. রাজাও চিন্তিতহৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

——

ত্রিচত্বারিংশ উল্লাস।

রামের চিন্তা ও উপায় উদ্ভাবনা।

গীত।

কবে পূরিবে মনের বাসনা।
দারুণ যাতনা সহে না সহে না॥
বন্দী পিতা কারাগারে, এ দুঃখ কহিব কারে,
একমাত্র গতি সেই শিবমনোরমা॥

মালিনী-কুঞ্জে খট্টায় শয়ান হইয়া রাম সংগীতচ্ছলে কার্য্য-সিদ্ধির জন্য হরমনোরমাকে ভক্তিভরে একান্তমনে ডাকিতেছে। মনে মনে চিন্তা করিতেছে, যদি পুত্র হইয়া পিতার কারামোচন করিতে না পারিলাম, তবে আমার জন্মধারণ বৃথা। পিতামাতার দুঃখমোচনই পুত্রের কর্ত্তব্য; যে পুত্র সেই কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ বা অক্ষম হয়, সে পুত্র পুত্রনামের যোগ্য নহে। জানি না, কত দিনে সেই শিবসীমন্তিনী এই নরাধমের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন।

রাম মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে মালিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মালিনী

প্রত্যহই প্রাতে রাজবাটীতে ফুল যোগাইতে যায় এবং কি কি ঘটনা হয়, তৎসমস্ত জানিয়া আসিয়া রামের নিকট বর্ণন করে। মালিনী আসিবামাত্র রাম খট্টা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উপবেশন করিল এবং 'এস মালিনী মাসি' বলিয়া অভ্যর্থনা করিল। মালিনীও হাস্যমুখে রামের নিকট স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিল।

রাম জিজ্ঞাসা করিল, "মাসি! অদ্য রাজবাটীর সংবাদ কি? রাজা চোর ধরিতে পারিয়াছেন?"

মালিনী।—আর বাপু চোর ধরা। এ চোর ধরা রাজার কর্ম্ম নহে।

রাম।—সে কি! রাজারাজড়ার কর্ম্ম নয় তো চোর ধরা কি তোমার আমার কর্ম্ম?

মালিনী।—বাছা এ সাধারণ চোর নয়। চোর ধরিতে গিয়া কোতোয়ালের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা ত শুনিয়াছ। আবার গত রজনীতে মন্ত্রীর যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা শুনিলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়।

এই বলিয়া মালিনী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার আর হাসি থামে না; দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। তদ্দর্শনে রামও হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "মাসি, অত হাসিতেছ কেন? ব্যাপার কি, বল দেখি?"

তখন অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া মালিনী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা একে একে বিবৃত করিয়া কহিল, "বাছা! তুমি যদি মন্ত্রীর মাথাটি একবার দেখিতে, তাহা হইলে হাস্য সংবরণ করিতে পারিতে না। এ যে হাসিরই কথা! অগাধবুদ্ধি

একটা রাজ্যের মন্ত্রী, সে কিনা সামান্য টাকের জন্য মতিভ্রান্ত হইল ?" এই বলিয়া মালিনী আবার খিল খিল করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

হাসি থামিলে রাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "মাসি ! মন্ত্রীর দুর্দ্দশার কথা ত বলিলে, এখন রাজা কি উপায় স্থির করিলেন ?"

মালিনী।—আজ পাত্রের প্রতি পাহারার ভার অর্পিত হইয়াছে। রাত্রে পাত্র নগর রক্ষা ও চোর ধৃত করিবেন।

রাম।—পাত্রের বয়ঃক্রম কত ?

মালিনী।—আধবুড়ো লোক। তবে গায়ে সামর্থ্য আছে।

রাম।—আচ্ছা, তাঁহার স্বভাব কেমন ?

মালিনী।—স্বভাব ভাল ; ধীর, গম্ভীর, পরহিতৈষী, রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

রাম।—তাঁহারও টাক-টাক আছে না কি ?

হাস্য করিয়া মালিনী কহিল, "না, তাঁহার টাক ত নাই-ই-অন্য কোন রোগও নাই। তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ।"

রাম।—তাঁহার সন্তান-সন্ততি কি ?

মালিনী।—একমাত্র কন্যা।

রাম।—পরিবারের মধ্যে আর কে কে আছে ?

মালিনী।—পাত্র স্বয়ং, তাঁহার গৃহিণী, এক বিধবা ভগ্নী, আর একটি অষ্টমবর্ষীয় পুত্র। এতদ্ভিন্ন তিনচারিজন দাসদাসী আছে।

রাম।—তবে ত পাত্রকে সুখী লোক বলিতে হইবে ?

মালিনী।—সুখী লোক অবশ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি ও তাঁহার গৃহিণী উভয়ে কিছু মনের দুঃখে আছেন।

রাম।— সে কি? ইহার মধ্যে আবার দুঃখ কি?

মালিনী।—কন্যার দুঃখেই তাঁহারা দুঃখিত।

রাম।—কেন, কন্যাটীর কি বিবাহ হয় নাই? বিবাহ দিবার জন্য কি সৎপাত্র মিলিতেছে না?

মালিনী।—তাহা নহে।

রাম।—তবে কি?

মালিনী।—কন্যাটি পূর্ণযৌবনা। প্রায় দুই বৎসর হইল, তাহার বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু জামাতা এ যাবৎ না আসাতে কন্যার দুঃখে পিতামাতার মনে সুখ নাই।

রাম।—জামাতার না আসার কারণ কি?

মালিনী।—আশার বাধা এক বৎসর ছিল, কিন্তু এক বৎসর গত হইয়াছে, দ্বিতীয় বৎসরও অতীতপ্রায়।

রাম।—এক বৎসর আসিবার বাধা ছিল, এ আবার কিরূপ কথা?

মালিনী।—মন দিয়া শুন। আমি আদ্যোপান্ত সকল কথা তোমার নিকট বলিতেছি। পাত্র কন্যার বিবাহের জন্য অনেক স্থানে অনেক পাত্রের অন্বেষণ করেন; কিন্তু কোনটিই মনোনীত হয় না। পরে এই রাজ্য হইতে প্রায় এক পক্ষের পথ দূরে রোমাবতী নাম্নী নগরীর পাত্র-পুত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থির হয়। পাত্রটি পরম সুন্দর, বলিব কি, ঠিক অবিকল তোমার ন্যায়; বয়সও ঠিক তোমার মত। তাহাকে বলিয়া তোমাকে আনিলে অথবা তোমাকে বলিয়া তাহাকে আনিলে কেহই প্রভেদ নিরূপণ করিতে পারে না। শেষে তাহার সঙ্গেই এ কন্যাটির বিবাহ হয়।

রাম।—তবে এমন রূপবান্ ও গুণবান্ পাত্রের সহত যখন বিবাহ হইয়াছে, তখন ত চিন্তার কোন কারণ দেখি না।

মালিনী।—উতলা হও কেন? আগাগোড়া সব আগে শ্রবণ কর। বিবাহের দিন স্থির হইল; মহা সমারোহ হইতে লাগিল; কিন্তু বরের পিতা এই সংবাদ পাঠাইলেন যে, বিবাহ-রাত্রে বিবাহ হইবার পর বর বাসরঘরে যাইবে বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ তথায় থকিতে পারিবে না। বিবাহ-যামিনীর শেষ প্রহরে গোপনে রাত্রে চলিয়া আসিবে। তৎপরে এক বৎসরের মধ্যে আর বর-কন্যার উভয়ে পরস্পরে সাক্ষাৎ হইবে না।

রাম।—ইহার তাৎপর্য্য কি?

মালিনী।—যখন সেই বরের জন্ম হয়, তখন কোন বিচক্ষণ জ্যোতিষী তাহার কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনিই বলিয়াছিলেন যে, বিবাহ-রাত্রি প্রভাত হইয়া সূর্য্যোদয় হইলে যদি বরকন্যার পরস্পর সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে এক জনের মৃত্যু ঘটিবে। ঐ তারিখ হইতে পূর্ণ সংবৎসরের মধ্যে যেন উহাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ না হয়।

রাম।—তবে এমন পাত্রে কন্যা দান করিলেন কেন?

মালিনী।—পূর্ব্বেই ত বলিলাম, এরূপ সৎপাত্র সহসা ভাগ্যে মিলে না। রূপবান্ গুণবান্ পাত্র কে অবজ্ঞা করিতে পারে? আর এক বৎসর মাত্র দেখিতে দেখিতে অতীত হইবে। ইহার মধ্যে সাক্ষাৎ না হইলেই বা ক্ষতি কি? এই সমস্ত বিবেচনা করিয়াই পাত্র সেই বরের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

রাম।—তবে এখন না আসার কারণ কি?

মালিনী।—বরটি অত্যন্ত গুণবান্‌, উপযুক্ত, এইজন্য রেবন্তপুরের রাজা তাঁহাকে আপন মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

রাম।—রেবন্তপুর কোথায়?

মালিনী।—এখান হইতে প্রায় দেড় মাসের পথ।

রাম।—তা দূরদেশে ত অনেকেই কর্ম্ম করিয়া থাকে; ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষেও অনেকে দূরদেশে যায়। দেড়মাস কেন, দুই তিন মাসের পথ দূরেও অনেকে যাইয়া থাকে। কিছু দিনের জন্য ছুটি লইয়া আসিলেই ত হয়, অথবা আসিয়া পরিবারকে সঙ্গে লইয়া কর্ম্মস্থলে গেলেই বা ক্ষতি কি?

মালিনী।—সেইরূপই কথা আছে। দুই তিনবার সংবাদ আসিয়াছে, শীঘ্রই ছুটী লইয়া আসিবে; কিন্তু আসি আসি করিয়াও আসিতেছে না।

রাম।—তবে ছুটী পান নাই; অবশ্য শীঘ্রই আসার সম্ভব।

মালিনী।—হাঁ, এই রকমই আশা আছে বটে। এই সময় আসিলে তুমিও দেখিতে পার, ঠিক তোমাকে ও তাহাকে এক স্থানে দাঁড় করাইলে যমজ ভ্রাতা বলিয়া বোধ হইবে।

রাম।—ভাল মাসি! বিবাহের পরদিন হিন্দুদিগের অনেক করণীয় থাকে; তাহাকে বাসি বিবাহ বলে। তবে ত পাত্র-কন্যার বিবাহে সে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই!

মালিনী।—না, তাহা আর কিরূপে হইবে। তবে ব্যবস্থা-কর্ত্তা পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহা যখন এক প্রকার দৈব-ঘটনা, তখন সে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম এখন না হইলেও ক্ষতি

নাই। পুনরায় যে দিন বরকন্যার প্রথম দর্শন হইবে, সেই দিন এই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইলেই চলিবে। সেই দিন বর পূর্ব্ববৎ বরবেশে আসিয়া অবশিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

রাম।—মাসি! হাসি পায় কিন্তু তোমার নিকট মনের ভাব গোপন রাখা অকর্ত্তব্য। এই বিবাহের কথা শুনিয়া আমার মনে একটা সাধ হইতেছে।

মালিনী।—কি সাধ? বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়।

রাম।—না, বিবাহে আমার বাস্তবিক ইচ্ছা নাই। আমার ইচ্ছা, একটা বরের পোষাক পাইলে পরিয়া মনের সাধ মিটাই।

মালিনী।—ইহা আর কি বড় কথা? ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সাধ মিটাইতে পার।

রাম।—পোষাক পাইব কোথায়?

মালিনী।—বাছা! তোমার কল্যাণে আমার গৃহে একটি বরের পোষাক আছে।

রাম।—তুমি বরের পোষাক কোথায় পাইলে?

মালিনী।—আর সে কথা কি বলিব? আমার স্বামী এই পোষাকটি রাজবাটী হইতে পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

রাম।—রাজা তাঁহাকে দিলেন কেন?

মালিনী।—এ দেশের রাজবংশের এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে, যখন যাহার বিবাহ হয়, যে পোষাক পরিধান করিয়া রাজবংশীয়েরা বিবাহ করেন, তাহা আর তাঁহারা গৃহে রাখেন না; কোন আশ্রিতকে উহা পুরস্কার প্রদান করেন। এই সূত্রেই

উহা পাওয়া হয়। বর্ত্তমান রাজার বিবাহের সময় আমার স্বামী সেই পোষাকটি পুরস্কার পান।

রাম।—তোমার স্বামীকে তবে রাজা বাহাদুর যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন?

মালিনী।—আমাদের প্রতি রাজবংশের অনুগ্রহ চিরদিনই এইরূপ।

রাম।—না হবে কেন, তোমাদের গুণে সকলকেই বশীভূত হইতে হয়। তা মাসি! পোষাকটি কি আমার গায়ে ঠিক মানাইবে?

মালিনী।—ঠিক মানাইবে, বর্ত্তমান রাজার বয়স যখন তোমার মত ছিল, সেই সময়েই তাঁহার বিবাহ হয়। সেই সময়ের যখন, তখন অবশ্যই তোমার গায়ে মানানসই হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি এখনই সেটি তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়া দেখাইতেছি।

মালিনী এই বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আপনার কক্ষে প্রবেশ করিল এবং দ্রুতগতি আপনার পেটিকা হইতে সেই পোষাকটী বাহির করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইল;—রামের হস্তে উহা প্রদান পূর্ব্বক কহিল, "দেখ দেখি বাছা! তোমার পছন্দ হয় কি না, পরিধান করিতে ইচ্ছা হয় কি না, তোমার গায়ে ঠিক মানায় কি না?"

অপূর্ব্ব বহুমূল্য পোষাক। যাহা এক রাজ্যের রাজ-অঙ্গে শোভা পাইত, তাহা অমূল্য হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? পোষাক দর্শনে রামের অন্তঃকরণে পরম আনন্দসঞ্চার হইল। লইয়া, খুলিয়া দেখিল, তাহার অঙ্গে ঠিক মানাইল,

যেন তাহার জন্যই উহা প্রস্তুত হইয়াছে। তখন সে উহা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া আপনার বস্ত্রের সহিত যথাস্থানে রক্ষিত করিল। কার্য্যসিদ্ধির সূচনাস্বরূপ পোষাক পাইয়া তাহার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। অনন্তর রাম ও মালিনী উভয়েই মাধ্যাহ্নিক কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইল।

চতুশ্চত্বারিংশ উল্লাস।

আয়োজন।

এ দিকে পাত্র বাগিনীযোগে নগররক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়া সেই আয়োজনে ব্যস্ত রহিয়াছেন। পাছে কোতোয়াল বা মন্ত্রীর ন্যায় বিদ্রূপের, পরিহাসের ও কলঙ্কের ভাজন হইতে হয়, এই ভাবনায় তাঁহার অন্তর অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে দিবা অবসানপ্রায়। সমস্ত আয়োজন-উদ্যোগ ঠিক করিয়া পাত্র আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, সহসা একখানি পত্র-হস্তে আরদালীবেশী একটি লোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহার দিকে নেত্র-পাত করিয়া পাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ?"

উত্তর।—আজ্ঞে, রেবন্তপুর হইতে।

রেবন্তপুরের নাম শ্রবণ মাত্র শশব্যস্ত হইয়া পাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন পত্র আছে কি?"

দূত পাত্রের হস্তে পত্র প্রদান করিল। আবরণ উন্মোচন করিয়া পাত্র পত্রখানি পাঠ করিয়াই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পত্রপাঠে জানিলেন, অদ্য তাঁহার জামাতা এখানে

আসিবেন। দূতকে যথাযথ পারিতোষিক দিয়া বিদায় প্রদান পূর্ব্বক পাত্র আপন গৃহিণী, কন্যা, ভগিনী ও অন্যান্য সকলের নিকট এই শুভসংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলে একটি মহান্ আনন্দ-কোলাহল সমুত্থিত হইল। চারিদিকে আমোদের ধূম পড়িয়া গেল। লোকজন্ নানাবিধ দ্রব্যের আয়োজনে তৎক্ষণাৎ চারিদিকে ছুটিল; বৈঠকখানা প্রভৃতি উত্তমরূপে সজ্জিত হইতে আরম্ভ হইল।

সকল আয়োজনই যথাযথ সম্পন্ন হইতে লাগিল বটে, কিন্তু পাত্রের হরিষে বিষাদ উপস্থিত। প্রথম, জামাতা আসিবেন, কিন্তু পাত্র বাটীতে থাকিতে পারিবেন না; রাত্রে তাঁহার উপর নগররক্ষার ভার, সে কার্য্য পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। যাহা হউক, পরদিন রজনীপ্রভাতে জামাতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এই আশ্বাসে হৃদয় বাঁধিয়া, দাসদাসী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রতি জামাতার অভ্যর্থনার ও তত্ত্বাবধানের ভার প্রদান করিলেন। আত্মীয়-স্বজন এবং দাসদাসী সকলেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য-পালনে প্রতিশ্রুত হইল। বস্তুতঃ সকলেই পাত্রের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, তাঁহার কার্য্যে কেহই অলস হইয়া থাকিবার নহে।

পাত্রের বাটী পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত হইল; অন্তঃপুরে পরিচারিকারা পাত্রকন্যাকে নানাবিধ বসন-ভূষণে বিভূষিত করিল; কন্যার রূপে ভবন উজ্জ্বলতা ধারণ করিল। গৃহিণীও বয়ঃক্রমোচিত ও সময়োচিত বসন-ভূষণে বিভূষিতা হইলেন; দাসদাসীরাও পরিষ্কৃত বসনাদি ধারণ করিল। বস্তুতঃ পাত্রের ভবন যেন প্রকৃত আনন্দের মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিল।
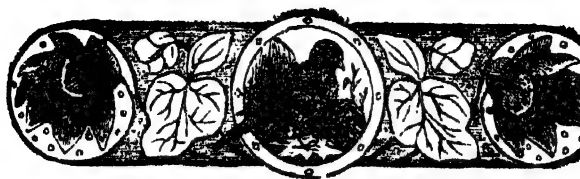
পঞ্চচত্বারিংশ উল্লাস।

নূতন কর ;—মহাসমারোহ।

পাত্রের বাটীতে মহা ধুম পড়িয়া গেল। বর আসিতেছেন, আনন্দের সীমা নাই। পাত্রকন্যার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। কখন্ প্রাণপতি আগমন করিবেন, কখন্ তাঁহার মুখপদ্ম দেখিয়া চিত্তচকোর তৃপ্ত করিবেন, কখন্ উভয়ের মিলন হইবে, মিলন হইলে অগ্রে কি বলিয়া পতিকে সম্ভাষণ করিবেন, এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত। আলোকমালায় পাত্রভবন যেন অমরাবতীর শোভা ধারণ করিল। দাসদাসী আত্মীয়স্বজন সকলে সুবেশে সুসজ্জিত হইয়া বরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

ক্রমে রাত্রি ৮টা। যামিনী ঘোর অন্ধকারময়ী, অকস্মাৎ আট দশ জন সুবেশধারী অনুচর সমভিব্যাহারে বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যস্তসমস্তভাবে সকলে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক বরকে অভ্যর্থনা করিয়া সভাতলে আনয়ন করিলেন। হুলুধ্বনি ও শঙ্খবাদ্যে পাত্রভবন আনন্দমুখরিত হইয়া উঠিল। বরের

রূপ দর্শনে ও পরিচ্ছদ নিরীক্ষণে সকলেই বিমুগ্ধ। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে বিবাহের রাত্রে একবারমাত্র ক্ষণেকের জন্য অনেকে দেখিয়াছিল মাত্র, তখন ভালরূপে দর্শন করা কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই; এখন সকলেই দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। পুরনারীরা অন্তরালে আসিয়া উঁকি মারিয়া বরের রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। সকলেই আনন্দসাগরে ভাসমান।

বহুক্ষণ নানারূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল। একবৎসর পূর্ণ হইলেই আসিবার কথা ছিল, না আসাতে সকলেই চিন্তিত ও দুঃখিত, এ কথাও অনেকে বরের নিকট বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বরও কার্য্যগতিকে আসা ঘটিয়া উঠে নাই, পরের অধীনে কার্য্য করিতে হয়, ছুটী না পাইলে আসিবার সম্ভাবনা নাই, ইত্যাদি হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলের সহিত মিষ্ট সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর জনৈক সভাস্থকে সম্বোধন করিয়া বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্বশুর মহাশয়কে দেখিতেছি না কেন?"

উত্তর।—তিনি বিশেষ কার্য্যে আবদ্ধ হইয়া রাজার আদেশে তৎসাধনে নিযুক্ত আছেন।

প্রশ্ন।—রাত্রিযোগে এমন কি কার্য্য?

উত্তর।—সে বড় অদ্ভুত ঘটনা।

প্রশ্ন।—কিরূপ?

উত্তর।—রাজ্যে এক অদ্ভুত চোর প্রবেশ করিয়াছে!

প্রশ্ন!—চোর?—সে কি!—অমরাবতী রাজ্য চোর-দস্যুহীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে চোর প্রবেশ করিল?

উত্তর।—হাঁ, এতদিন এ রাজ্যে দস্যু-তস্করের নামও কেহ শ্রবণ করে নাই। আমাদের ভাগ্যদোষে এ নূতন ঘটনা।—

প্রশ্ন।—তা, শ্বশুরমহাশয় রাত্রিযোগে কোথায় গিয়াছেন?

উত্তর।—তাঁহার উপরে অদ্য নিশিভাগে নগরী-রক্ষার ভারার্পণ হইয়াছে।

প্রশ্ন।—কেন? কোতোয়াল বা কোতোয়ালীর অন্যান্য কর্ম্মচারীরা নগর রক্ষা করিবে, ইহাই ত সমস্ত রাজ্যের পদ্ধতি।

উত্তর।—হাঁ, সে কথা সত্য। কিন্তু কোতোয়াল এ কার্য্যে হার মানিয়াছে। তাহাকে চোরের নিকট এরূপ অপদস্থ হইতে হইয়াছে যে, তাহা অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্ত্য। তৎপরে মন্ত্রি-প্রবর এই ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারও দুর্দ্দশার সীমা হয় নাই। প্রাণে প্রাণে যে সকলে রক্ষা পাইয়াছেন, ইহাই পরম ভাগ্য। সেই জন্য অদ্য পাত্রমহাশয়ের উপর চোর ধৃত করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। এখন তিনি নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগত হইলেই সকলের মঙ্গল।

এইরূপ নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইল। তখন উপস্থিত সকলে পাত্রগৃহে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ দ্রব্য পারিতোষ সহকারে ভোজন করিয়া বরকে আমন্ত্রণ ও আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পুরস্ত্রীগণ সাদরে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়া, উত্তমরূপে নানাবিধ দ্রব্য ভোজন করাইয়া শয়নার্থে কক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া দিলে বর হৃষ্টোৎফুল্ল-লোচনে সেই শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন।
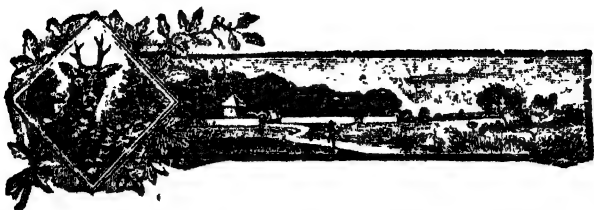
ষট্চত্বারিংশ উল্লাস।

অপহরণ।

গীত

কি আনন্দ সুখের বাসরে।
প্রফুল্ল পদ্মিনী নারী আপন অন্তরে ॥
নাথ সনে দেখা হবে, নবরসে হৃদি মজিবে,
ভ্রমর বসিবে আসি হৃদয়-কমলে ॥

বর শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যাতলে এক মনোহারিণী রমণী বসনে মুখাবরণ পূর্ব্বক শয়ন করিয়া আছেন। রূপে শয্যাতল যেন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। একবার রমণীরত্নের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি বিমুগ্ধ ও স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া দাঁড়াইলেন। এ রূপ ত মর্ত্ত্যলোকে সম্ভবে না, বোধ হয়, কোন অপ্সরা বা গন্ধর্ব্বী অথবা কোন দেবকুমারী ছল করিয়া মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ রমণী যাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছে, সেই পুরুষই জগতে প্রকৃত সৌভাগ্যবান্, তাহারই জন্ম সার্থক।

ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এইপ্রকার চিন্তা করত বর ধীরে ধীরে পালঙ্কের উপর উঠিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু এ ভাবে শয়ন করিলেন যে, পাত্রকন্যার গাত্রে তাঁহার অঙ্গ কোনরূপে সংস্পৃষ্ট না হয়। অধিকন্তু তাঁহার দিকেও ফিরিয়া না শুইয়া বিপরীতমুখ হইয়া শয়ন করিলেন।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইল পদ্মমুখী পদ্মনয়না পাত্র-কন্যা উদ্বিগ্ন। কোথায় পতিসমাগম হইবে, পতির সহিত কথোপকথন করিয়া তাপিত প্রাণ জুড়াইবেন, পতির কোমল অঙ্কে মস্তক রাখিয়া বহুদিনের সাধ মিটাইবেন, আর কোথা পতি বারেক সম্ভাষণমাত্র না করিয়া মুখ ফিরাইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। তাঁহার ভাগ্যে কি দোষে যে এ সুখ ঘটিল না, তাই ভাবিয়া তিনি একান্ত ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন।

অনেকক্ষণ দুর্ভাবনার পর আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া আপনিই মৌনভঙ্গ করিয়া, লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, পাত্র-কন্যা স্বয়ংই প্রথম কথা কহিলেন ;—বলিলেন, "আমার দিকে ফিরিয়া শোও। গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিব ; তোমার মুখকমল দেখিতে পাইলেই আমার জীবন সার্থক। একবার একটি কথা কও।"

বর কহিলেন, "অনেক দূর হইতে পরিশ্রম করিয়া আসিয়া এবং অধিক রাত্রে আহার করিয়া হঠাৎ আমার শরীরটা কেমন অসুস্থ বোধ হইতেছে, তাই এ ভাবে শয়ন করিয়াছি। একটু সুস্থ হইয়া তৎপরে কথাবার্ত্তা কহিব। তুমি একটু নিদ্রা যাও, বিশ্রাম কর ; কিয়ৎক্ষণ পরে আমার স্বাস্থ্যবোধ হইলে আমি তোমাকে ডাকিব। ভাল, আর এক কথা। তোমাদের এ রাজ্যে

যেরূপ চোরের উপদ্রব শুনিলাম, সেই বিষয় চিন্তা করিয়া আমার মনে আরও ভয়সঞ্চার হইতেছে।"

কন্যা কহিলেন, "কেন, তাহাতে তোমার ভয় কি? আমাদের বাটী চারিদিকে ঘেরোয়া, পিতা স্বয়ং আজ জাগরিত থাকিয়া নগরীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন।"

বর কহিলেন, "সেই সকল কথা চিন্তা করিয়াই আমার অন্তঃকরণ অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। চোরের যে সমস্ত অলৌকিক কাণ্ডের কথা শুনিলাম, তাহাতে তোমার পিতার কোন অমঙ্গল না ঘটে, এই চিন্তাই আমার বলবতী। তাদৃশ চোরের অসাধ্য কিছুই নাই। আর এক কথা, তোমার গাত্রে বহুমূল্যের অলঙ্কার রহিয়াছে; আমার শরীর ভয়ে ছম্ ছম্ করিতেছে; তুমি এক কাজ কর। সমস্ত অলঙ্কার গাত্র হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক পুঁটুলী করিয়া মস্তকের বালিসের নিম্নে রাখিয়া দাও; গাত্রে থাকিলে উহার শব্দও শ্রুত হয়, কি জানি, কখন্ কি ঘটে, বিধাতার মনে কি আছে, কে বলিতে পারে? এখন খুলিয়া রাখিয়া দাও, প্রত্যূষে যখন গাত্রোত্থান করিবে, সেই সময় পুনরায় পরিধান করিয়া বহির্গত হইও।"

পাত্রকন্যা ভাবিলেন, ইহা মন্দ কথা নহে; যুক্তিযুক্ত বটে; স্বামীর নিকট শয়ন করিয়া আছি, ঝন্ ঝন্ করিয়া অলঙ্কারের শব্দ হইবে, ইহাও ভাল দেখায় না। এই কথা ভাবিয়া তিনি কহিলেন, "এ কথা যুক্তিসঙ্গত বটে, তবে তাহাই করি।" এই কথা বলিয়া পাত্রকন্যা সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ব্বক একটি পুঁটুলী করিয়া বালিসের নিম্নে রক্ষা করত শয়ন করিলেন।

তখন বর কহিলেন, "এখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন তুমি নিদ্রা যাও, আমিও বিশ্রাম করি। ক্ষণেক পরে আমি তোমাকে জাগরিত করিব। তখন যাহা যাহা মনের কথা সকলই শুনিব, আমারও মনের সমস্ত কথা তোমার নিকট বলিব।"

পতির কথায় আশ্বস্ত হইয়া পাত্রকন্যা শয়ন করিলেন; মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, অদ্য এক এক পলক যেন এক এক যুগ বোধ হইতেছে। কতক্ষণে নাথের শরীর সুস্থ হইবে, কখন্ তিনি আদরমাখা কথায় আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল, তিনি গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। বরের চক্ষুতে নিদ্রা নাই, চক্ষু মুদিত করিয়া কপটনিদ্রার ভাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। নিদ্রা তাঁহার নিকট কোথা হইতে আগমন করিবে? তিনি যে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, যে চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ প্রতিনিয়ত আলোড়িত হইতেছে, সে চিন্তার নিকট নিদ্রাদেবী আগমন করিতে কখন সাহস করেন না।

ক্রমে রাত্রি তিনটা বাজিল। পাত্রকন্যা ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। বাটীর কোন কক্ষে বা কোন স্থানে জনপ্রাণীর শব্দ নাই। সমারোহ হইয়া গিয়াছে, সকলেই পরিশ্রম করিয়াছে, পরিশ্রমের পর আহারান্তে যেমন শয়ন করিয়াছে, অমনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে।

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া বর ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন,

একবার পাত্রকন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন ;—দেখিলেন, যেরূপ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, তাহাতে শীঘ্র জাগরিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তখন সাবধানে ধীরে ধীরে—যাহাতে কোনরূপে কন্যার গাত্র-স্পর্শ না হয়, এইরূপভাবে বালিসের নিম্নভাগ হইতে অলঙ্কারের পুঁটুলীটি লইয়া আপন পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ; চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, যামিনীর অন্ধকার রূপ ভিন্ন আর কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না ; কুত্রাপি জীবমাত্রের সঞ্চার নাই। অমনি ধীরে ধীরে মৃদুপদবিক্ষেপে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া আপনার অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন।

পাঠক ! আপনারা একবার মালিনীর কুঞ্জে গিয়া দেখুন, তথায় একটি কক্ষে খটার উপর আমাদের এই বর প্রফুল্লবদনে সমুপবিষ্ট। এখন পরিধানে আর বরের পোষাক নাই, এখন পূর্ব্ববৎ অন্য বস্ত্র পরিহিত।

এতক্ষণে পাঠক-পাঠিকাগণ বোধ হয়, এই বরের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। এই বর অন্য কেহই নহে ; আমাদের চোরচূড়ামণি ধূর্ত্তশিরোমণি রাম। আত্মকার্য্যসিদ্ধ্যর্থ পিতার কারামোচনের জন্য রাম এই তস্করবৃত্তি আশ্রয় করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মভয় আছে ; ধর্ম্মপথ হইতে সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয় নাই। সেই কারণেই ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া অতি সাবধানে পাত্রকন্যার পালঙ্কোপরি আরোহণ ও তাহাতে শয়ন করিয়াছিল, কিন্তু ভ্রমক্রমেও সতীর অঙ্গস্পর্শ করে নাই।

মালিনীর নিকট সমস্ত তথ্য ও সমস্ত অনুসন্ধান পাইয়া রাম

জনকতক লোককে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া. তাহাদিগকে সহচররূপে সজ্জিত করত বরবেশে পাত্রের ভবনে গমন করিয়াছিল। তাহারা যথাসময়ে ভোজনান্তে পূর্ব্বশিক্ষামত আপন আপন গৃহে প্রস্থান করে।

এখন রাম মালিনীকুঞ্জে আপন শয্যায় নিদ্রিত হইল। সমস্ত রাত্রি জাগরণ, নিদ্রা না হইলে শরীর অসুস্থ হইবে: সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রাদেবীর অঙ্কে প্রসুপ্ত হইল। পাত্রকন্যার সমস্ত অলঙ্কার অপহৃত হইল।

সপ্তচত্বারিংশ উল্লাস।

হায় হায়! কি হইল!

এ দিকে রাত্রি-প্রভাত হইল। কলকণ্ঠ বিহঙ্গগণ মধুরকণ্ঠে স্তব করিয়া জগৎপাতার গুণগান করিতে প্রবৃত্ত হইল। বায়সাদি বিহগকুল স্ব স্ব রবে চারিদিক্ নিনাদিত করিয়া আহারান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। পেচক ও শৃগাল প্রভৃতি পশুপক্ষিগণ প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া আপন আপন কুলায়ে ও বিবরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মানবগণ একে একে নিদ্রোত্থিত হইয়া দুর্গানাম স্মরণ পূর্ব্বক গৃহের বাহির হইতে আরম্ভ করিল।

পাত্রকন্যারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগরিত হইয়া তিনি দেখিলেন, পার্শ্বে পতি বিদ্যমান নাই। মনে করিলেন, প্রভাত-দর্শনে গাত্রোত্থান করিয়া বহির্দ্দেশে গমন করিয়াছেন। হায় হায়! মনের সাধ মনেই রহিল। তিনি বলিয়াছিলেন, ক্ষণেক বিশ্রামের পর আমাকে জাগরিত করিবেন, আমার ভাগ্যদোষে তাহা ঘটে নাই। হয় ত তিনি আমাকে ডাকিয়াছিলেন, জাগরিত করিবার জন্য অবশ্য যত্ন পাইয়াছিলেন, অভাগিনী

ভাগ্যদোষে কাল-নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। সকলই অদৃষ্টে ঘটে; বিবাহরাত্রি হইতেই স্বামিধনে বঞ্চিত, যদিও প্রায় দুই বৎসর পরে স্বামিদর্শন ঘটিল, দুইটা মিষ্টকথা বলিয়া প্রাণের জ্বালা নিবারণ করিতে পারিলাম না।

ক্ষণকাল মনে মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করত ধৈর্য্য সহকারে আবার মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন;—কন্দ্য পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল, কি করিবেন। ভাল, অদ্য ত মনের সাধ মিটাইয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে পারিব। এখন কিছু দিন তাঁহাকে এ স্থান হইতে যাইতে দিব না; যদি নিতান্তই যান, আমিও তাঁহার অনুগামিনী হইব। সহকারতরুকে ছাড়িয়া কি মাধবীলতা একাকিনী জীবন ধারণ করিতে পারে? শাস্ত্রেও আছে, পত্নী ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী হইবে। আমি সে শাস্ত্র-বাক্য কখনই লঙ্ঘন করিব না।

এইরূপ নানা তর্কবিতর্ক করিতে করিতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক পাত্রকন্যা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। সম্মুখেই দেখেন, জননী মুখপ্রক্ষালন করিয়া প্রত্যা-গমন করিতেছেন। কন্যাকে দর্শনমাত্র জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা! উঠিয়াছ? বেশ। জামাতা বুঝি এখনও নিদ্রিত আছেন? আহা, থাকুন, ডাকিও না। অনেক পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছেন, তাহার উপর অধিক রাত্রে আহার হইয়াছে, বিশ্রাম করুন; নতুবা শরীর অসুস্থ হইবে।"

ম্লানবদনে কন্যা মৃদু মৃদু ভাবে কহিলেন, "না মা! গৃহে কেহ নাই। আমি একাকিনী ছিলাম।"

"সে কি! একাকিনী কি! জামাতা গৃহে নাই?"

মাতার বাক্যের উত্তরে কন্যা কহিলেন, "আমি নিদ্রাভঙ্গের পর আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। মনে করিলাম, তিনি বহির্দ্দেশে আসিয়াছেন। আমি এইমাত্র উঠিয়া আসিলাম।"

"তবে হয় ত শৌচাদিসম্পাদনের জন্য বাহিরে আসিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া গৃহিণী দাসদাসীদিগকে ডাকিতে লাগিলেন। তাহারা সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া শৌচাদি কার্য্যে ও অন্যান্য নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিল, গৃহিণীর আহ্বানে সকলেই আসিয়া সমবেত হইলে। তখন গৃহিণী কহিলেন, "দেখ দেখি, জামাতা বাবাজী উঠিয়া কোন্ দিকে শৌচাদি সম্পাদনের জন্য গিয়াছেন?"

আদেশমাত্র দাসদাসীরা চারিদিকে ছুটিল। তখন গৃহিণী কন্যার অঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অলঙ্কারের একখানিও তাঁহার গাত্রে নাই। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা! অলঙ্কার কোথায় গেল? খুলিয়া রাখিয়াছ কেন?"

কন্যা রাত্রির যাবতীয় ঘটনা অধোবদনে বিবৃত করিলে গৃহিণী কহিলেন, "তা বেশ করিয়াছ, এখন যাও, অলঙ্কার পরিধান করিয়া আইস।"

জননীর আদেশে কন্যা আপনার গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ পূর্ব্বক বালিস উঠাইয়া দেখেন, সে পুঁটলী নাই! চমকিত হইয়া ম্লানবদনে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। শূন্যগাত্রে ম্লানমুখে তাঁহাকে বাহির হইতে দেখিয়া গৃহিণী কহিলেন, "ফিরিলে যে? অলঙ্কার পরিলে না?"

তখন কন্যা কহিলেন, "সে পুঁটুলী নাই।" এ দিকে দাস-দাসীরা চারিদিক্ অন্বেষণ পূর্ব্বক ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কৈ, জামাইবাবু ত কোথাও নাই!"

জননী কপোলে করাঘাত পূর্ব্বক ভূতলে বসিয়া পড়িলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "হায় হায়, কি হইল!"

অষ্টচত্বারিংশ উল্লাস।

হায় হায়, জাতি গেল!

এ দিকে পাত্রপ্রবর সমস্ত রাত্রি নগরীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলেন, চোর দূরে থাকুক, জন-প্রাণীর সঙ্গেও তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। পরিশ্রমে একান্ত কাতর হইয়া প্রভাতে মন্থরপদে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণ, অনবরত পদব্রজে ভ্রমণ, সুতরাং তাঁহার বদনমণ্ডল শুষ্ক, নয়নদ্বয় আরক্ত, নিদ্রাবশে চক্ষু ঢুলু ঢুলু।

ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়াই পাত্রবর দেখিলেন, গৃহিণী করতলে কপোলবিন্যাস পূর্ব্বক অধোবদনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহার নয়নকমল ঈষৎ স্ফীত; দেখিলেই বোধ হয়, অনবরত অশ্রুপাত করাতেই ঐ প্রকার হইয়াছে। অনতিদূরে অবগুণ্ঠনবতী ম্লানমুখী কন্যা অধোবদনে বসিয়া রহিয়াছে। দাসদাসী ও অন্যান্য পুরবাসিগণের সকলেরই বদন বিষণ্ণ।"

ঈদৃশ অচিন্তনীয় ভাব-দর্শনে পাত্রের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ভাবে অধোমুখে বসিয়া আছ কেন? তোমার মুখভাব দর্শনে অনিষ্টের আশঙ্কায় আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছে। ব্যাপার কি?"

গৃহিণী কহিলেন, "আর ব্যাপার কি! সর্ব্বনাশ হইয়াছে!"

পাত্র।—সর্ব্বনাশ কি? বাটীর সকলের শারীরিক কুশল ত?

গৃহিণী।—শারীরিক অমঙ্গল কাহারও ঘটে নাই।

পাত্র।—তবে কি?

গৃহিণী।—মানসিক অমঙ্গলের কাছে শারীরিক অমঙ্গল তুচ্ছ।

পাত্র।—মানসিক অমঙ্গলের ত কোন কারণই দেখি না। ভাল কথা, জামাতা বাবাজী আসিয়াছিলেন, তিনি কোথায়?

গৃহিণী নিরুত্তর। কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; কোনরূপেই বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; কেবল অনবরত বিগলিত অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসমান হইতে লাগিল।

অধিকতর কাতর হইয়া পাত্রবর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথা কহিতেছ না কেন? আমি ত কিছুই ভাব বুঝিতে পারিতেছি না।" এই বলিয়া কন্যার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা আমার এ ভাবে অধোমুখে বসিয়া কেন? মার মলিন মুখ দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না, সত্বর সকল বিষয় পরিষ্কার বলিয়া আমার উৎকণ্ঠা নিবারণ কর।"

গৃহিণী কহিলেন, "আর কি উৎকণ্ঠা নিবারণ করিব? কি আর মাথামুণ্ড বলিব? এ বলিবার কথা নহে।"

পাত্র।—ভাল, জামাতা বাবাজী কি আমার বাছাকে কোনরূপ কটূক্তি করিয়াছেন?

গৃহিণী।—জামাতা আবার কে?

পাত্র।—সে কি! তবে কি কল্য জামাতা আসিয়া উপস্থিত হন নাই?

গৃহিণী।—একজন আসিয়াছিল বটে।

পাত্র।—একজন! এ কি কথা!

গৃহিণী।—সে জামাতা নহে।

পাত্র।—তবে কে?

গৃহিণী।—চোর ছদ্মবেশে জামাতা সাজিয়া আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে।

পাত্র।—চোর?—সে কি কথা?—কিরূপে জানিলে?

গৃহিণী।—জানিতে কি আর বাকী আছে? রাত্রে বাছার আমার সমস্ত অলঙ্কারপত্র লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

পাত্র।—অঁ্যা! বল কি? অলঙ্কারপত্র সমস্ত অঙ্গ হইতে খুলিয়া লইল, আর কন্যা কিছুমাত্র জানিতে পারিল না? এ যে অতি অসম্ভব কথা।

গৃহিণী।—অলঙ্কার অঙ্গ হইতে খুলিয়া লয় নাই।

পাত্র।—তবে কি প্রকারে হস্তগত করিল?

গৃহিণী।—শয়নের পূর্ব্বে সেই দুরাত্মা বাছাকে বলিয়াছিল, 'রাত্রে অলঙ্কার গাত্রে রাখিয়া শয়ন করা ভাল নহে, শব্দ হইতে পারে; অতএব খুলিয়া একটি পুঁটুলী বান্ধিয়া বালিসের নিম্নে রাখিয়া দাও, প্রাতে পুনরায় অঙ্গে ধারণ করিয়া বাহির হইবে।' বাছা আমার সরলা, সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া সমস্তই বালিসের নিম্নে রাখিয়া দিয়াছিল।

পাত্র।—তার পর?

গৃহিণী।—তার পর আর কি? প্রভাতে বাছা আমার নিদ্রাভঙ্গের পর দেখে, পার্শ্বে জামাতা নাই। হয় ত বহির্দ্দেশে শৌচাদির জন্য গমন করিয়াছে, এই বিবেচনায় দাসদাসীরা

চারিদিকে অন্বেষণ করিল। সকলই বিফল। শেষে বালিসের নিম্নে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল, অলঙ্কারের পুঁটুলী নাই।

গৃহিণীর মুখে এই কথা শুনিয়া পাত্রপ্রবর চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন, তাঁহার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল; সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া স্বেদজল নির্গত হইতে লাগিল; থর থর কম্পিত হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন; ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় হায়! জাতি গেল!"

বহুক্ষণ নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া পাত্রপ্রবর বলিতে লাগিলেন, "এখন উপায় কি? লোকের নিকট মুখ দেখাইব কিরূপে? আমার আত্মহত্যাই শ্রেয়ঃ। গৃহিণি! আমার অর্থের অভাব নাই; তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে আজীবন প্রতিপালিত হইতে পারিবে। তোমরা একরূপে দিনপাত কর, আমি বনবাস আশ্রয় করি। আমি আর লোকালয়ে বাহির হইব না।"

গৃহিণী কহিলেন, "নাথ! পতিই পত্নীর একমাত্র গতি। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, কাননে কান্তারে, সাগরে ভূধরে পতি যেখানেই গমন করুন, পতিপ্রাণা সতী ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামিনী হইবে; ইহাই সতীর একমাত্র নিত্যব্রত। তুমি যদি বনবাসী হও, আমার গৃহবাসে প্রয়োজন কি? তোমা ছাড়া হইয়া আমি কি সুখে জীবনধারণ করিব? এখন স্থির হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণ কর। মনীষিগণ বলিয়াছেন, বিপদে ধৈর্য্যধারণ করাই পুরুষের কর্ত্তব্য; অতএব এত উৎকণ্ঠিত হইও না, সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া যাহাতে শ্রেয়ঃ হয়, সেই চেষ্টা কর।"

পাত্র।—আর কি চেষ্টা করিব? আমার বংশে কলঙ্ক অর্পিত হইল। আমি কিরূপে লোকালয়ে বাহির হইয়া এই কলঙ্কিত

মুখ প্রদর্শন করিব? লোকের চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও আমার লজ্জা বোধ হইবে। তাহা অপেক্ষা বনবাসী হওয়া বা আত্মহত্যা করাই মঙ্গলপ্রদ।

গৃহিণী।—ইহার মধ্যে একটি কথা আছে।

পাত্র।—কি?

গৃহিণী।—বিবেচনা করিতে গেলে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মতঃ আমাদের কলঙ্কস্পর্শ হয় নাই। আমার কন্যা ন্যায়তঃ সতী; তাহার সতীত্বে কিছুমাত্র কলঙ্কস্পর্শ হয় নাই।

পাত্র।—গৃহিণি। এ তোমার কিরূপ কথা?

গৃহিণী।—আমি কন্যার মুখে রাত্রিকৃত সকল ঘটনা শ্রবণ করিয়াছি। যে দুরাত্মা ছদ্মবেশে জামাতা বলিয়া আসিয়াছিল, চৌর্য্যই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাহার অন্য কোন কু-অভিসন্ধি ছিল না।

পাত্র।—কি প্রকারে বুঝিলে?

"তবে শুন" এই বলিয়া গৃহিণী কহিলেন, "সেই দুরাত্মা যখন কন্যার পার্শ্বে গিয়া শয়ন করে, তখন বাছার অঙ্গে অঙ্গস্পর্শ না হয়, এইভাবে অতি সন্তর্পণে অনেকটা দূরে শয়ন করিয়াছিল, সে আমার কন্যার সহিত একটিও বাক্যালাপ করে নাই। বহুক্ষণ পরে কন্যাই তাহাকে সম্বোধন করিয়া কুশলাদি প্রসঙ্গে কথোপকথনের উদ্‌যোগ করে। তাহাতে সেই দুরাত্মা বলে, আমার শরীর বড়ই অসুস্থ হইয়াছে, তুমি কিয়ৎক্ষণ নিদ্রা যাও, বিশ্রাম কর। আমিও কিয়ৎকাল বিশ্রাম করি। তাহার পর আমি সুস্থ হইয়া স্বয়ং তোমাকে জাগরিত করিব। আর এক কথা, অলঙ্কার গাত্রে রাখিয়া শয়ন করা উচিত নয়। একে ত

রাজ্যে অভাবনীয় চোরের দৌরাত্ম্য, তাহার উপর অলঙ্কার গাত্রে থাকিলে অনবরত উহার শব্দ হইবে; অতএব ওগুলি খুলিয়া, একটী পুঁটুলী বান্ধিয়া বালিসের নিম্নে রাখিয়া দাও, প্রত্যুষে পুনরায় পরিধান করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইও। সরলা বালা সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া ঐরূপ করে। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর দেখে, পার্শ্বে জামাতা নাই, অলঙ্কারের পুঁটুলীও অদৃশ্য হইয়াছে।"

গৃহিণীর মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা শুনিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাত্র কহিলেন, "হায়! তবু অনেক রক্ষা! কিন্তু লোকে বিশ্বাস করিবে কেন?"

পাত্র, তদীয় গৃহিণী, কন্যা, দাসদাসী সকলেই এইরূপ মলিনভাবে দীনবেশে অশ্রুপাত ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। কোন সদুপায়ই উদ্ভাবিত হইল না। কি উপায় হইবে, কিরূপে এই কুল-কলঙ্কের উন্মোচন হইবে, চিন্তা করিয়া পাত্রপ্রবর অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস প রত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে যথাকালে রাজসভায় রাজা সমাসীন হইলেন; সভাসদমণ্ডলী চতুর্দ্দিকে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট। কেবলমাত্র পাত্র অনুপস্থিত। গত রাত্রে পাত্রের গৃহে জামাতা উপস্থিত হইয়াছেন, এ সংবাদ রাজার অগোচর ছিল না। তিনি মনে করিলেন, জামাতা আসিয়াছেন, রাত্রে পাত্র উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, তাঁহাকে প্রহরীর কার্য্য করিতে হইয়াছিল, বোধ হয়, প্রাতে জামাতার সহিত কথোপকথন করাতেই আগমনের বিলম্ব হইতেছে। সকলেই পাত্রের আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ।

ক্রমে বেলা অধিক হইল; দেখিতে দেখিতে নয়টা বাজিয়া গেল, তথাপি পাত্রের দেখা নাই। তখন রাজার আদেশে একজন সভাসদ্ পাত্রের ভবনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ধীরপদবিক্ষেপে চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে তিনি পাত্রভবনে সমুপস্থিত হইলেন। ক্রমে তাঁহার গৃহে আসিয়া দেখিলেন, পাত্রের পুরী যেন দুঃখকালিমায় সমাচ্ছন্ন। জামাতা আসিয়াছেন, আমোদ-প্রমোদে গৃহ মুখরিত হইবে, তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। যেন সকলেই শোকসমাচ্ছন্ন; সকলেরই বদন মলিন, সকলের চক্ষু স্ফীত; দাসদাসীরা পর্য্যন্ত মলিনভাবাপন্ন।

এই দুর্নিমিত্ত দর্শনে সভাসদ্ স্তম্ভিত ও চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন; ধীরে ধীরে পাত্রের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, "পাত্র করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক অধোবদনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহার গণ্ডদ্বয় বহিয়া অশ্রুজল বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে; মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই।

সভাসদ্ ধীরে ধীরে পাত্রের পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন; দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্রপ্রবর! এভাবে উপবিষ্ট আছেন কেন? কোন অমঙ্গল ঘটনা ঘটে নাই ত? বাটীর সকলের ত কুশল?"

ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া, একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাত্র কহিলেন, "মহাশয়! আর কি বলিব? আমার ন্যায় কলঙ্কী নরাধমের সহিত আর বাক্যালাপ করিবেন না।"

সভাসদ্ বিস্মিত ও চমকিত হইয়া কহিলেন, "এ কিরূপ কথা মহাশয়? আপনি আমাদের মাননীয়, আপনার মুখে এ কথা শোভা পায় না।"

পাত্র কহিলেন, "না মহাশয়! আমি যথার্থই বলিতেছি. আমার ন্যায় নরাধম জগতে আর নাই। আমার সহিত বাক্যালাপ করিলে আপনাদেরও কলঙ্ক স্পর্শের সম্ভাবনা।"

সভাসদ্ কহিলেন, "মহাশয়! আমি ত কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। ভাল কথা, কল্য ত আপনার জামাতার শুভাগমন হইয়াছে?"

পাত্র।—আমার মাথা হইয়াছে।

সভাসদ্।—সে কি! তিনি কোথায়?

পাত্র।—আর কি বলিব মহাশয়! সে বেটা আমার জামাতা নয়, সেই আমার সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে।

সভাসদ্।—জামাতা নয় কিরূপ?

পাত্র।—সেই বেটাই সেই দুর্দ্দান্ত চোর। ছদ্মবেশে জামাতা সাজিয়া আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে।

বিস্ময়ে চমকিত হইয়া সভাসদ্ কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! সেই দুরাত্মার ত অসাধ্য কার্য্য নাই? ভাল, কখন পলায়ন করিল? কন্যা কি কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই?"

পাত্র।—আমার কন্যা সরলা; সে বুঝিবে কি প্রকারে? বিবাহের রাত্রে—বিবাহের পরক্ষণেই চলিয়া যায়। সে কথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। সে রাত্রে কন্যা লজ্জাবশে ভালরূপে তাহার মুখের দিকেও দৃষ্টিপাত করে নাই; চিনিবে কিরূপে? আর কল্যকার ঘটনা শ্রবণ করুন। সেই দুরাত্মা কন্যার অঙ্গ স্পর্শ দূরে থাকুক, তাহার সহিত বাক্যালাপ মাত্র করে নাই; দুষ্ট বলিয়াছিল, 'আমার শরীর অসুস্থ, তুমি নিদ্রা যাও, বিশ্রাম কর;' আমিও সুস্থ হই, তৎপরে তোমাকে

জাগরিত করিয়া কথোপকথন করিব।' আর দস্যু-তস্করের দৌরাত্ম্য আশঙ্কা করিয়া গহনাগুলি বালিশের নিম্নে রাখিতে কন্যাকে উপদেশ দেয়; সরলা বালা তাহাই করে। তৎপরে কন্যা নিদ্রিত হইলে দুরাত্মা তৎসমস্ত লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

সভাসদ্। পাত্রবর! তবে আর চিন্তা করিতেছেন কেন? আপনার কুলে ত কলঙ্ক স্পর্শ হয় নাই, সরলা কন্যার সতীত্ব যখন কলুষিত হয় নাই, তখন চিন্তার বিষয় কি? অলঙ্কার-পত্র গিয়াছে, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, আপনার অর্থের অভাব কি? আবার অলঙ্কার প্রস্তুত করিলেই হইবে।

পাত্র।—আপনি যাহা বলিতেছেন সত্য, কিন্তু লোকে বিশ্বাস করিবে কেন?

সভাসদ্।—কেন বিশ্বাস করিবে না? আপনার কথায়, আপনার গৃহিণীর কথায়, আপনার কন্যার কথায় কে অবিশ্বাস করিতে পারে? আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না। এখন রাজ-সভায় চলুন, যাহাতে ইহার বিহিত হয়, তাহা করিতেই হইবে। যাহাতে দুরাত্মা চোর ধৃত হয়, সাধ্যানুসারে প্রাণপণে তাহাতে সকলে যত্নবান্ হইব।

এইরূপ নানা কথা প্রসঙ্গে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। সভাসদের প্রবোধ ও আশ্বাস বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া পাত্রপ্রবর ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনে থাকিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সভাসদ্ সমভিব্যাহারে রাজসভার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

ঊনপঞ্চাশত্তম উল্লাস।

রাজ-দরবারে পাত্র।

পাত্রবরের রাজসভায় গমনে যতই বিলম্ব হইতেছে, নরপতি ততই উৎকণ্ঠিত হইতেছেন। পাত্রের প্রতি নগরীরক্ষার ভার ছিল। গত রাত্রে তিনি কতদূর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব।

নরপতি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সভাসদ্‌সহ পাত্রপ্রবর ধীরে ধীরে মলিনবদনে সভাতলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সকলে বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। পাত্রের চক্ষুদ্বয় স্ফীত হইয়াছে; রোদন করিলে—অনবরত অশ্রুপাত করিলে যে ভাব দাঁড়ায়, পাত্রের নয়নদ্বয় তাহারই প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। বদন মলিন যেন কালিমাব্যাপ্ত।

পাত্র অধোবদনে যথানির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে সভা-মণ্ডলী ক্ষণকাল নীরব নিস্পন্দ। কাহারও মুখে বাক্‌স্ফূর্ত্তি নাই। অনন্তর নরপতি মৌনভঙ্গ করিয়া পাত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্রবর! ব্যাপার কি? তোমার মলিনবদন ও আকার-প্রকার দেখিয়া আমি অমঙ্গলেরই আশঙ্কা

করিতেছি। যতক্ষণ তোমার মুখ হইতে সকল কথা প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ আমার উদ্বেগ বিদূরিত হইতেছে না।"

রাজার প্রশ্ন শ্রবণে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পাত্রবর কহিলেন, "মহারাজ! আমি আর কি বলিব? আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার মান-সম্ভ্রম জাতি সকলই বিলুপ্ত হইল। আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমার ন্যায় কলঙ্কীর মুখদর্শন করাও কর্ত্তব্য নহে। আমাকে বিদায় দিউন, অনুমতি করুন, আমি বনবাসী হই। আমার গৃহবাসে আর প্রয়োজন নাই।"

নরপতি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি! তোমার এরূপ নির্ব্বেদের কারণ কি? তোমার মানসম্ভ্রম নষ্ট হইবে, এ কিরূপ কথা! তুমি অবন্তীরাজ্যের পাত্রপদে প্রতিষ্ঠিত। তোমার অবমাননা বা অসম্ভ্রম করিতে পারে, এমন সাহস কাহার? যাহা হউক, তুমি সকল কথা আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিয়া বল।"

"মহারাজ! আমার মুখে বাক্য বহির্গত হইতেছে না। এই সভাসদ্ মহাশয় সকলই জানিয়া আসিয়াছেন, সমস্ত সম্যক্ অবগত আছেন, ইহাঁর মুখে সমস্ত অবগত হউন।"— সভাসদের দিকে নেত্রপাত করিয়া পাত্র নৃপতি সমীপে এইরূপ নিবেদন করিলেন।

তখন সভাসদ্ রাজার আদেশে আদ্যোপান্ত সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া অধোবদনে অবস্থিত রহিলেন। তৎপ্রমুখাৎ এই বিস্ময়কর ঘটনা অবগত হইয়া স্বপারিষদ রাজা স্তম্ভিত ও চমকিত হইয়া উঠিলেন।

কিয়ৎক্ষণ অধোবদনে চিন্তানিমগ্ন থাকিয়া রাজা কহিলেন, "পাত্রবর! তোমার চিন্তা দূর কর। যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে তোমার কন্যার সতীত্বে কোনরূপ কলঙ্কস্পর্শ হয় নাই। তোমার কথা কে অবিশ্বাস করিবে? তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। যাহা হইবার হইয়াছে, অদ্য আমি স্বয়ং রাত্রে নগরীর পাহারার ভার গ্রহণ করিব। দেখি, দুরাত্মা চোর ধৃত হয় কি না।" রাজা এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থিত হইলেন।
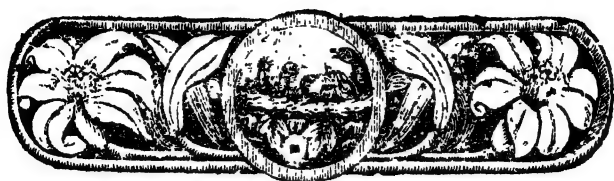
পঞ্চাশত্তম উল্লাস।

মালিনীমুখে তত্ত্বপ্রকাশ।

মালিনীকুঞ্জে রাম পূর্ব্ববৎ সুখে উপবিষ্ট। কতদিনে কার্য্য-সিদ্ধি হইবে, কতদিনে মনের অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, এই চিন্তায় নিমগ্ন। গতকল্য যে কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে, মনে মনে চিন্তা করিয়া আপনিই স্তম্ভিত হইয়াছে। পাঠক বোধ হয়, এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন, রাম কি কাণ্ড করিয়াছে। রাম ছদ্মবেশে পাত্রের জামাতা সাজিয়া পাত্র-কন্যার অলঙ্কার হরণ করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু কন্যার সতীত্বে হস্তক্ষেপ করে নাই। ধর্ম্মের বিপরীতপথে গতি করা তাহার অভীষ্ট নহে।

রাম আপনার শয্যায় বসিয়া এই সকল পূর্ব্ব ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতেছে, দেখিতে দেখিতে মালিনী রাজবাটী হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মালিনীকে দেখিবামাত্র ব্যস্তসমস্ত ভাবে রাম জিজ্ঞাসা করিল, "মাসি, রাজবাটীতে গিয়াছিলে? রাজবাটী হইতে আসিতেছ কি ?"

মালিনী।—হাঁ বাছা, রাজবাটীতেই গিয়াছিলাম, সেইখান হইতেই আসিতেছি।

রাম।—অদ্যকার সংবাদ কি ?

মালিনী।—বাছা ! সে বলিবার কথা নয়, শুনিলে শিহরিয়া উঠিবে। আতঙ্কে আমার হৃদয় শুষ্ক হইতেছে।

রাম।—এমন কি ভয়ঙ্কর ঘটনা মাসি ?

মালিনী।—জন্মাবধি স্বপ্নেও এমন ঘটনার কথা কল্পনা করিতে পারি না। এমন অদ্ভুত চোর কোথাও দেখি নাই।

রাম।—কি ব্যাপার মাসি, স্পষ্ট করিয়া বল, শুনিবার জন্য আমার বড় কৌতুহল হইতেছে।

মালিনী।—তবে শুন বাছা ! গত কল্য পাত্রের প্রতি পাহারার ভার ছিল, তাহা ত শুনিয়াছ ?

রাম।—হাঁ, তাহা ত জানি।

মালিনী।—এদিকে পাত্র রাত্রিযোগে পাহারা দিতে যেমন বাহির হইয়াছেন, অমনি সেই দুরন্ত চোর পাত্রের জামাতা সাজিয়া আসিয়া উপস্থিত।

রাম।—সে কি ? পাত্রই যেন গৃহে ছিলেন না, গৃহিণী ও তাঁহার কন্যা এবং অন্যান্য সকলে ত ছিলেন। তাঁহারা কি আর জামাতাকে চিনিতে পারিলেন না ?

মালিনী।—চিনিবার উপায় ছিল না। সে সকল পূর্ব্ব-ঘটনা ত তোমাকে গত কল্য সব বলিয়াছিলাম।

রাম।—হাঁ, হাঁ, বিস্মৃত হইতেছিলাম। এখন সমস্ত মনে পড়িতেছে। তবে ত বড় বিষম কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। পাত্র-কন্যার সতীত্বে তবে ত কলঙ্ক পড়িল ?

মালিনী।—লোকের মনে এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু ধর্ম্মের নিকট কন্যা নির্দ্দোষী।

রাম।—সে কথা কিরূপ?

মালিনী।—ছদ্মজামাতা কন্যার গাত্রস্পর্শ দূরে থাকুক্, তাহার সহিত বাক্যালাপও করে নাই।

রাম।—এ আবার কিরূপ রহস্য?

মালিনী।—সে যে অভিপ্রায়ে জামাতা সাজিয়াছিল, তাহাই সুসিদ্ধ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

রাম।—আবার তাহার কি উদ্দেশ্য?

মালিনী।—তাহার উদ্দেশ্য চুরি করা।

রাম।—কি চুরি করিয়াছে?

মালিনী।—পাত্রকন্যার অলঙ্কারাদি হরণ করিয়া নিশীথেই সে দুরাত্মা পলায়ন করিয়াছে।

রাম।—যাক্, অর্থ গেলে অর্থ হইবে, সতীত্ব নষ্ট হইলে ত আর উপায় ছিল না।

মালিনী।—হা বাছা, ধর্ম্মই ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছেন।

রাম।—এখন রাজা কি করিবেন স্থির করিলেন?

মালিনী।—অদ্য রাজা স্বয়ং রাত্রিতে নগরী-ভ্রমণ করিয়া পাহারা দিবেন; যেরূপে পারেন চোর ধৃত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

রাম।—রাজার কর্ত্তব্য বটে। রাজ্যের শান্তিবিধান রাজা-কেই করিতে হয়।

এইরূপ নানা কথার আন্দোলনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে উভয়েই আপন আপন মধ্যাহ্নকৃত্য সমাধার জন্য গাত্রো-খান করিলেন।
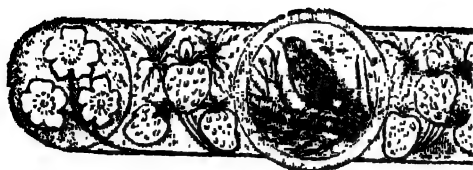
একপঞ্চাশত্তম উল্লাস।

নৃপতির শাস্তি।

দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হইল। নরপতি সমস্ত দিনই চিন্তানিমগ্ন। কিরূপে তস্করকে ধৃত করিবেন, কি উপায়ে রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইবে, কি উপায়ে লোকের মন হইতে উদ্বেগ বিদূরিত হয়, এই চিন্তাই অহরহ তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত করিতে লাগিল। প্রতিজ্ঞা করিলেন, অদ্য যেরূপে হয়, তস্করকে ধৃত করিতে হইবে, নচেৎ রাজনামে কলঙ্ক-স্পর্শ হইবে।

দিনমণি সমস্ত দিন প্রখরতাপে জগদ্বাসিগণকে সন্তাপিত করিয়া এখন অস্তগিরিশিখরে আপন আশ্রমে গমন করিলেন। তাঁহার রক্তবর্ণ প্রতিকৃতি দর্শনে ভীত হইয়া যেন বায়সাদি পক্ষি-কুল ভয়ে আপন আপন কুলায়ে প্রবেশের উদ্যোগ করিল। গোপালকেরা গোপাল লইয়া সান্ধ্যসংগীত গাহিতে গাহিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থিত হইল। নাগরীগণ শঙ্খনাদে চারিদিক্ প্রতি-ধ্বনিত করিয়া তুলিল।

দেখিতে দেখিতে যামিনী সমাগতা। তিমিররাশি আসিয়া বিশ্বসংসার তমসাচ্ছন্ন করিল। পেচককুল ও শৃগালাদি রাত্রিচর

জীবগণ আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া আপন আপন বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া আহারান্বেষণে চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকা। অবন্তীরাজ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য মনে মনে ভগবতীকে স্মরণ করিয়া, গুরুজনের চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া যথাযথ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রাজভবন হইতে যাত্রা করিলেন।

ঘোরা তামসী রজনীতে রাজা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নগরীর পথে পথে, গলীতে গলীতে, পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চারিদিক্ নিস্তব্ধ—গভীর নিস্তব্ধ; কুত্রাপি জন-মানবের সঞ্চার নাই। মনুষ্য দূরে থাকুক্, একটি নিশাচর পশু-পক্ষীও তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইতেছে না।

সহসা অদূরে জাঁতাঘর্ষণের শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। নিঃশব্দপদসঞ্চারে রাজা সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, একটি হিন্দুস্থানী লোক একস্থানে বসিয়া জাঁতায় ডাইল ভাঙ্গিতেছে। মলিন ছিন্নবস্ত্র পরিধান, পার্শ্বে একখানি অর্দ্ধভগ্ন কুটীর, সম্মুখে একটি প্রদীপে ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর আলোক জ্বলিতেছে। নরপতি নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোম্ কোন্ হ্যায় ?"

"খোদাবন্দ! গরীবপরোয়া, ভুনাওয়ালা।"

"তোম্ হিঁয়া কোই আদ্‌মীকো ঢুঁড়নে দেখা ?"

"হাঁ হুজুর! আবি এক আদ্‌মী ইধারসে উধার গিয়া।"

"ক্যায়সা আদ্‌মী ?"

"মালুম হোয় বদ্‌মাস।"

"আচ্ছা, হাম দেখ্‌কে আওতা, তোম্ ইহাঁ রহো।"

রাজা এই বলিয়া অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু কুত্রাপি

কাহাকেও না দেখিয়া পুনরায় পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ; দেখিলেন, ভুনাওয়ালা তখনও সেই স্থানে বসিয়া আত্মকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোই আদ্‌মী তো হাম দেখা নাই ?"

ভুনাওয়ালা বলিল, "হুজুর ! আপ্ যব্ ‧উধার গিয়া, উসি বখত্ উয়ো বদ্‌মাস ফ্রিন্ ঘুম্‌কে ইধার দেকে উধার গিয়া। হুজুর, এক কাম কি জিয়ে। আপ্‌কো দেখ্‌নেসে উয়ো বদ্‌মাস ভাগ জাগা। আপ্ হামারা কাপড়া পিন্‌কে হিঁয়া বৈঠিয়ে, হাম্ আপ্‌কো পোষাক পর্‌কে সওয়ার হোকে উস্‌কো পাকূড়ায় আভি লে আয়েঙ্গে।"

রাজা তাহাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ আপন পরিচ্ছদ খুলিয়া দিলেন এবং ভুনাওয়ালার ছিন্নবস্ত্র পরিয়া তথায় বসিয়া ডাইল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। ভুনাওয়ালা রাজপরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে প্রস্থান করিল।

ক্রমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতীত, যামিনী বিগতপ্রায়, কাহারও দেখা নাই। দেখিতে দেখিতে যামিনী অবসান। নরনাথ ঘোর চিন্তামগ্ন। ক্রমে উষাসমাগমে তরুণ-অরুণরাগে দিঙ্মণ্ডল রক্তিমাভা ধারণ করিল। নরপতি অগত্যা সেই অপূর্ব্ববেশে রাজভবনে গমন করিলেন। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। চতুর তস্করের চাতুরীতে রাজা অধোবদন।

এ দিকে তস্কর রাজপরিচ্ছদ লইয়া, অশ্বটিকে একস্থানে ছাড়িয়া দিয়া একেবারে মালিনীকুঞ্জে উপস্থিত। পাঠক মহাশয় এখন সহজেই বুঝিতে পারিলেন, তস্করটি কে ?

সমাপ্তি।

রাজপুরী সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত। রাজা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এ সামান্য তস্কর নহে; সামান্য বংশেও ইহার জন্ম নহে। অবশ্য ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য আছে। মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি রাজ্যমধ্যে ঘোষণা প্রচার করিলেন,—"আমি এই তস্করের চাতুরীতে পরাজিত হইয়াছি, তাহার উপর আমার বিরাগ বা অসন্তোষ দূরে থাকুক্, আমি তৎপ্রতি মহা সন্তুষ্ট। সে ব্যক্তি আমার পরম আদরণীয় ও সম্মানভাজন। সে নিঃশঙ্কচিত্তে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে আমি সাদরে অভিনন্দন সহকারে তাহাকে পুরস্কৃত করিব।"

বলা বাহুল্য, এই ঘোষণাবাণী মালিনীকুঞ্জে রামের কর্ণেও প্রবেশ করিল। রাজা সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ; তাঁহার কথার অন্যথা কদাচ হয় না, ইহা সর্ব্বত্র বিদিত; সুতরাং রাম বিনীতভাবে অবনতমস্তকে রাজদরবারে সমুপস্থিত হইল। যথারীতি অভিবাদনপূর্ব্বক অবনতবদনে নিবেদন করিল, "মহারাজ! এই অধম আপনার রাজ্যে অনেক অত্যাচার করিয়াছে, উচিত শাস্তিদানে দণ্ডিত করুন।"

এই বলিয়া রাম আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিল। তখন নরপতি পরম সমাদরে তাহার মস্তকে হস্ত প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার উপর আমি পরম সন্তুষ্ট হইলাম। তোমা দ্বারা তোমার জনক-জননী ধন্য হইলেন। আমি না বুঝিয়া তোমার পিতাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়া, যার পর নাই অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছি।